ফরাসী শিল্পী ও সমাজ

এই স্মৃতি কাহিনীগুলি ১৯৩৮-এর জুলাই থেকে
১৯৩৯এর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিত ঘটনার চুম্বক

প্রকাশক—দিলীপকুমার বোস
শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী
৩৭-৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ফরাসী শিল্পী ও সমাজ

প্রথম সংস্করণ ... শ্রাবণ ১৩৪৯

দাম—দুই টাকা

মুদ্রাকর—কিশোরীমোহন নন্দী
"গুপ্তপ্রেস"
৩৭-৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ফরাসী শিল্পী ও সমাজ

চিন্তামণি কর

প্রণীত

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী
৩৭-৭, বেনিয়াটোলা লেন.
কলিকাতা।

বইটির কাহিনীগুলি বেশীর ভাগই প্রবন্ধাকারে অগ্রণী, বঙ্গশ্রী ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। গত বছরেই বইখানি প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু ভুলক্রমে এক অতি অনুপযুক্ত প্রেশে মুদ্রিত করায়, সমগ্র বইয়ের ফর্ম্মাগুলি নষ্ট করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ও অন্যান্য অপরিহার্য্য কারণে বইখানির প্রকাশে অত্যন্ত দেরী হয়ে গেল। অনিচ্ছাকৃত কয়েকটি শব্দের ভুল মুদ্রণও রয়ে গিয়েছে। আশা করি পাঠকেরা এই ত্রুটীগুলি মার্জ্জনা করবেন। যাঁরা বইটির প্রকাশে নানাপ্রকারে সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

কসবা
জুলাই ১৯৪২

চিন্তামণি কর

উৎসর্গ

শিল্পী ও শিল্পরসিক বন্ধুদের

করকমলে

লণ্ডনে কয়েকদিন।

প্রায় আটত্রিশ দিন কেবল জল ও আকাশ দেখার পর যেদিন লণ্ডনের টিলবারি বন্দরে পৌঁছলাম সেদিন যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত। আনন্দ সংশয়চিত্তে বার বার মনে হ'তে লাগল যেন কতদিনের কাঙ্খিত কল্পনাকে নিবিড়ভাবে বাস্তবে অনুভব করছি।

কল্পরাজ্যের উল্লসিত মন কিন্তু অর্দ্ধেক হ'য়ে গেল বাস্তবতার রূঢ়তায়। ট্রেণের জানালা দিয়ে দেখলাম লাইনের দু'ধারে আবর্জ্জনাভরা, কয়লার গুঁড়ো আর ধোঁয়ায় মলিন ছোট বড় বাড়ীর সারিগুলি সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে আরো এক রাজ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভারতীয় ছাত্র সঙ্ঘে রাতের খাওয়াটা সেরে নিলাম। বহু ভারতীয় ছাত্রের ভিড়ে ডুবে গিয়ে অনুভব ক'রলাম অন্য কিছু চালচলন যাই বদলাক্ খাওয়ার পর সুখালস আসনে গল্প ও ধূমপানের অভ্যাস ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বেশ সজীব হয়ে আছে। এমনই একটী দলে একজন বিতাড়িত জার্ম্মাণ ইহুদীর বলা একটী গল্প শুনলাম। "হিট্‌লার একদিন এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কবে এবং কেমন দিনে তার ৺ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটবে?" উত্তরে জ্যোতিষী বল্ল, "You will die on a Jewish holiday." হিটলার ত চটে লাল। বল্লেন, "তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! জান ফুর্‌হের্‌কে অসম্মানের সাজা কি?" সে বল্লে, "আজ্ঞে, সে'ত জানি, কিন্তু আমি কি করব, সত্যিই When you will die, Jews will have a holiday."

আমাদের মেছুয়া বাজারের মেসকে হার মানায় এরকম একটি হোটেলে, জাহাজের কেবিনের মত ছোট ঘরের জন্য প্রাতরাশ বাদে সপ্তাহে একগিনি দিতে আমার মনে বেশ কষ্ট হ'ত। কয়েকদিন লণ্ডনে ঘুরে

মিউসিয়াম ও আর্টগ্যালারী দেখলাম, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা না দেখে ঠিক ক'রলাম পারীতে চলে যাব।

১৯৩৮এর সেপ্টেম্বর মাস। চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে ইয়োরোপে মহা গণ্ডগোল চল্‌ছে। যুদ্ধ আসন্ন প্রায়। ২৬শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটের সময় ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি জনতার মধ্যে বেশ একটা চঞ্চল বিক্ষুব্ধভাবের সৃষ্টি হল। কানে এল ট্যামবুরিণের কর্কশ শব্দ, সেই সঙ্গে চোখে পড়ল একদল ইউনিফরম্ পরা কিশোর কুচ্‌কাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে। সামনের দু'টি ছেলে লাঠীতে বাঁধা একটি লাল কাপড় উঁচু করে ধরেছে, তাতে লেখা ছিল, "Union of young Socialist Party."

ক্ষণপরেই জনতা ভেঙ্গে যেতে লাগল। যে যেদিকে পার্‌ছে ছুটে পালাচ্ছে। একদল অশ্বারোহী পুলিশ ঘোড়া ছুটিয়ে জনতাকে হটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমি রাস্তার একধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁত মুখ খিচিয়ে একজন পুলিশ আমায় সে স্থান ত্যাগ করতে বল্লে। ভাবলাম এই পুলিশ হাঙ্গামের কারণ বুঝি ঐ কিশোর দলটির কোন রাষ্ট্র বিরোধী শোভাযাত্রা। আমি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে চলে যাবার সময় দেখলাম সেই ছেলের দলটি সগর্ব্বে পা ফেলে ঢাক বাজিয়ে চলে গেল। তখন একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম এ পুলিশ সমারোহের কারণ কি? সে বল্লে,—তুমি কি আকাশ থেকে প'ড়লে নাকি হে! যুদ্ধ যে লাগল তার খবর রাখ না?—সত্যিই রাখি নি। কয়েকদিন ঘোরাঘুরির ফলে খবরের কাগজের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। সে বল্লে,—এ কোন বিদেশী রাষ্ট্রদূত আসছেন জরুরী ব্যাপারে তার জন্যই এত পুলিশের ভিড়। ভাবলাম আমাদের দেশে লাট সফরে বেরুনর অভিনয় এ দেশেও তা হলে হয়ে থাকে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ইয়োরোপের রাজনীতিজ্ঞরা যুদ্ধ নিশ্চিত বলে ঘোষণা করলেন। আমি ঠিক করেছিলাম ঐ দিনই পারী যাব। বাড়ীওয়ালী বল্লে,—কর, তুমি কি আজ পারী যাচ্ছ? হ্যাঁ, বলায় বল্লে,—তোমার এ রকম আসন্ন যুদ্ধের সময় পারী যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বল্লাম,—যদি যুদ্ধ বাধেই তা হলে পারী বা লণ্ডনে থাকা একই কথা। কিন্তু সে ভীষণ আপত্তি জানিয়ে বল্ল,—আজ তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না। তোমার নাম আমি পাড়ার থানাতে দিয়ে এসেছি। এখুনি সেখানে যাও একটা গ্যাস্ মাস্ক নিয়ে এস। আমাকে থানায় সে যেতে বাধ্য করলে। আমার সঙ্গী হল আরো তিনজন ভারতীয় ছাত্র। থানায় পৌঁছে দেখি লোকের লম্বা সারি দাঁড়িয়ে গেছে। রাত প্রায় আটটা। টিপ্‌-টিপ্ করে বৃষ্টি প'ড়ছিল। একখানি খবরের কাগজ দিয়ে মাথা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে রাইলাম। প্রায় একঘন্টা পরে থানার ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। ভিতরে একটি প্রশস্ত হলের মধ্যে কয়েকটি মেয়ে পুরুষ স্তূপীকৃত মুখোসের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমরা একদল ঢুকতেই এক একজন এসে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে মুখোস্ পরিয়ে দিল। মুখোসটা পরে আমার দম আটকাবার মত অবস্থা হোল। যে পরিয়েছিল, বল্লে নিশ্বাস জোরে টানতে কিন্তু আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। দেখা গেল বাতাস ঢোকার স্থানটি ক্যাপ দেওয়া ছিল। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ থেকে গ্যাস মাস্কটি বিনা দক্ষিণায় দেওয়া হল।—

২৮শে তারিকে কতকগুলি টিউব ষ্টেশন বন্ধ হ'য়ে গেল। ছোট ছেলে মেয়েদের গ্রামে পাঠাবার ধুম পড়ে গেল। কয়েকদিন আগে থেকেই লণ্ডনের পার্কগুলিতে ট্রেঞ্চ খোঁড়া আরম্ভ হয়েছিল। দেখা গেল সকলেই বাড়ীর জানালায় কালো পর্দ্দায়, রঙ লাগিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তৎপর হ'য়েছে। সবাই জানে যুদ্ধ হবেই। ২৯শে সকালে শোনা গেল চেম্বারলেন মহাশয় শান্তি স্থাপন ক'রে ফেলেছেন। ১লা অক্টোবর আর বিলম্ব না করেই আমি পারী রওনা হ'লাম। তখন আমার মনে দারুণ সংশয় পারী যদি লণ্ডনের মত হয়। কেন জানি না লণ্ডনের শিল্পসংগ্রহ মিউসিয়াম, বেশ উন্নত হল্লেও আমার মন তৃপ্ত হয় নি। চোখের সামনে যা পড়ত তাই যেন আমাকে শোনাত, তুমি পরাধীন তুমি বিদেশী।—

পারী।

ডিয়েপ থেকে পারী পর্য্যন্ত ট্রেনে যেতে হু'ধারের দৃশ্য আমার খুব ভাল লেগেছিল। ফ্রান্সের গ্রামের শোভা অতুলনীয়। কোন কোন স্থানের দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন ভারতের কোন একটি স্থান দিয়ে ট্রেন চলেছে। ফ্রান্সের একখানি মানচিত্র কাছে ছিল। সেটিকে সামনে রেখে কল্পচোখে দেখতে লাগলাম দক্ষিণ পূর্ব্বে আল্পস্ পর্ব্বতমালা জেনোয়া উপসাগরের তীর থেকে ফরাসী ইতালী সীমান্ত হ'য়ে উত্তরকে আলিঙ্গন ক'রতে হাত বাড়িয়েছে। সুইতসারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি ও বেলজিয়াম; ফ্রান্সের পূব থেকে উত্তর পশ্চিম সীমানা বেষ্টন করে আছে। অস্থির ইংলিশ চ্যানেল ও তুরন্ত বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমের ভূমি বিধৌত করছে। স্পেনের উত্তর দরজায় পিরিনিজ পর্ব্বতমালা মাথা উঁচু করে ফ্রান্সের দক্ষিণে পাহারা দিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরার অঞ্চলে আদুরে ল্যাপকুকুরের মত লুটোপুটি খাচ্ছে। আল্পস্ পাহাড়ের মাঝে মাঝে সমান উঁচু স্থান দিয়ে নদী চলে গেছে। কোথাও নদীর তু'ধার খাড়া পাহাড় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার উপরেই হয়ত সবুজ সমতল ক্ষেত্র, গোমেষাদির চারণভূমি। নিচের সমতলক্ষেত্রে ভূট্টা চাষের জমি, তারই নিচে আঙ্গুরের ক্ষেত। ঝলমলে সোনালী রোদ রসভারাবনত ফলের গুচ্ছের উপর পড়ে যেন জমাট বেঁধে গেছে। পাহাড়ের গায়ে পাইন, ফার প্রভৃতি গাছের ঘন সন্নিবেশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হ'য়েছে। তারমধ্যে মাঝে মাঝে রক্তলোলুপ নেকড়ের দল বা বুনো শুয়োরের দলের দর্শনও মেলে। আল্পসের একটু উঁচুতে কেবল তুষারের তরঙ্গায়িত শুভ্রতা। ফ্রান্সের চারটি বড় নদী, স্যেন, লোয়ার, গারোন্, ও রোনের ধারে ইতিহাসে দাগ রেখে অনেক সহর গড়ে উঠেছে। স্যেন নদী এঁকে বেঁকে মন্থর গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ তুমড়িয়ে

একটি গোল পাক খেয়ে ফ্রান্সের রাজধানী পারীকে সেই পাকের মধ্যে আলিঙ্গন বদ্ধ রেখে উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে।

কল্পরাজ্য ছেড়ে বাস্তবে যখন পারীর গার্ সাঁলাজার ষ্টেশনে পৌঁছ-লাম, তখন ফরাসী ভাষার সম্বল আমার কিছুই ছিল না। পূর্ব্ব পঠিত, প্রবন্ধাদির ধারণায় বদ্ধমূল আমি মনে করলাম, এক চোরের রাজ্যে প্রাণটা মাঠে মারা যাবে। সঙ্গে লণ্ডন থেকে ইংরাজী বলা একটি হোটেল এবং ডক্টর "ন" এর ঠিকানা এনেছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে হোটেলের ঠিকানা দেখিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। কুলিরা কয়েকটা জিনিষ বয়ে ছিল, তার জন্য ষ্টেশনে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিহিত ছাপান বিল দিয়ে পয়সা চেয়ে নিল।

হোটেলে পৌঁছে হোটেলওয়ালার নির্দ্দেশমত টাক্সির ভাড়া মিটিয়ে "ন" মশায়ের সন্ধানে বেরলাম।—তখন ছ'টা হবে, রাস্তা চিনি না, যাকে জিজ্ঞাসা করি মাথা নেড়ে হস্তভঙ্গি এবং ঘন ঘন স্কন্ধ স্পন্দনে জানিয়ে দেয় যে ইংরাজী জানে না। দু' একজন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে শেষে অপারগ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। অনেক পরে একটি ছাত্রকে পেলাম, সে ইংরাজী বোঝে কিন্তু বলতে পারে না। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বহুক্ষণ ঘুরে বাড়ীটা বের ক'রে দিলে, কিন্তু "ন"কে বাড়ী পাওয়া গেল না।

এরকম ভদ্রলোক ওদেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে, লণ্ডন যাওয়ার পথে মার্সাইতে নেমে দুইটি চিঠি পোষ্ট করতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে চিঠি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পোষ্ট-আফিস'? ভদ্রলোক ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করতে বল্‌লে। প্রায় পনর মিনিট হাঁটবার পর পোষ্ট-আফিস পাওয়া গেল। ভদ্রলোকটি আমার কাছথেকে পয়সা নিয়ে টিকিট কিনে লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট-বাক্সে ফেলে কাফেতে তার সঙ্গে কিছু পানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। আমার মনে হল, লোকটা নিশ্চয় বদ, না হ'লে এত হৃদ্যতা দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় কোন খারাপ যায়গায় নিয়ে গিয়ে পয়সা মেরে দেবার মতলব, এই মনে করে অত্যন্ত অভদ্রের মত তার নিমন্ত্রণ

প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলাম। পরদিন "ন"কে আবিষ্কার করে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফরাসী শব্দ গলাধঃকরণ করে সহরটার কয়েকটি স্থান মোটামুটি দেখা গেল।

ফ্রান্সের ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে বড় সহর পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে ঠিক শাবক-পরিবেষ্টিত মুরগীর মত। ফ্রান্সের খুব ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ করে বড় গ্রাম পর্য্যন্ত দেখা যাবে, সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা গীর্জ্জা আর তার চারিপাশ ঘিরে ছোট বড় বাড়ী। সহরগুলি এই কয়েকটি গীর্জ্জার সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে। পারী সহরেও যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি তা বেশ বোঝা যায়—বিখ্যাত নোতর্‌দাম, সাঁ সুল্‌পিস্, স্যাজেয়ার মঁা প্রভৃতি গীর্জ্জাগুলির অবস্থান থেকে। সাধারণ শহুরে বাড়ীগুলি বেশ শক্ত, বেশ পুরাতন আভিজাত্যের ছাপ আছে। বাড়ীগুলির এক বাড়ীর সঙ্গে আর এক বাড়ী লাগিয়ে শেষ পর্য্যন্ত একটানা। 'আমার দেওয়ালে ঘর তুলো না' ব'লে এ নিয়ে মামলা মকর্দ্দমা হয় না। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর নীচে মাটির তলায় শক্ত পাথরে গাঁথা ঘর আছে তাকে বলে 'কাভ'। এগুলি মদ রাখার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহার করে, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। পুলিশ থেকে প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় লেখা আছে, ক'জন লোক 'কাভ্'-এ আশ্রয় নিতে পারবে, এবং আক্রমণ-সঙ্কেতের ভোঁ বাজলেই লোক মুখোস প'রে এর তলায় ঢোকে।

পারীর মধ্যে চলে গেছে অসংখ্য বুলভার্ বা প্রশস্ত রাজপথ। এগুলি কলিকাতার চৌরঙ্গীর দু'গুণ তিনগুণ চওড়া। বিখ্যাত বুলভার্ সাঁজেলিজে পৃথিবীর একটি প্রশস্ততম রাজপথ। প্রায় প্রত্যেক বুল-ভারের দু'পাশে সুন্দর গাছের সারি। কোন কোন বুলভারের দু'পাশে 'প্লেন' গাছের সারি, এগুলি শরৎকালে নূতন পাতার আর পুরাতন বল্কলমুক্ত সোনালী রঙের কাণ্ডে অপূর্ব্ব দেখায়। রাত্রে গাছের সারির পার্শ্বে আলোর সারি, গাছের ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তায়

আলোর বন্যা বইয়ে দেয়। যুদ্ধ নিবন্ধন যে-দিন থেকে পারীকে উপরে ঢাকনী দেওয়া মিটমিটে আলোর সাজ দেওয়া হ'ল রাস্তায় বেরুলে মনে হ'ত আলোকময়ী পারীর শরীর বিষিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তায় আলোর হাসির সঙ্গে মিলিয়ে পথচারীর প্রাণখোলা হাসি যেন এক যাদুকরের সম্মোহনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, আবছায়া আলোয় বিষ বিরস মুখের ভয়াতুর দৃষ্টি।—যাক্ অবান্তর কথায় এসে পড়লাম। পারীর বুল্‌ভার্ ছাড়া ছোট ছোট রাস্তাগুলির সৌন্দর্য্যও কম নয়। দু'পাশের দোকানের সুসজ্জিত পণ্য-সজ্জাকক্ষ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য পথচারীকে প্রলুব্ধ করার জন্য যেন কাঁচের আবরণ ভেদ করে রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সের সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি থেকে শীতের আরম্ভ অর্থাৎ আগষ্ট থেকে প্রায় অক্টোবরের প্রথম পর্য্যন্ত স্কুল, কলেজ, দোকান বন্ধ থাকে। ১৯৩৯এর বন্ধের পর সেগুলি আর খোলা হয়নি। দোকানের মালিকরা এসে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য দোকানের গায় কতকগুলি কাঠের তক্তা লাগিয়ে শহরকে যেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত করে তুলেছিল।

সমস্ত পারী শহরটি কুড়িটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, তার এক একটিকে বলে আরান্‌দিস্‌ম। এ-ছাড়া কলিকাতাতে যেমন ভবানীপুর, শা'নগরি, সিমলা, গড়পার প্রভৃতি পাড়া আছে, পারীতেও মোঁপারনাস্, কার্তেলাত্যাঁ, মোমার্ত্ত, অপেরা প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়া আছে। কার্তেলাত্যাঁটি ছাত্রদের পাড়া। এখানে রাস্তায় কাফে, রেস্তরাঁ, সর্ব্বস্থানেই বিশ্বের লোককে খুঁজে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন শহর থাকে তো সে পারী। ইংলণ্ড বাদ দিলে ইয়োরোপের আর কোথাও বর্ণ-বিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য হিটলারীয় শাসনে জার্ম্মানীতে এখন বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষ বিশেষ প্রবল হয়েছে। মোমার্ত্ত এবং মোঁপারনাস্ দু'টিই শিল্পীদের পাড়া। এই দুই পাড়ার শিল্পীরা শিল্পে স্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সর্ব্বদাই ঝগড়া করে থাকে কিন্তু প্রতিভাবান্ উৎকৃষ্ট শিল্পীকে দু'পাড়াতেই নিজেদের বিভেদ ভুলে প্রশংসা ক'রে থাকে।

শহরের মাঝে সুন্দর পার্ক আছে। ফরাসী উদ্যানের বিশিষ্টতা সর্ব্বজনবিদিত। জার্দ্যা দ্যু লুক্সেম্বুর্গ ও জার্দ্যা দ্যু তুইলারি মনোহর প্রস্তরমূর্ত্তি এবং কেয়ারীকরা ফুলের গাছে লাবণ্যময়। এর মাঝে মাঝে মূর্ত্তি-অলঙ্কৃত ফোয়ারা বাগানের সৌষ্ঠব আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া আরও বোয়া দ্যু বুলোন্, বোয়া দে ভঁ্যাসেন্ প্রভৃতির প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।

পারী শহরের মধ্যে এত গাছপালা থাকার জন্য এবং শহরটির চারপাশে বন থাকায় বিমান আক্রমণকারীদের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মিয়ে দেয়। কালো বনের ফাঁকে কোথায় যে শহরটি আত্মগোপন ক'রে আছে অনেক সময় উপর থেকে রাত্রে তাঁরা তা বুঝতে পারে না। তবুও অমূল্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা-সম্পদের নিদর্শনে পূর্ণ প্যারীকে অসভ্য নিপীড়ক থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। পার্কগুলির মাঝে ট্রেঞ্চ কেটে বড় বড় বিমান-ধ্বংসী কামান বসানো হয়েছিল। সন্ধ্যা হ'লে দেখা যেত অসংখ্য রবারের ফানুসে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে এগুলি বাঁধা এয়ারো-প্লেন্ এর গায়ে ঠেকলেই তার জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। প্রসিদ্ধ স্মৃতি-সৌধ, মূল্যবান্ সংগ্রহশালা ও মর্ম্মর-মূর্ত্তিগুলির চা'রপাশে বালির বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

মোমার্ত্ত পারীর অত্যন্ত পুরাণো পাড়া, এখানে সাক্রেকর্ ব'লে অতি আধুনিক ধরণের একটি গীর্জ্জা আছে। এর চেহারায় প্রাচ্য স্থাপত্যের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পুরাতন মোমার্ত্তের পাড়ায় ঘুরলে মনে হয়, যেন বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক দ্যুমা অথবা য়ুগোর বর্ণনাগুলি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তার আগের কালের রাস্তা, বাড়ী, একই অবস্থায় এখনো বর্ত্তমান রয়েছে। মোঁপারনাস্, বোহেমিয়ান্ পাড়া, বেশীর ভাগ আমেরিকানদের ভিড় এখানে। এখানকার কয়েকটি কাফে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফ্রান্সের প্রত্যেক বড় শহরে, এমন কি ছোট গ্রামে পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে কাফে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের জাতীয় জীবন, সভ্যতা

ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই কাফের মধ্যে। পারীতে বড় বুলভার্দের ধারে বহুসংখ্যক বড় কাফে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাফেই আলোকমালা এবং চেয়ার ও ছোট টেবিলে সাজান। কাফের দেওয়ালগুলি নানারূপ অলঙ্করণ-চিত্রে সুসজ্জিত। সর্ব্বদাই এখানে গান-বাজনা হচ্ছে। এক কাপ চা অথবা কফি নিয়ে বসে যান, থাকতে দেবে আপনার যতক্ষণ খুশী, এর জন্যে আলাদা কিছু লাগে না। পানীয়টির দাম দিলেই চলে। এই কাফের মধ্যে বসে বড় বড় ফরাসী লেখক তাঁদের অমূল্য গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কত বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন, কত বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার-স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন, কত রাজনীতিকের চিন্তাধারা এখানে গড়ে উঠে দেশের অবস্থাকে কতবার অদল-বদল করে দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এখানে এক কাপ কফি ও কয়েক ভ্যলুম বই নিয়ে বসে যান গবেষণায় বা পরীক্ষার পড়াশুনায়। এখানে বসলে দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটি টেবিল ঘিরে ছোট ছোট আন্তর্জাতিক সম্মিলনী ও তাদের নানারূপ আলোচনা। এই কাফে থেকে নানাদেশের মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করা যায়, তা' ছাড়া জনসাধারণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে, তর্ক করে তাঁদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সাঁজেলিজের কাফে উঙ্গারিয়া, কাফে তিরোল প্রভৃতিতে রাত্রে সুন্দর অর্কেষ্ট্রা ও জিপ্সি, রাশিয়ান্ ও সুইস্ নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের নৃত্যের বন্দোবস্ত আছে। এখানে নয়ন ও শ্রুতি উভয়েরই রঞ্জন হয়ে থাকে?

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় কার্তে লাতাঁর একটি কাফেতে বসে আমার জনৈক পোলিশ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, আমাদের পাশের টেবিলে একটি মহিলা আমাদের কথার ফাঁকে বুঝেছিলেন যে আমি ভারতীয়, হঠাৎ উঠে এসে, "বসতে পারি" বলে গার্সঁকে (পরিবেশনকারীকে) কফির হুকুম ক'রে বললেন, "আপনি ভারতীয়?" "হ্যাঁ" বলাতে তিনি বললেন, ভারত হচ্ছে তাঁর ধ্যান, চিন্তা এবং জীবন। বল্‌লেন—পূর্ব্ব জন্মে বোধ হয় তিনি ভারতীয় ছিলেন। এই রকম জন্মান্তরবাদী বহু ওদেশী লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন আমি 'ইয়োগী' কি না? না

বলাতে তিনি প্রথম অবাক্ হলেন এবং পরে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমি জানি ভারতীয়রা তাঁদের আধ্যাত্মিক জিনিষ বিদেশীদের দিতে বা বলতে চায় না। কিন্তু আমি নিরামিষ খাই এবং প্রাণায়াম করি," বলেই নাক টিপে আমাকে দেখাতে লাগলেন ও বল্‌লেন, কোন ভারতীয়কে অতি কষ্টে ভুলিয়ে তিনি এই অমূল্য রত্নটি আদায় করেছেন। আমি ইয়োগী-নয় বার বার বলেও তাঁকে বিশ্বাস করান গেল না। ভারত সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্নের পর যখন আমরা ওঠার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তখন তিনি আমার ঠিকানাটি আদায় করে বল্‌লেন, আজ না বললেও আর একদিন পরের প্রণালীটি তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবেই হবে, না হলে তিনি ছাড়বেন না। অগত্যা তাঁকে বল্‌লাম, "এর পরের প্রণালী হচ্ছে নাকের কাছে হাতের উপর এক মুঠা পাউডার রেখে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নেওয়া ও ফেলা। লক্ষ্য রাখবেন, পাউডার যেন না ওড়ে।" তিনি খুব খুশী হয়ে ঘন ঘন করমর্দ্দন করে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। এর পর কি করবেন জিজ্ঞাসা করায় বললাম, "কয়েকবার এটি অভ্যাস করবার পর অন্য ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করবেন।"

অনেকেই হয়তো আমার এই কাজটিকে সু-চোখে দেখবেন না। কিন্তু এই সব ভারতের অন্ধ ভক্তদের কিছু না বলে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। যদি মিথ্যাও বলা যায়, এঁরা খুশী হয়ে যাবেন; না হ'লে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, এবং মনে করবেন আমরা বিদেশী ম্লেচ্ছ বলে আপনার ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে 'এরা কিছু বলতে চায় না।' এদের শুধু সত্য অক্ষমতা জানিয়ে ফেরান বড় মুস্কিল। ফ্রান্সে আমি দু'শ্রেণীর ভারতভক্ত দেখেছি। এক দল মনে করে, ভারতে এখনও বেদ-উপনিষদের যুগ চল্‌ছে এবং প্রত্যেক ভারতীয় হচ্ছে এক একজন যোগী বা বুদ্ধ, তারা মিথ্যা কি তা জানে না, হিংসা কখনো তাদের মনে স্থান পায় না, সকলেই সচ্চরিত্র, সজ্জন—একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এরা অনেক সময়ে ইচ্ছা ক'রে জানতে চায় না আমাদের দেশের বর্ত্তমান আসল স্বরূপ কি।

ইয়োরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেও রাজনৈতিক বর্ব্বরতা এদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এই সভ্যতার

অগ্রগতি, বর্ব্বরতা ও ধ্বংসকে আরও কাছে এনে দেবে। এরা সাধারণতঃ অত্যন্ত রক্ষণশীল। অনেক সময় আমাদের দেশের অন্ধ রক্ষণশীলদের এরা হার মানিয়ে দেয়। এখনও পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে সব কিছুই মহান্, নৈতিক ও মানবতায় পূর্ণ; এই ধারণাকে মনে আটকে রেখে নিজের মনকে এরা প্রবোধ দিতে চায়। এদের দেখলে অনেকে ভাববে এরা পাগল, কিন্তু নিজেদের মতবাদে এদের দৃঢ় বিশ্বাস অটল।

ইয়োরোপে যাবার সময় জাহাজে এক থিওজফিষ্ট জার্ম্মান মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে দু' এক কথা বল্লা আশাকরি অবান্তর হবে না। রোজই সকালে তাঁকে ডেকের উপর হলুদ রঙ্গের অদ্ভুত জামা, গাঢ় নীল রঙ্গের অধোবাস, মাথায় একটি পাতলা হাল্কা রঙ্গের ওড়না করে বাঁধা একটি বড় রেশমী রুমাল এবং কাণ দু'টি তিব্বতীয় কর্ণাভরণ পরে থাকতে দেখতাম। ইংরেজ যে নয়, তা প্রথম দৃষ্টিতেই যে-কেউ বুঝতে পারত। বড় কৌতুহল হল। একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাপ করবেন, আপনার স্বদেশ জানতে পারি কি?" উত্তর এল, "আমি জার্ম্মান, বর্ত্তমানে আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু আসলে মনে আমি তিব্বতীয়,—আমি থিওজফিষ্ট।" আমি জাহাজে ফরাসী জানা লোকের সন্ধানে ফিরতাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফরাসী জানেন?" বল্লেন, "জানি, কিন্তু অনেকদিন চর্চ্চার অভাবে প্রায় ভুলে গেছি।" কাছে একখানি ফরাসী ব্যাকরণ ছিল, সেটি নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করলাম, একটি উচ্চারণ দেখিয়ে দিতে। কিন্তু নানা গল্পের ফাঁকে আমার নিজের উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গেল। বেশীর ভাগ কথা হ'তে লাগল, ভারতীয় ধর্ম্ম, পুরাণ ও রূপক সম্বন্ধে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলাম না। সব চেয়ে অবাক্ হ'লাম তাঁর ভারত আগমনের কাহিনী শুনে। ইনি বলতে লাগলেন, "জানেন, আমি পূর্ব্বের এক জন্মে কি ছিলাম?" "না" বলাতে তিনি বললেন—

"আমি ছিলাম প্রাচীন মিশরের এক ফ্যারাওয়ের রাণী। তখন আমার পার্থিব ভোগ-জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও মনটা বেশ একটা

আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে বাঁধা ছিল। তার ফলে পরবর্ত্তী একজন্মে তিব্বতীয় এক লামার ঘরে জন্মাই। কিন্তু সেই জন্মে পুনরায় বিষয়াসক্ত হওয়ায় আমার এই জন্মের পরিণতি। আমি একজন যুবকের খুব উজ্জ্বল বড় চোখ এবং দীপ্তিযুক্ত দৃষ্টি দেখে মনে করেছিলাম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে বেশ অগ্রবর্ত্তী, ফলে তার প্রেমে পড়ে বিয়ে করি। কিন্তু কয়েক বছর পরে আমার ভুল ভাঙ্গল, সে অত্যন্ত তামসিক, আমার যোগ-ধ্যানকে সে সুচোখে দেখত না, তাই তাকে ছেড়ে বেরিয়েছি আমার গুরুর কাছে। তিনি তিব্বতীয়, তাঁর নাম···তাঁকে কোন দিন আমি দেখিনি বা তাঁর ঠিকানা জানি না। কেবল আমার ধ্যানের মধ্যে তাঁকে একবার দেখেছি। তাঁরই সন্ধানে তিব্বত গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি দেখা দিলেন না। ধ্যানে জানালেন, এখনো সময় হয় নি তাঁর, তাই ফিরে যাচ্ছি জার্ম্মানীতে বাপ-মায়ের কাছে।"

আশ্চর্য্য হলাম, তাঁর ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের আবেগ এবং অন্ধ ভাব-প্রবণতা দেখে। সুদূর আমেরিকা থেকে একটা অজানা, অচেনা গুরুর সন্ধানে, তিব্বতের মত দেশে,—যার সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ নেই বললেই চলে,—আসার ইচ্ছার পিছনে কত বড় প্রেরণা থাকলে এ সম্ভব তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু ওদেশে যারা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে শ্রদ্ধা করে, জানতে চায়, তারা এই রকমই ভারতীয় ভাবে আত্মহারা।

ফ্রান্সে আর একদল ভারতভক্ত দেখেছি, এঁরা প্রাচীন ভারতকে যথেষ্ট জানলেও বর্ত্তমানকে মন থেকে তাড়িয়ে দেন নি। বর্ত্তমান ভারতীয় জীবন এবং প্রত্যেকটি আন্দোলন সম্বন্ধে এঁরা রীতিমত সচেতন। এঁরা ভাবপ্রবণতায় বাস্তবকে, যুক্তিকে ভুলে যান নি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে এরা শ্রদ্ধা করেন এবং নিজেদের এতে যোগ দেওয়াটা বড় কাজ বলে মনে করেন। তর্ক করে সাধারণ সভায় বক্তৃতা ক'রে ওদেশের জন-সাধারণকে জানাতে চেষ্টা করেন আমাদের দাবীর যোগ্যতাকে। এঁদের অনেককে ফ্রান্সপ্রবাসী ভারতীয়দের চেয়ে ভারত সম্বন্ধে বেশী খবর রাখতে দেখেছি। আমরা এক ভারতবন্ধু ফরাসী মহিলার কাছে প্রায়ই যেতাম, সুভাসচন্দ্র, নেহেরু, রায় এঁরা বর্ত্তমানে কি করছেন, কংগ্রেসের খবর কি প্রভৃতি

জানতে। কারণ তিনি কেমন করে জানি না, আমাদের সকলের চেয়ে আগে সব খবর পেতেন। ফ্রান্সে, বিশেষ ক'রে, পারী শহরে এঁদের সংখ্যা বিরল নয়। জানি না যাঁরা ওখানে বেড়িয়ে ফিরেছেন, তাঁদের সঙ্গে এই শ্রেণীর লোকের আলাপ হয়েছে কি না, কিন্তু তাঁদের লিখিত বিবরণীতে কদাচিৎ এ-বিষয়ে লেখা দেখেছি। সম্ভবতঃ, তাঁরা স্মৃতি-সৌধ, রঙ্গালয়, পানাগারের বর্ণনার মধ্যে এসব লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

ফরাসী শিল্প শিক্ষায়তন, মডেল ও শিল্পী সমাজ।

পারীতে আসার চারদিন পরে ডক্টর "ন" বল্লেন, "চলুন আপনাকে একটি আতলিয়েতে (শিল্পীদের কর্ম্মশালা) নিয়ে যাই, দেখুন, আপনার যদি সেখানে ভাস্কর্য্য সেখার সুবিধে হয়।" তাঁর সঙ্গে "লাকাদেমী দ্য লা গ্রাঁদ শমিয়ের" শিল্প শিক্ষায়তনে গেলাম। যে রাস্তার উপর এটির অবস্থান তারই নামানুকরণে এর নাম। এই রাস্তাটির দু'ধারে আরও অনেকগুলি "আকাদেমী"র সাইন বোর্ড চোখে পড়ল। পারীর সব আরান্দিস্‌মতে দেখা যাবে, শিল্পীরা দলবেঁধে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পাড়ার সৃষ্টি করেছে। এক একটি রাস্তার দুধারের সব বাড়ীগুলিই ষ্টুডিয়ো। এই ষ্টুডিয়োগুলিতে এক একজন পারদর্শী শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এক একটি শিল্প বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্পান্দোলন ও তার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেজান্

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, সরকারীভাবে সমর্থিত শিল্পীরা যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনও করেছিলেন প্রচুর। বলা বাহুল্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরাই এই সুযোগ সর্ব্বাগ্রে লাভ করতেন। আধুনিক শিল্পান্দোলনের স্রষ্টা শিল্পীশ্রেষ্ঠ সেজানএর ভাগ্যে জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা না জোটার কারণ—তিনি স্বাধীনভাবে শিল্পসাধনা করেছিলেন এবং তাঁর অঙ্কন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা সরকারী বিদ্যায়তনের শিল্পীগোষ্ঠীদের দ্বারা

সমর্থিত হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্ব্বে শুধু ফ্রান্সে কেন, ইয়োরোপের সব দেশেই শিল্পীরা ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতেন। কাজেই তাঁদের পছন্দসই ভাববিলাসী চিত্রণ ও ভাস্কর্য্যের অবতারণা করেই শিল্পীদের জীবন কাটত। অবশ্য ধনীদের রুচি অনুসারে কাজ করলেও তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ইম্‌প্রেস্যনিজম্ শিল্পধারার রচয়িতা "মানে" "ম্যনে" এবং তাঁদের পক্ষীয় শিল্পীমণ্ডলী, ধনী সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন এবং সেজানের মতবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধনের ক্ষীণ প্রভাবটুকুও সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেল। অবশ্য এই আন্দোলন চালাতে এঁদের সকলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এবং জন-সাধারণের আপত্তির চেয়ে সরকারী আপত্তি তাঁদের অধিকতর নিপীড়ন ক'রেছিল। ধনী ও সরকার সমর্থিত শিল্পী ও শিক্ষায়তনগুলি উপরোক্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে লোক চক্ষে হেয়, অবজ্ঞাত হ'য়ে পড়ল। সেই সময়ে বেসরকারী শিল্প শিক্ষায়তনগুলি বহুল পরিমাণে গড়ে উঠল।

সবকাবী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা প্রণালী ও কর্ম্ম-সময় নির্ঘণ্টের যথেষ্ট তফাৎ আছে। সরকারী শিল্প শিক্ষালয় 'একোল নাসিয়ন্যাল দে বোজার্' "সাঁ জুলিয়াঁ" প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক শিক্ষা-তালিকা মেনে চলতে হয়। বেসরকারী আতলিয়েতে বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাতালিকার প্রচলন নেই। যে কেউ যে-কোনদিন ভর্ত্তি হয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মান অনুসারে কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। একই ঘরে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিল্পী থেকে আরম্ভ করে প্রথম শিক্ষার্থী পর্য্যন্ত এক সঙ্গে কাজ করছে। ফলে প্রথম শিক্ষার্থীরা অগ্রবর্ত্তীদের শিক্ষালাভের বিভিন্ন পরিণতি একই সময়ে দেখবার সুযোগ পায়। এই সকল আতলিয়েকে ঠিক আমাদের ধারণায় বিদ্যালয় মনে করা ভুল হবে। অনেক শিল্পী, যাঁদের স্বতন্ত্র মডেল রেখে কাজ করবার অর্থ সঙ্গতি নেই তাঁরাও এখানে এসে কাজ করে থাকেন। সবাই এখানে স্ব স্ব মতানুসারে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে একদিন আকাদেমী কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোনও এক বিখ্যাত শিল্পী ছাত্রদের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ও সমালোচনা করে

অধ্যাপকের কাজ করে থাকেন। আতলিয়ের দক্ষিণা ও অধ্যাপনার দক্ষিণা আলাদা দিতে হয়। কাজেই যার ইচ্ছা হয় সেই কেবল অধ্যাপকের সাহায্য নিয়ে থাকে। অধ্যাপকের সমকক্ষ নিপুণ শিল্পী যাঁরা এখানে কাজ করেন তাঁদের আর অনাবশ্যক অধ্যাপনার দক্ষিণা দিতে হয় না।

"গ্রাঁদ শমিয়ের" পারীর একটি উৎকৃষ্ট বেসরকারী শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রোদ্যাঁর প্রিয় ও উপযুক্ত ছাত্র, বিশ্ববিশ্রুত কবিভাস্কর বুর্দেল-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যতদিন বেঁচে-ছিলেন, ততদিন 'গ্রাঁদ শমিয়ের' এর ভাস্কর্য্য বিভাগে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন। এখন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক হেল্লরিক তাঁর স্থানে কাজ করছেন। মিঃ হেল্লরিক বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকায় একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে পরিচিতি লাভ ক'রেছেন।

বুর্দেল

পারীর ষ্টুডিয়ো সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বিচিত্র কথাই শুনেছি কাজেই প্রথম যেদিন 'গ্রাঁদ শমিয়ের' এ গেলাম বুকের ভিতর কেমন টিপ্ টিপ্ করতে লাগল—যেন কী এক অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে অভিযান করছি।

প্রকাণ্ড হলে ষ্টুডিয়োর ভাস্কর্য্য বিভাগের কাজ চলছিল। ভিতরে যেতে চোখে পড়ল সম্পূর্ণ বিবসনা একটি যুবতী চুপ করে একটি চৌকির উপর দাঁড়িয়ে আছে আর তারই চারি পাশে এগার জন ছাত্র-ছাত্রী টুলের উপর কাদামাটি দিয়ে অনুকৃতি গড়ছে। অসম্ভব রকমের একটি বেঁটে শিল্পী আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে ডক্টর "ন" তাকে কি বল্লেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আমাকে একটি টুল, লোহার একটি কাঠামো ও কাদামাটি দিয়ে গেল।

এগারোটা বাজতেই যে মেয়েটি এতক্ষণ পুতুলের মত নিষ্পন্দ দাঁড়িয়েছিল, নড়ে উঠল এবং একবার আড়ামোড়া ভেঙ্গে তার কাষ্ঠাসন

থেকে নেমে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিস্তব্ধ ঘরখানাকে সকলের সঙ্গে তর্ক করে বেঁশ সরগরম করে তুল্ল। তর্ক যে রাজনীতি নিয়ে হচ্ছে—তা বুঝলাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের নামোল্লেখে। তারপর সে আমাদের সকলের কাজ দেখে কি সব মন্তব্য করতে লাগল ভাষা না জানায় তার মর্ম্ম বুঝলাম না। এই সব মডেলদের সম্বন্ধে পূর্ব্বশ্রুত নানা গল্পের ফলে আমার অতি মন্দ ধারণাই ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে জানলাম এদের আমরা যা ভাবি এরা সকলে তা নয়।

শিল্প-রসোপলব্ধির আনন্দের মাঝে দর্শক হয়ত রচয়িতার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে, কিন্তু মহান্ আলেখ্য, ভাস্কর্য্যের রচনায় নিজেকে উৎসর্গ করে যারা রূপ দিলে, তাদের কথা দর্শক কেন শিল্পীরাও অনেক সময় ভুলে যান। এই চির-উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতাদের আমরা মডেল বলে জানি। কেন বলতে পারি না, রূপ-রচনায় শিল্পী সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা দেখেছেন অধিক মাত্রায় নারীতে, কিন্তু বাস্তব জীবনে—সমাজে সম্মানে, তাদের বঞ্চিত করেছেন সব চেয়ে বেশী। মডেল শব্দটার মধ্যে প্রশংসার চেয়ে গ্লানিই বড় হয়ে উঠেছে এবং সে গ্লানি লাভ করল শিল্পীর রূপসৃষ্টিতে সহায়তাকারিণী নারী। মডেল সে! কপট ধর্ম্মগৌরব জানিয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজ সভয়ে সচকিত হয়ে উঠে! তাদের মুখে ঘৃণার যে ভাব ফুটে উঠে তা, রূপে মহিমান্বিতা, সুগঠিতা সুন্দরী মডেলকে যথেষ্ট আঘাত দিলেও তারা আজও শিল্পী-সমাজকে সাহায্য করতে বিমুখা হয়নি। যে সম্ভ্রান্ত সমাজের রূপাকাঙ্ক্ষায় তারা আত্মবিক্রীতা হল সেখান থেকে লাভ করল ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। মডেল শব্দটী সাধারণের কাছে অপবিত্র ও অশ্লীলতার ইঙ্গিত জানায়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের অন্তঃস্থলে কত অদম্য কুৎসিত কামনা পোষাকের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে। নগ্নতার পবিত্র, নির্ম্মল সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম তারা নিজ কামনাকে প্রতিবিম্বিত দেখে সেই নগ্নতায়, আর তার উচ্ছ্বাসকে গোপন করে কপট নীতিবাগ্মিতা দেখিয়ে। কিন্তু নীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতার হঠ বিচার করবার সময় কয়জন নিজেদের দিকে দৃকপাত করি? নিজেরা বঞ্চক নই মনে করে নিজেদেরই কতবার বঞ্চনা করে থাকি। নির্দ্দোষ ও অজ্ঞাতভাবে কোন উচ্চ

প্রেরণাকে নিঃস্বার্থ মনে করলেও দেখা যায়, স্বার্থ তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাকে মোলায়েমভাবে বলি স্বর্গীয় প্রেম তার পেছনে লুক্কায়িত আছে অত্যুগ্র কাম। নীতি-দুর্নীতির বিচারে আমরা ভুলি নীতি-উৎপত্তির উৎসকে। কতখানি নৈতিক তা কদাচিৎ যুক্তি দিয়ে বিচার করে লোকে কত প্রকাশ করে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম মিথ্যা নীরব থেকে বলা যেতে পারে, মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপ দিয়ে বলা যায়, সত্যকে মিথ্যায় অবতারণায় বেশ প্রকাশ করা যায়। নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্য অশ্লীল অথবা শ্লীল কিনা নির্ভর করে ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গীতে। নীতি ও শ্লীলতার মাপকাঠি দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মাচারে সর্ব্বত্র সমান নয়। তথাপি কামকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে যদি নগ্নতার প্রকাশ হয় তা'হলে তাকে অতি অশ্লীল, কুৎসিৎ বলব। কিন্তু শিল্পীর রচনার রূপ প্রকাশে অনুপ্রেরণা দিয়ে সাহায্য করে যে নগ্নতা তাকে পবিত্র শ্লীল বল্‌তে কুণ্ঠিত হব না।

একবার গ্রাঁদশমিয়ের শিল্পশালায় একজন দর্শক মডেলের নগ্নাবস্থার ফটো নিতে যান। মডেল ভীষণ আপত্তি করায় তিনি বল্লেন, "আপনি ত নগ্নাবস্থার চিত্র এবং ভাস্কর্য্যের অনুকৃতি গ্রহণে আপত্তি করছেন না, ফটোতে আপত্তির কারণ কি?" মডেল উত্তর দিলেন, "শিল্পী আমার নগ্নাবস্থাকে প্রকাশ করছে না, করছেন নগ্নতার সৌন্দর্য্যকে। আমি সে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে একটি উপকরণ মাত্র। দর্শকে সে রচনায় দেখবে কেবল সৌন্দর্য্য, আমার ব্যক্তিগত নগ্নতার বাস্তব প্রভাবকে সে ভুলে যাবে। কিন্তু ফটোতে আমি সৌন্দর্য্যবিহীনা নগ্না নারী মাত্র থেকে কুরুচির অবতারণা করব। যন্ত্র ত আর শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সাধনাকে রূপ দিতে পারেনা।"

নগ্ন শরীরকে আবরণ দিলেই যে কুৎসিৎ বাসনাকে দমন করা হল এ ধারণাকে অতি ভ্রান্ত বললে, খুব ভুল করা হবে না। সবই নির্ভর করে দৃষ্টি, রুচির উপর। প্রাচীন গ্রীসে শরীর চর্চ্চা ছিল সবচেয়ে আদরের বিলাস। সদা-ক্রীড়ারত যুবক যুবতীর সুপুষ্ঠ শরীরের নগ্নসৌন্দর্য্য মনুষ্য-সাধ্য শারীরিক পরিপূর্ণতার রূপ প্রকাশে, শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তাঁদের নগ্নতা প্রকাশের দৃষ্টি কেবলমাত্র ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, তাঁদের রচনায় মডেলের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কামাবেগ হারিয়ে গেছে। তাঁদের শিল্পে কিংবা সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতির মধ্যে সর্ব্বদাই পরিস্ফুট প্রাচীন গ্রীসীয় মল্লবীর। চিরকুমারী কামবিমুখা ডায়নার সঙ্গে রতিদেবী ভেনাসের চরিত্রগত পার্থক্য গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। যদিও রতিদেবী নগ্না তবুও মনে হয় তাঁর বিলাস-ভঙ্গী, ব্যায়ামপটিয়সী নারীর ক্রীড়াকৌশলের বিচিত্র অঙ্গবিন্যাস। ব্যায়ামপুষ্ট শারীরিক গঠন শিল্পীকে বেশী অভিভূত করায় গ্রীসীয় দেবীর চরিত্রগন উদ্দেশ্যের অবতারণা মনে হয় বহুক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজসভা, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাসাদ থেকে অন্তঃপুর ও সাধারণের মধ্যে ভোগবিলাস ও ব্যসন উদ্দামভাবে ফরাসী জাতকে অভিভূত করেছিল। রাজা প্রজা সকলের উপপত্নী থাকাটা যেন বিশেষ গর্ব্ব ও সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে যুগের অনেক শিল্পী-রচনায় যে ভোগজীবনের চিত্র দেখি তার মধ্যে মানুষের ভীরু কামবাসনার কদর্য্য উল্লাস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। নগ্নতার শুচিতা নির্ভর করে জাতিগত, সমাজগত আবহাওয়ার উপর। শিল্পীরা জাতি বা সমাজের বহির্ভূত নন্। জাতি ও সমাজগত প্রভাব তাঁদের সৃষ্টিকে মহিমান্বিত বা কদর্য্য করে তুলে।

সঙ্কীর্ণমনাদের মধ্যে মডেলদের প্রতি যে সাধারণ কুসংস্কার জেগে আছে, অজ্ঞতা ও একগুঁয়োমিতে তারই বীজ ছড়িয়ে তারা প্রচার করে শিল্পশালাগুলি কুৎসিৎ দেহোপভোগের চির রঙ্গালয়। সেখানে দেহশক্তি ও কামের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চলে। অজ্ঞানতার জন্য এরা ভুলে যায় যে, ধর্ম্মকে, নীতিকে, মহিমান্বিত ত্যাগের কথাকে, মানব-ইতিহাসের অতীতে বিলুপ্ত সভ্যতা থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সভ্যতার বহমান গৌরব-কাহিনীকে শিল্পীরা যেমন মহনীয় ভাবে প্রকাশ করেছে তেমন করে আর কেউ আজও প্রকাশ করতে সক্ষম হয় নি। আর যাদের সব চেয়ে হীনা ও কুচরিত্রা বলা হয়ে থাকে, তারা যদি মডেল হিসাবে নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত এই সাধনায় অর্ঘ্য দিয়ে শিল্পীকে সাহায্য না করত তা'হলে বহু

শিল্পীর তুলিকা চিরনীরব থেকে যেত, বহু ভাস্করের ছেনী বন্ধুর পাথরের তলায় অবহেলিত হয়ে পড়ে নষ্ট হ'ত।

মডেলদের মধ্যে সকলেই যে সুনীতিপরায়ণা তা নয়। কিন্তু তাদের সকলের প্রতি সাধারণভাবে মন্দ ধারণা থাকা অতিশয় ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ সুশিক্ষিতা। শিল্পীরা ভাব-ভঙ্গীর বিচারে অনেক সময় এদের উপর নির্ভর করে থাকেন। পারীতে দেখেছি কাফেতে বসে থাকাকালীন্ শিল্পীদের, সামনে রাস্তা দিয়ে গামিনী মডেলকে সশ্রদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে। উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই সকলে মডেল হয় না। বহু বিখ্যাত শিল্পীর স্ত্রীরাই মডেলের কাজ করে শিল্পীর রচনাকে চির প্রশংসিত করে রেখেছেন। শিল্প-ইতিহাসের বহু গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠায় দেখা যায়, বহু অভিজাত মহিলা এমন কি সাম্রাজ্ঞী, রাজকুমারীরাও কৌতূহল চরিতার্থে বা নিজ রূপকে অবিনশ্বর করে বহু রূপভক্তের শ্রদ্ধা-প্রশংসা অর্জ্জনার্থে, শিল্পীদের কর্ম্মশালায় মডেলরূপে গাত্র-বস্ত্র উন্মোচন করতে লজ্জা বোধ করেন নি।

শিল্পীর সৃজনী-প্রতিভা প্রকৃতিকে কল্পনা করতে সক্ষম হলেও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উপাদান হিসাবে তাঁরা নানা মডেল থেকে তাঁদের মানসির সৃষ্টোপকরণ সংগ্রহ করে কল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ দিয়ে থাকেন। শিল্পে প্রধান বিষয়বস্তুর ভাবভঙ্গীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপভূষণ কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করার প্রয়াস বাতুলতা। কিন্তু তাই বলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুকরণই শিল্পের উদ্দেশ্য নয় এ ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীর প্রকৃতি ও বাস্তবের অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিজ শিল্পধারায়, উপলব্ধ রূপের প্রকাশ। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর আদর্শ হচ্ছে নিজ বিশিষ্ট রুচি, আবেগ ও প্রকাশ-ভঙ্গী দ্বারা রূপের ব্যাখ্যা করা এবং তার জন্য প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণার্থে বাস্তব আদর্শের অনুশীলন। বহু বিখ্যাত শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও রচনা-বৈশিষ্ট্য মডেলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এমন অনেক সময় ঘটেছে এবং ঘটে থাকে, কোন একটী সুন্দরীর রূপ দর্শনে শিল্পীর বহুদিন ভুলে যাওয়া একটী আলেখ্যের পরিকল্পনা মনে জেগে উঠল। যাকে ঘিরে কল্পনা রূপ পরিগ্রহ করল শিল্প-প্রকাশে, শিল্পী যদি তার সাহায্যের সম্মতি লাভ করে তা'হলে জগতের

শিল্পভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর জীবনে এমন ঘটনা সফল হয়ে কত সুন্দরের সৃষ্টি করেছে আবার অসম্মতির আঘাত শিল্পীর অন্তরে কত আলেখ্যভাস্কর্য্যের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। রাফাএল যদি ফোরণারিনাকে না দেখতেন এবং তৎকালীন পোপের বহু চেষ্টার ফলে পাওয়া ফোরণারিনাকে মডেল হিসাবে না পেতেন, তা হলে জগতের শিল্প-ভাণ্ডারে ম্যাডোনোর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মাতৃরূপ হয়ত অজ্ঞাত থেকে যেত। মোনালিসার প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে শিল্পীর মনে যে অনুপ্রেরণা জেগেছিল তা যদি কুৎসিত সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে মোনালিসা বা তাঁর স্বামী শিল্পীকে নিরস্ত করে আঘাত দিতেন তা হলে চার বৎসর ধরে, দা ভিঞ্চি মোনালিসার সান্নিধ্য পেয়ে যে রহস্যময় হাসিকে মূর্ত্ত করেছেন, সে হাসি নীরব, অর্থহীন থেকে দর্শকের বিস্ময়বিমুগ্ধ নির্ব্বাক শ্রদ্ধার নিবেদন কোনদিন অর্জ্জন করত না। রেমব্রাণ্ট তাঁর অমর শিল্পসৃজনী দক্ষতা দিয়ে শিল্পে যে কাব্য রচনা করেছেন, সাসকিয়া ও হেনড্রিক স্ত্রী এবং মডেল হিসাবে তাঁকে সাহায্য ও উৎসাহিত না করলে শিল্প-ইতিহাসে হয়ত তার নাম এত উজ্জ্বল থাকত না। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর জীবন অনুশীলনে দেখা যায় তাঁদের প্রতিষ্ঠায়, তাঁদের সৃষ্টিতে মডেলের কতখানি দান এবং আত্মোৎসর্গ। তবু তারা বাস্তব জীবনে সকলের অনাদৃতা, উপেক্ষিতা ও লাঞ্ছিতা।

এদের মধ্যে অনেককে দেখেছি শিল্পকে জীবনের ব্রত ব'লেই গ্রহণ করেছে—পয়সার লোভ এদের মডেল হবার জন্য উৎসাহিত করে না। এদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেয়েছিলাম—লেখাপড়া জানার সঙ্গে মডেল হবার সম্পর্ক কি? আমি আগে একটি ব্যাঙ্কের কেরাণী ছিলাম—মাহিনা বেশ ভালই দিত। কিন্তু রাতদিন টেলিফোনে 'হ্যালো' 'হ্যালো' আর কলমপেশা আমার মনকে যেন পিশে মারছিল। ভাবলাম আমার চেহারা ভাল, আমাকে আদর্শ করে শিল্পী কত সুন্দরের সৃষ্টি করবে তা আমার অনেক উঁচু বলে, মনে হ'ল। ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে দিলাম। তা'ছাড়া কাজের ফাঁকে কেমন আনন্দ করে নিলাম, ওখানে থাকলে কি এ সুযোগ পেতাম?

একবার আমাদের একজন সহকর্ম্মীর স্ত্রী এসে মডেল হ'লেন—অবশ্য সেটা নিতান্তই খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য যে নয় তা বলা নিষ্প্রয়োজন। অভাবের সংসারে স্বামীর পরিশ্রমের দ্বারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ অসম্ভব হ'লে স্ত্রীর উপার্জ্জন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে অসহ্য মনে হলেও ওরা কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলেই মনে করে। সহকর্ম্মীদের মাঝে একজন শিল্পীর স্ত্রী সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে মডেল হ'তেন এর জন্যে কারো মনে বিরক্তি বা দুঃখের কোন চিহ্ন একদিনের জন্যও আমার চোখে পড়েনি। স্থির থাকতে না পেরে সেই শিল্পীকে প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী হয়ত অন্য কাজ পেতে পারতেন কিন্তু একজন শিল্পীর স্ত্রী হ'য়ে অন্য কাজই কি তাঁর পক্ষে সম্মানের হত ?"

এই সব মডেলরা সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪৫ মিনিট কাজ ক'রে ১৫ মিনিট বিশ্রাম পায়। শিল্পীদের সঙ্গে গল্প ক'রে বা মোজা, গেঞ্জী অথবা সোয়েটার বুনে এরা সেই সময়টা কাটায়। এদের সাধারণতঃ সকাল ৯টা থেকে ১২টা ও ২টা থেকে ৫টা অবধি কাজ করতে হয়—কোন কোন সময় ৭টাও বেজে যায়, পারিশ্রমিক কিন্তু এরা নামেমাত্র পায়—ঘণ্টায় প্রায় দশ ফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বারো আনা। সাপ্তাহিক চুক্তিতে আরো কম—দিনে তিন ঘণ্টা কাজ করে ১৩॥০ থেকে ১৫৲ টাকা মাত্র পায়। অবশ্য এই স্বল্প পারিশ্রমিকের কারণ এই নয় যে সুবিধা পেয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে শিল্পীরা এদের বঞ্চিত করে। শিল্পীরা প্রায়ই এদের চেয়েও গরীব—বেশী দেওয়া তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব।

হেব্রিক

প্রথম যেদিন ম্যাসিও হেব্রিককে ক্লাসে আসতে দেখলাম, সেদিন আমার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ হচ্ছিল, তাঁর কথা বুঝব না বলে। কারণ,

তখনও ফরাসী ভাষা আমার বিশেষ আয়ত্ত হয়নি। তাঁর প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, উন্নত নাসা, চোখের স্নিগ্ধ চাহনী এবং গোঁফ-দাড়ী দেখে আমার মনে হল 'আনাতোল ফ্র্যাসের' আর একটি সংস্করণ। পরণে তাঁর অতি সাধারণ কোট এবং পাণ্টালুন। তবু মনে হ'ল যেন কত তার বাহার। ফ্রান্সে বড় বড় শিল্পী, কবি মনীষীদের গোঁফ-দাড়ীর বৈশিষ্ট্য ত আছেই, তাঁদের বেশভূষার ধরণও বেশ কিছু অদ্ভুত। এ যে তাঁরা ইচ্ছে করে লোক দেখাতে করে থাকেন তা নয়। এঁরা নিজেদের সাধনায় এত আত্মহারা যে, বেশভূষার সব সময় সামাজিক ভব্যতাকে মেনে চলতে ভুলে যান। কিন্তু সেই অতি সাধারণ পরিপাট্যহীন পোষাকেরও যেন একটা আলাদা, আভিজাত্য আছে। বড় বড় মনীষী পণ্ডিত হ'লে কি হয়, মনের সারল্য দেখলে মনে হয় এঁরা শৈশবের সরলতার গণ্ডী আজও ছাড়াতে পারেন নি। যখন মঃ হেব্লরিক আমাদের কাজের সমালোচনা, আরম্ভ করলেন, আমরা তাঁকে ঘিরে শুনতে লাগলাম। বলার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী! হাতের মুদ্রায় তাঁর বক্তব্য এমন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠ্ল, যে, আমার ভাষা না জানার ক্ষোভ গেল—তাঁর বক্তব্য বুঝতে বিশেষ কষ্ট হল না। যতদিন আমার ভাষা আয়ত্ত হয় নি ততদিন আমাদের সহকর্ম্মী ম্যানে ক্যাজ্ (ইনি বর্ত্তমান ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা শিল্পী) সর্ব্বব্যাপারে দোভাষীর কাজ করে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

প্রথম পরিচয়ে অধ্যাপক হেব্লরিক যখন শুনলেন আমি এঁ্যাছু (হিন্দু) তিনি বল্লেন, "শিব, বুদ্ধ, নটরাজ স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে!" বল্লাম, "সে সব শিল্পীর সন্ধান আজকাল আর ভারতে মেলে না। ভারতের শিল্প ইতিহাসে যে বিরাট ফাঁক আছে তারই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এই বিরাট স্রষ্টাদের শেষ শিখাটুকু।"

মঃ হেব্লরিক শুনে বল্লেন, "তাতে কি হয়েছে? আমরা হয়ত আধুনিক শিল্পের ব্যাখ্যা করতে পারব, কিন্তু বর্ণপরিচয়ের সন্ধান মেলে প্রাচীন ভারত, মিশর ও গ্রীসের শিল্প ভাণ্ডারে। বুদ্ধ শিবের স্রষ্টারা তো আর তাঁদের রচনার প্রেরণা বা কর্ম্মকৌশল বিদেশে গিয়ে অর্জ্জন করেন নি, ছেনী হাতুড়ী নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন পাহাড়ে। প্রকৃতিই তাঁদের প্রেরণা ও শিক্ষা

দিয়েছিল সে মহান মূর্ত্তিগঠন-কৌশলের। তাঁদের রচনা এবং প্রকৃতি হবে তোমার গুরু, যাও দেশে গিয়ে কাজ আরম্ভ কর।"

ভারতের প্রতি, ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হল, মুগ্ধ হ'লাম তাঁর আন্তরিকতায়। শুধু বল্লাম, "সে ভাবে কাজ করবার অনুপ্রেরণাও হারিয়ে আজ আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায়। আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের শিল্পের ও কর্ম্মধারার নকল করতে নয়, প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা নিতে।"

সেদিন যাবার সময় মঃ হেব্রিক বল্লেন, "কর, তুমি মাঝে মাঝে আমার ষ্টুডিয়োতে এলে এবং তোমার সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা হলে খুসী হব।"

কয়েকদিন পরে একরাতে কর্ম্মক্লান্ত দেহে শয্যাশ্রয় করতে গভীর নিদ্রিত হয়েও স্বপ্ন দেখলাম, "যেন এক রঙ্গালয়ে বসে আছি। সামনের পর্দ্দায় ক্রমাগত ছবি আসছে যাচ্ছে। সব দৃশ্য মনে নাই, কিন্তু ভুলি নি সেই দৃশ্যটি যখন ফরাসী শিল্পী হ্বাতো এসে বল্লেন, আমি সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার, আমার রচনায় আছে কেবল নাচ আর গান।" ছবি বদলাল, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম মেঠো গানের সুর। পুষ্পিত কুঞ্জ বনস্পতিভরা একটুকরো জমির পিছনে সমুদ্র বেলাভূমি ছুঁয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। সামনের সবুজ প্রান্তরাঞ্চলে বাঁশীর সুরের তালে কয়েকটি সুসজ্জিত নরনারী নেচে নেচে রতিদেবীর মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করছে।

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল স্বপ্নের ঘোর বুঝি কাটেনি। বুল্-ভারের দু'ধারে প্রকাণ্ড গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে চাষাদের ক্ষেত খামারের কাগতাড়ুয়ার মত কি দেখা যাচ্ছিল। কাছে গিয়ে দেখি কাগতাড়ুয়া নয় বেরে টুপি মাথায় শিল্পী একমনে ছবি আঁকছে। এক বুল্ভার দিয়ে চলতে দেখি ফুট্পাথের দু'ধারে চিত্র ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনী বসে গেছে। ছোট একটি চৌকিতে বসে শিল্পী স্বপ্নালস চোখে পাইপ টান্ছে পাশে তার স্ত্রী কোন্ দর্শক এলে অভ্যর্থনা ক'রে কাজ দেখাচ্ছে। যদি কেউ দেখে চলে যাবার সময় বলে, "ধন্যবাদ" অমনি সে প্রতিবাদ করে বলে, "আপনি যে অনুগ্রহ করে ছবি দেখলেন এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।" সন্ধ্যায় এক কাফেতে কফি খাচ্ছি সামনের রঙ্গমঞ্চে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে নাচ হচ্ছিল। এক কোণে

শিল্পী নিবিষ্টমনে এঁকে যাচ্ছে, নর্ত্তকীদের বিচিত্র লাস্য, বাদকদের কৌতুক-ভরা চোখ আর ভ্রূভঙ্গের ভঙ্গিমা এবং আলাপনরত দর্শকদের পেশাদারী হাততালি।

ফরাসী দেশের শিল্পে বাস্তব নকল মিশে এক হ'য়ে গেছে। যে জীবন্ত ছবি দেখি গ্রামে, শহরে রাস্তায়, বাগানে মাঠে, প্রাসাদে কুটীরে, কোন শিল্প-প্রদর্শনীতে গেলে দেখি রচনাগুলি সেই জীবনের কথাতেই পূর্ণ। রাস্তার ধারে সংযোগ স্থলে, প্রাসাদোদ্যানে, প্রবেশ দ্বারে তোরণে ফরাসী শিল্পীরা তাদের দেশের কথা, জাতির কথা, সংস্কৃতির কথা, তাদের আত্মজীবনী রঙ দিয়ে, গঠন দিয়ে সর্ব্বসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছে। ফরাসী জাতি শিল্পীর রচনাকেই কেবল পূজো করে না, রচয়িতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কোরে, তার জন্ম মৃত্যুদিনে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। নাগরিকরা রাস্তা, বাগান গ্রাম শিল্পীর নামে উৎসর্গ করে চায় তার স্মৃতিকে চোখের সামনে উজ্জ্বল রাখতে। আমরা যাই সে সব দেখে তারিফ করে দু'টো সস্তা প্রশংসা বিস্ময়ের কথায় রসজ্ঞের ভান করি কিন্তু দেশে ফিরলেই রুচির মোড় ঘুরে যায়। উৎকট স্বাধীনতা ও পরিবর্ত্তনকামীরা বলে, ভেঙ্গে দাও সব টটেম্ আর ট্যাবু। শিল্পী! তারা ত বুর্জ্জেয়াদের চাটুকার। এই সব সমাজের প্যারাসাইট্‌স্‌দের সরিয়ে দিতে চাই, কামাল আতাতুর্ক ইত্যাদি। যাদের কাছ থেকে পেলে এই বুলি, একটু চোখ মেলে চাইলে দেখবে অতবড় বিপ্লবী শক্তি বলসেভিক যারা সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস করে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলে তারা শিল্পীদের সহায়তায় বিজ্ঞাপন চিত্রের দ্বারা নিরক্ষর জন-সাধারণের মাঝে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা দেশে শান্তি স্থাপন হ'লে শিল্পরচনা সংগ্রহ করে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্রে সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরের ভাস্কর্য্য ও অলঙ্করণ সম্বলিত ইটের একটি টুকরোও সরায়নি, কেবল মন্দিরে ভগবান বেচা বন্ধ করে করেছে পাঠশালার পত্তন।

গোটা ফরাসী দেশটাকেই মনে হয় একটি বিরাট শিল্প শিক্ষালয়। বড় শহরগুলি যেন এক একটি কেন্দ্র। শহরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিল্প শিক্ষায়তন। শহরে শিল্প প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালার সংখ্যাও কম নয়

বর্ত্তমানে প্রতিমাসে যে তিনশতেরও অধিক চিত্র ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনী কেবল পারীতেই অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে তা একশ বছর আগে কেউ ভাবতে পারেনি। আধুনিক শিল্পধারার অগ্রদূতেরা যবে থেকে শিল্পী ও শিল্পকে সরকারী বন্ধন হ'তে মুক্ত করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন তখন থেকে শিল্পের ও শিল্পান্দোলনের প্রসার বেড়েই চলেছে। আধুনিক শিল্পধারার আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে সরকার যে লজ্জাকর উপায় অবলম্বন করেছিলেন তার কালিমা আজও সরকারী শিল্পবিদ্যালয়গুলিকে মলিন করে রেখেছে। শিল্পীরা তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব্বেকার সরকারী শিল্পশালা ও তার অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে না এবং এই আন্দোলনের পূর্ব্বের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অনুগৃহীত শিল্পধারাকে "আকাদেমিক" বলে ঘৃণার চোখে দেখে। "আকাদেমিক্" বলতে এরা অর্থ করে, যে শিল্প গতানুগতিক কোন ভাব বা শিল্পধারার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সীমাবদ্ধ ও তার আড়ষ্ট প্রাণহীণ প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের অভাবে কলঙ্কিত। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান সরকারী ও বেসরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের উন্নতিশীল আন্দোলনে, ভাবধারা বা প্রকাশধারায় বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সরকারী শিল্প ও শিল্পীর প্রতি নাসিকাকুঞ্চন সমানই রয়ে গিয়েছে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের যে মনোভাবই থাক, তাঁরা বর্ত্তমানে সরকার প্রদত্ত সাহায্য ও উৎসাহ সমানভাবে পেয়ে থাকেন।

ফরাসীদেশে, শিল্পীরা শিল্পবিদ্যালয় গুলিকে শিল্পের অক্ষর পরিচয়ের স্থান এবং কর্ম্মশালা হিসাবে গণ্য করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র শিল্প-শিক্ষালয়েই শিক্ষা সম্পূর্ণ হল এ তাঁরা মনে করেন না। এদের জীবনের কর্ম্মচঞ্চল প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি শিল্পীকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। শিল্প-সম্ভারপূর্ণ আবহাওয়া এদের আদর্শ শিল্পী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পার্কে বসলে ফুলভরা ডালগুলির ফাঁক থেকে ইসারা করে হয়ত কোন মূর্ত্তি বলে "দেখ আমায়। জান কি আমি ছিলাম কার মানসী?" জানিনা বললে হয়ত একটু কৌতুকভরে হাসে। রাস্তার ফুটপাথ্ দিয়ে চলছি, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কোন মূর্ত্তি পথরোধ করে বলে "দাঁড়াও, আমায়

না দেখে এগিয়ে যেও না। জান, ইতিহাসের পাতায় কত লেখা আছে আমার কর্ম্মজীবনের কাহিনী?" কোন প্রাসাদের সামনে দিয়ে যেতে কোন মূর্ত্তি রক্তাক্ত পতাকা চোখের সামনে মেলে ধরে, দামামার শব্দে বুক কেঁপে যায়। বড় বুলভারের একটি সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে শুনি, মার্শাল নে অসি আস্ফালন করে চীৎকার করছেন, "আন্ এ্যাভঁা।" (সামনে অগ্রসর হও)। এইখানে তাঁকে সামরিক বিচারে গুলি করে মারে। কিন্তু শিল্পী এইখানেই তাঁকে পুনর্জীবন দিয়ে অবিরাম বলাচ্ছে, "আমার সৈন্যদল এগিয়ে চল।" অপেরার সামনে দাঁড়ালে একদল নরনারী উদ্দাম নাচ নেচে, প্রাণখোলা হেসে বলে, "হেসে নাও, বন্ধু আনন্দে নেচে নাও জীবন দুদিনের বই ত নয়।" লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদের বাগানে হ্বাতো, দ্যলাক্রোয়ার প্রতিমূর্ত্তির সামনে কারা যেন দাঁড়িয়ে। কাছে গেলে বলে, "চিনলে না বন্ধু আমাদের? আমরাও এক এক শিল্পীর মানসী। তারা তাদের বন্ধুর গলায় মালা দিতে আমাদের পাঠিয়েছে। কতদিন ঝড় বৃষ্টি, রোদ মাথায় করে মালা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু ওদের গলায় দিতে ভরসা পাচ্ছি না। তুমিই বল না এই মালা দিয়ে কি ওদের দাম দিতে পারব!" অবজারভেতোয়ারএর সামনে চার মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে বলছে "এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে আমরা এসেছি। শিল্পীকে উপহার দেব বলে পৃথিবীটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু শিল্পী আমাদের মাথায় ভার চাপিয়ে চলে গেছে।" তলায় কতকগুলি কচ্ছপ মুখ থেকে পাদপীঠের ঘোড়াগুলির গায়ে জল ছিটিয়ে বলছে, "আমাদের

অপেরার নৃত্যশীল নরনারীমূর্ত্তি।

পাঠিয়েছে তারই এক বন্ধু। তোমরা অনেক ঘুরে এসেছ, তোমাদের ধূলিধূসর গা ধুইয়ে দেব, শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল করে তুলব জলকণা ছড়িয়ে।" একোল পলিতে কণিক এর গায়ে তিনকোনা পার্কে গাছের আড়াল থেকে ভেল্‌তেয়ার ব্যঙ্গ হেসে বিকট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দেখে চলে যাবার সময় শুনতে পাই "কিগো, আমায় পছন্দ হল না? তা আমায় অনেকেই পছন্দ করেনি কেবল ভাস্কর হুদোঁ আমায় ভালোবেসে এখানে বসিয়ে রেখেছে।"

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ যখন সকলের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েছে, তখন একদিন আমার এক সহপাঠী জিজ্ঞাসা করলে আমি কমুনিষ্ট কি না। বললাম 'না।'

তখনই আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফ্যাসিষ্ট অথবা সোশ্যালিষ্ট কি না। আমি এর কোনটাই নই বলায় সে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক মতবাদ ভারতে আছে না কি?"

আমি বললাম, "তোমাদের এখানে যেমন ঐ মতবাদের একটি না একটি প্রত্যেকে মানে এবং সেই মতাবলম্বীদের দলভুক্ত হয় আমাদের দেশের লোকেরা কোন বিশেষ মত নিয়ে চল্‌লেও তাদের মত বা দলের রাজনৈতিক নামকরণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। তাই বলে দল যে নেই তা নয়। তবে তা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে নয়, বিশিষ্ট নেতার পক্ষাবলম্বন করে।"

পরে বললাম, "আমি শিল্পী—রাজনীতিতে আমার কি প্রয়োজন?" কথাটা অবশ্যই মূর্খের মত বলেছি বুঝলাম, কিন্তু বলা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই নিরুপায়।

সে বললে, "বল্‌ছ কি হে! সমাজ নিয়ে রাজনীতি! শিল্পীরা কি সমাজ এবং তার নিয়মের বাইরে? তুমি ছবি আঁক, মূর্ত্তি গড়—এ তোমার পেশা, কিন্তু তোমার দেশের অপর একটি লোকের রাজনৈতিক বন্ধন ও অধিকার যা তোমারও তাই। তোমার কাজের ভাল-মন্দ তোমার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখ না তোমার দেশের অপর লোকের মত, শিল্পী হলেও তুমি ইংরেজের প্রজা, পরাধীন। শিল্প, সাহিত্য,

বিজ্ঞানের সংস্কৃতির মূলে রাজনীতি। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃতিরও বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। রাজনৈতিক অবস্থা ভাল হলেই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ফ্রান্স যে আজ সাহিত্য, বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে শিল্পে বড়, সে রাজনৈতিক কারণেই।"

বললাম, "এখানেও তো শিল্পীরা ভাল ভাবে খেতে পায় না।" বন্ধু উত্তর করলে, "সত্যি কথা, শিল্পী কেন—অন্য পেশার অনেক লোকও এখানে দরিদ্র, তার কারণ ধনসম্পদ্ অসমান ভাবে ছড়ান রয়েছে ব'লে। সেইজন্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম এখন শেষ হয় নি, হয়ত বিগত বিপ্লবের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী বিপ্লব এসে এ-সমস্যার সমাধান করে দেবে। অতি প্রাচীন কাল থেকে শিল্পীরা ধনীদের দাস। তাদের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ করা মানে তাদের মৃত্যু। কিন্তু আর্থিক চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় প্রাচীন শিল্পীরা ধনী জীবনের কৃত্রিম প্রকাশেও আপনাদের যথেষ্ট সাধনা দিতে পেরেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের ধনী সম্প্রদায় শিল্পীকে না আর্থিক না তার স্বকীয় সহজাত প্রেরণা মূর্ত্ত করার প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে বিপ্লবের পর থেকে এখানে শিল্পীরা কতকাংশে রাষ্ট্রীয় সাহায্য এবং জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করে ধনীদের দাসত্ব-নিগড় মোচন করতে সমর্থ হয়েছে। আজ এখানে শিল্পীর বিষয়-বস্তু ভাববিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জক অভিনয় নয়। তার সহজাত প্রেরণা ও অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস দিয়ে গড়া তার রচনা আজ জনসাধারণের মনকে স্পর্শ করেছে। জনসাধারণের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে বহুদিন-হারিয়ে-যাওয়া তার ভাষা। হক না অর্থের দিক্ দিয়ে গরীব সে, জগতের লোকের হৃদয় কিনে সে আজ মহাধনী, যা কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আজও হ'তে পারেনি। তবে শিল্পীর অর্থ-সঙ্কটকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করছি না। এর একমাত্র উপায় ধনী সম্প্রদায়ের বিনাশ। তাদের মন জুগিয়ে চলবার মত আমাদের আর চিত্তবিকার হবে না। অথচ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লে শিল্পীকে কে সহানুভূতি দেখাবে? আজ তারই অভিযানে আমরা বেরিয়েছি। হয়ত আগামী বিপ্লবই এর সমাধান করে দেবে।"

বললাম, "তোমার কথা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু শিল্পী স্রষ্টা, তার যদি ধ্বংসে প্রবৃত্তি হয়, তাকে আমি শিল্পী বলতে কুণ্ঠিত হব।"

বন্ধু বললে, "আমি তো ধ্বংসের কথা বলি নি! বলেছি বিপ্লবের কথা। যে-কোন বিষয়ে উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব বলি। তবে উন্নত-তরের প্রতিষ্ঠায় যদি অপকৃষ্টকে ধ্বংস করা হয় তবে তাকেই প্রকৃত সৃষ্টি বলব। পাথরে মূর্ত্তি করার সময় তুমি যে, তার পূর্ব্বের আকৃতিটা কেটে নূতন করে আকৃতি দিলে, তাকে তুমি ধ্বংস বলবে, না সৃষ্টি বলবে?"

বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু, আজও এমন করে আমরা জীবনকে আলোচনা করতে, দেখতে চাই না বলেই আমাদের জাতীয় শিল্পের সজীব অগ্রগতি নেই। ধনীদের দাস হলেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের রচনা-দক্ষতার যে-প্রকাশ দেখতে পাই তা যদি তোমাদের দেশের মত আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসত তা হলে হয়তো ভারতের শিল্প-ইতিহাসের বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অন্যান্য দেশের শিল্পকে ম্লান করে দিত। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পধারার মধ্যে যে বড় বড় বিচ্যুতি ঘটেছে তার সন্ধি কোন অতিমানুষ শিল্পীও করতে পারে না। তোমরা হয়তো জান না, রাজপুত ও মোগল ধনীর ব্যসন বিলাসের খেরাক জুটিয়েও শিল্পীরা সাধারণের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার প্রমাণ পাবে তাদের আঁকা ভারতের জাতীয় সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার চিত্রে! সে-ধারা যদি মাঝখানে না থেমে যেত, আমার মুখেই শুনতে, জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির আরও বড় দানের কথা। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীও হয় নি আবার নতুন করে আমাদের দেশে শিল্পান্দোলন সুরু হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বড় পঙ্গু সে আন্দোলন। প্রাচীন শিল্পের শুকনো কাঠামোখানা নিয়ে আমরা ছুটে যাই ধনীর দুয়ারে কিন্তু সেখানে আর দান নেই, তবু বার বার তাদেরই করুণা ভিক্ষে চাই। জনসাধারণের কাছে যাবারও উপায় নেই। কারণ তারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিরক্ষর, নিরুপায়ের দল, কি পাব তাদের কাছে! তবে আমি আশাবাদী, আমার আশা হয়, একদিন তোমাদের কাছে শুনিয়ে দিয়ে যাব ভারতীয়

শিল্পীদের নব প্রতিষ্ঠা, যতখানি তোমরা বহুদিন ধরে পাতা আসনে করতে পার নি। আমাদের প্রয়াস হবে, তোমাদের থেকে বড়, কারণ তোমরা আমাদের মত এত নিগৃহীত, নিঃসম্বল নও।" আবেগের ঝোঁকে কথাগুলি বলেছিলাম, ওরা ভাল বুঝতে পারে নি, কিন্তু অন্তরে সকলেই অনুভব করেছিল।

গ্রাঁদ শমিয়েরএ দুটি চিত্রণ, একটি ভাস্কর্য্য ও তিনটি ক্রকী (একরঙ বা পেন্সিলের দ্রুত অঙ্কন দ্বারা মডেলের অনুকৃতি করা) বিভাগ লইয়া ছয়টি আঁতলিয়েতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ২টা থেকে ৫টা এবং ৭টা ও রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত কাজ চলে। আমার কাছে গ্রাঁদ শমিয়ের-এর ভাস্কর্য্য বিভাগটি বেশ লেগেছিল। এইটি পারীর একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য-শিক্ষায়তন। সেজানএর শিল্পধারা-বলম্বী বিখ্যাত চিত্রকর আঁদ্রে লোত-এর বিদ্যালয়টি চিত্রণ-শিক্ষার্থীর পক্ষে চমৎকার। কারণ লোতের মত আরও শিল্পী ফ্রান্সে যথেষ্ট মিললেও তাঁর মত অধ্যাপক বোধ হয় আর একটিও নেই। একদিন মঃ লোতের বিদ্যালয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে, তাঁর অধ্যাপনা দেখতে গেলাম। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা এবং তাঁর সতেজ কথাবার্ত্তার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব মোহ আছে। আমার মনে হল, এ যেন বৈদিক যুগের এক ঋষির আশ্রম, গাছের তলায় গুরুকে ঘিরে ছাত্রদের শাস্ত্রাভ্যাস। শুধু মঃ লোত বলে নয়, ফ্রান্সের যত অধ্যাপকের অধ্যাপনা দেখেছি, অধ্যাপন ব্যাপারে সকলের তন্ময়তা দেখে আমার ঐ একই ধারণা মনে হত।

পারীর মধ্যে এই রকম অসংখ্য আতলিয়ে ঘিরে হাজার হাজার শিল্পী নিজেদের যেন একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে বাস করছে। জন ও বৈচিত্র্যবহুল পারী শহরে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সতত যুদ্ধরত এই শিল্পীকুল নির্ব্বিকার ভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে লুকিয়ে শিল্প সাধনা করে চলেছে। এরা চট্ করে ধরা দেয় না, কিন্তু একবার এদের সংস্পর্শে এলে যে বন্ধুত্বের সূচনা হয় তার বন্ধন অক্ষয়। প্রায় পৃথিবীর সব দেশের লোককে এই শিল্পী-সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পী ছাড়া এদের অন্য জাতীয় পরিচয় যেন লোপ পেয়ে গেছে। কি অপূর্ব্ব মহামিলনের

ভাব এদের মধ্যে সর্ব্বদা পরিস্ফুট। আমাদের দেশের শিল্পী-মহলে পরস্পরের সহযোগিতার কথা ভেবে এদের সঙ্গে তুলনা করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। নিজে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিল্পসৃষ্টি ছাড়া শিল্পীর বৃহত্তর ধর্ম্ম "to make the beauties of the world loved and understood," এদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত।

নানান্ দেশ থেকে শিল্পীরা পারীতে আসেন পয়সা রোজগারের আশায় নয়, কেবল মাত্র শিল্পশিক্ষার্থে। এখানে দু'একজন শিল্পী ছাড়া আর সকলেই প্রায় গরীব, ভালভাবে খেতে পায় না, অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রের লজ্জা নিবারণের সামর্থ্যটুকুও নেই। দারুণ শীতে কয়লার অভাবে ছবি বা মূর্ত্তি বদল দিয়ে কয়লা কেনা শিল্পীদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। তবু এদের শিল্প-সাধনা ব্যাহত হয় না—কারণ ভাল খেতে না পেলেও তার কাজের যোগ্য সমাদর ও সহানুভূতি পায় বলে। যে কয়লার বদলে ছবি নিলে তারও শিল্প-বোধ যথেষ্ট। উপায় থাকলে, শিল্পীকে অন্য উপায়ে সাহায্য করবার মত মন তাদের আছে। তবে সময় সময় শিল্পীরা বঞ্চিতও হয়ে থাকে। আমার একটি ভাস্কর বন্ধুর দাঁত খারাপ হওয়াতে নকল দাঁত বসালে। চিকিৎসকের পাওনা হয়েছিল ৫০০ ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ প্রায় ৪১ টাকা মাত্র। টাকা দেবার সামর্থ্য নেই, বন্ধু চিকিৎসককে তার বদলে মূর্ত্তি নিতে বললে। তিনি এই সুযোগ নিয়ে বন্ধুটির সুন্দর দু'টি ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তি নিয়ে গেলেন।

আমি আগে ব্যাপারটা জানতাম না। পরে শুনে বললাম, "আমি তোমাকে এখনই ঐ টাকাটা, এমন কি এর দ্বিগুণ টাকা দিতে পারি, আমায় মূর্ত্তি দু'টি তার কাছ থেকে এনে দাও।"

বন্ধু হেসে বললে, "তা হয় না বন্ধু, আগে বললে হ'ত, এখন দেওয়া জিনিষ আনতে গেলে আমার কথার দাম থাকবে না, মানও থাকবে না।" দৈন্যদশা হলেও অদ্ভুত আত্মসম্মান-বোধ এই শিল্পীদের।

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ প্রায় তিন মাস কাজ করার পর আমি অপরাহ্নে পাথরে খোদাই শেখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। সর্ব্বত্রই বড় বড় মূর্ত্তি-শিল্পীরা নিজে পাথর খোদাই করেন না বা খোদাই করতে জানেন না।

প্লাষ্টারে মূর্ত্তিটী শেষ করে এ'রা খোদাইকারী শিল্পীদের মূর্ত্তিটী পাথরে রূপান্তরিত করতে দেন। কিন্তু আসল মূর্ত্তির স্রষ্টা যদি নিজেই পাথরে তার রূপ দেন, ত' তার প্রকাশ হয় অনেক উন্নততর।

আমার পরিচিতা মহিলা ভাস্কর মিস্ এঞ্জেলা একদিন বললেন, "কর, তুমি তো পাথরে খোদাই শিখতে চাও, আমার অধ্যাপক জিওভানেল্লির কাছে শিখবে?"

তখনই উৎসাহিত হ'য়ে বললাম "নিশ্চয়ই"।

এইসব শিল্পীরা মাত্র একজন কি দু'জন ছাত্র নিয়ে থাকেন, তাও আবার তাঁর বিশেষ জানা বন্ধু লোকের সুপারিশ থাকলে। আমার বান্ধবী লণ্ডনে চলে যাচ্ছেন, কাজেই তাঁর স্থানে, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমি কাজ করবার অনুমতি পেলাম। আমি মাত্র এক বছর থাকব শুনে মঃ জিওভানেল্লি বিশেষ আপত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন, এত অল্প সময় থাকলে কাজ বিশেষ কিছু শেখা হবে না, তা ছাড়া বহু লোক এসে অল্প সময় থেকে কাজ অর্দ্ধ-সমাপ্ত রেখে তাঁকে বিশেষ বিরক্ত করে গেছে। তিনি বললেন "তোমার মত অনেক ছাত্রই দেখলাম। তোমরা আস এই ধারণা নিয়ে যে, ছেনী হাতুড়ি হাতে পাথরটা ছুঁলেই অনাবশ্যক পাথর ঝরে গিয়ে ইচ্ছামত মূর্ত্তিটী ফুলের মত ফুটে উঠবে।"

আমি বললাম, "আমায় এক সপ্তাহ দেখুন, তারপর উপযুক্ত না বুঝলে না হয় তাড়িয়ে দেবেন।" তিনি হঠাৎ আমার কোটটা ধরে এক ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, "এই বাবুর পোষাক পরে কাজ হবে না।" জানালাম, "আজ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসি নি, কাল থেকে কাজ আরম্ভ করব।"

পরদিন তাঁর নির্দ্দেশমত কেনা নীলরঙের পাণ্টালুনটি ষ্টুডিয়োতে পরে কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম।

তিনি আমার মাথায় চুলগুলি ময়লা থেকে বাঁচাতে একটি খবরের কাগজের টুপি করে পরিয়ে দিয়ে, বললেন, "যাও রাস্তায় একটি পাথর পড়ে আছে সেটি এখানে নিয়ে এস।"

ষ্টুডিয়োর গলি রাস্তাটিতে প্রবেশের সময় সদর রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটি মার্ব্বেল্ পাথর পড়ে ছিল দেখেছিলাম। তার পরিমাণ ও ওজনটি

মনে করে ভাবলাম আমায় তাড়াবার এ এক ফন্দী। অসুরের মত বলিষ্ঠ চেহারা হলেও অধ্যাপকেরও যে ঐ পাথরটি বহন করে আনবার ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁর ধমকানীতে গেলাম পাথরটা আনতে। বাজারের মধ্যে বলে রাস্তাটিতে বহু জনসমাগম। আমার তো লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনে হল, খবরের কাগজের টুপি ও নীল প্যাণ্টালুনের বিচিত্র পোষাকে আমি যেন সকলের একমাত্র দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছি। আসলে কেউই আমাকে দেখছিল না। ওটা আমার জাতিগত দুর্ব্বলতা—ভদ্রলোকের ছেলে মজুরের পোষাকে রাস্তায় পাথর বইতে যাচ্ছি। পরে অবশ্য সয়ে গিয়েছিল।

অতি কষ্টে পাথরটার একধার কয়েক ইঞ্চি মাত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মঃ জিওভানেল্লি এসে বললেন, "বাঃ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ?" জানালাম একাজে আমি অপারগ। শুনে বললেন, "তা জানি, একথা নতুন শুনছি না। যাও ষ্টুডিয়ো থেকে দু'টী গোল কাঠ নিয়ে এস।"

পরে তাঁর কথামত পাথরটির তলায় দু'ধারে কাঠ দু'টি লাগিয়ে ঠেলে, পিছনের কাঠটা পালাক্রমে সামনে লাগিয়ে অনায়াসে সেটি ষ্টুডিয়োর ভিতরে গড়িয়ে আনা গেল। কিন্তু তখন তাঁর নীরস ব্যবহার আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছিল। হেসে তিনি বললেন, "বড় দুঃখের জীবন হে শিল্পীর, তোমার হয়ত লোক দিয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলিয়ে আনার মত অর্থ উপার্জ্জন হবে না। এও শিখতে হয়।"

সেদিন তাঁকে আঘাত করে উত্তর দিয়েছিলাম, "কিন্তু একাজ করাতে ছাত্র তো জুটবে।" পরে জেনেছিলাম কি অন্যায় হয়েছিল আমার। তাঁর উদার মন এবং স্নেহশিক্ত হৃদয়ে হয়ত ব্যথা দিয়েছি। চলে আসার দিন আমি তাঁর প্রাপ্য টাকাটা দিতে গেলে আমার হাতটি চেপে ধরে বললেন, "থাক্ কর, ভগবান্ আমায় অনেক দিয়েছেন। তুমি বিদেশী, এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে তোমার অর্থ প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী। ওটা তোমার রাস্তার পানীয় খরচার জন্য দিলাম। তুমি যাচ্ছ, থাকতে বলার মত দিন নেই, আমার অধিকারও নেই। তবে ষ্টুডিয়োতে একা কাজ করতে আমার বড় কষ্ট হবে, আর ঐ কোণটায় তুমি কাজ করছ মনে

ক'রে যখন ভুল করে চাইব এবং স্থানটি ফাঁকা দেখব, তুমি হয়ত বুঝবে না আমার মনটা কত ব্যথিত হবে। অর্‌ভোয়ার, কর।"

দেখলাম বৃদ্ধের চোখে জল টল্‌টল্ করছে, আমারও চোখ তখন শুক্‌নো রাখতে পারি নি। এখানে দেখেছি শিল্পীদের মধ্যে এমন নিবিড় আত্মীয়তা সহজে গড়ে উঠে যে ছাড়াছাড়ির সময় মনে বেশ কষ্ট হয়।

মঃ জিওভানেল্লি

ফ্রান্সে জনসাধারণের শিল্পবোধ মনে হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত। প্রতি রবিবারে লুভর, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি শিল্প-সংগ্রহশালাগুলিতে প্রবেশ মূল্য লাগে না। ঐ দিন দলে দলে জনসাধারণ, অতি প্রাচীন থেকে অত্যাধুনিক, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও শিল্পসংগ্রহের রসাস্বাদন করে থাকে। হয়তো কোন অধ্যাপক কোন একটি গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁকে ঘিরে বহু লোক ধীরভাবে তাঁর বক্তব্য শুনছে। আমার প্রত্যেকটি লোককে দেখে মনে হত, সে শিল্পী, যখন দেখতাম তারা কত আগ্রহে শিল্পপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রয়েছে। ফ্রান্সে ক্রেতার তুলনায় শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত অসমানভাবে বেশী হওয়ায় ছবি বা মূর্ত্তি কেনা বেচা বড় কম। কিন্তু সকলেই শিল্পীদের শ্রদ্ধা করে, তার কাজকে বুঝতে চায়। একটি দু'টি ঘটনা থেকে তার নিজে যা পরিচয় পেয়েছি তা জীবনে ভুলব না।

সোরবন্-এর (পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের) একটি ছাত্রী একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবিগুলি দেখতে আসেন। ছবি দেখা শেষ হলে তিনি বললেন, "আপনার একখানি ছবি নিতে আমার

খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কিনতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। তবে আপনি যদি রাজী হন তা হলে যতদিন লাগে ততদিন আপনার মডেল হয়ে সেই পারিশ্রমিকে ছবির দাম শোধ দিতে পারি।" ভাবলাম ঠাট্টা করছে। কিন্তু পরে বহুবার আমার বন্ধুকে দিয়ে তিনি অনুরোধ করিয়েছিলেন এবং তাঁর দেহের গঠন মডেল হবার উপযোগী মনে করি কি না তার পরীক্ষাও দিতে চেয়েছিলেন।

আর একবার আসার সময়, যুদ্ধ-ঘোষণার প্রায় তিন সপ্তাহ কাল পরে একটি বন্ধু এসে বললেন, আমার একটি ছবি কিনবেন। আমি ত অবাক্! তিনি যুদ্ধনিবন্ধন সৈন্যদলভুক্ত হয়েছেন এবং পরদিনই ফ্রণ্টে যুদ্ধে যাবেন। বল্লাম "যাচ্ছেন যুদ্ধে, এখন ছবি কিনে কি হবে, তা ছাড়া বেঁচে ফিরবারও যখন স্থিরতা নেই।"

হাতে টাকাটি দিয়ে বন্ধুটি বললেন, "যদি মরি তো ছবিটা ভোগ না করতে পারার ক্ষোভের সেখানেই পরিসমাপ্তি হবে। আর যদি বেঁচে ফিরি তখন তোমায় বা বিশেষ করে হয়তো তোমার এই ছবিখানি পাওয়া সম্ভব না হলে আমার যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হবে। এর মধ্যে অনেক বিপর্য্যয় ঘটবে সত্যি। কিন্তু আমার ভাল লেগেছে তাই নিলাম, পরে কি হবে ভেবে দেখি নি।"

আমার খুবই আশ্চর্য্য লেগেছিল। হয়ত এই রকম ঘটনাগুলি খুব বেশী চোখে পড়ে না, কিন্তু ওদের জীবনে খুব সাধারণ না হলেও এ ঘটে থাকে।

গ্রীষ্মকালে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিন বেশ পরিষ্কার দিন হলে, দলে দলে শিল্পীরা নিজেদের ছবি বা মূর্ত্তির বোঝা মাথায় করে বড় বড় বুলভারে উপস্থিত হন। ফুটপাথের উপর বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ছবি টাঙ্গিয়ে, মূর্ত্তি সাজিয়ে পথে প্রদর্শনীর অবতারণা করেন। ফ্রান্সে শিল্পীরা অর্থাভাবে কোন বড় প্রদর্শনীতে কাজ না দিতে পেরে হতোৎসাহ হন না। তাঁরা কোন বড় গ্যালারী, প্রদর্শনীর বা প্রদর্শনীর চিত্রভাস্কর্য্য নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকের মতামতের ধার ধারেন না, রাস্তায় ছবি টাঙ্গানর জন্য তাঁদের মান নষ্ট হয় না, কারণ যেখানেই থাক তাঁদের কাজের যোগ্য সম্মান দর্শক

দিয়ে থাকে। অনেক সময় এঁদের ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় রাষ্ট্রের কোন একটি বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে-প্রতিবাদে হয়তো জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। শিল্পী সেটি আরও পরিস্ফুট করে লোকচক্ষে তুলে ধরেন।

ইউরোপ-প্রত্যাগত অনেক বন্ধু আমায় প্রায়ই বলেন, "আচ্ছা আপনারা কেন আমাদের দেশের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বা সাধারণ পথ, গ্রাম, শহরের দৃশ্য আঁকেন না? এর মধ্যে কি আর্ট নেই? ইউরোপে বর্ত্তমান শিল্পের বিষয়বস্তু তো এইগুলিই।" কিন্তু তাঁরা বলার সময় ভুলে যান যে, এটা ভারতবর্ষ এবং শিল্পীরা এখানে যে সামজিক ও রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে তা ও-দেশ থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর। আমাদের দেশে শিল্পীরা আজও ধনীদের দাস। ধনীদের ভাববিলাসী মনে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত চিত্রের পরবর্ত্তী উন্নতিশীল অগ্রসরের শিক্ষা নেই, কাজেই শিল্পীদেরও সেযুগ মনে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা না দিলেও তারই আড়ষ্ট, প্রাণহীন অনুকরণ নিয়ে ধনীদের দরজায় ভিক্ষার্থী হতে হচ্ছে। রামায়ণ-মহাভারতের বিষয়কে দেখবার চোখ থাকলে নতুন করে, বর্ত্তমান করে দেখা যায়। ইউরোপে আজও শিল্পীরা গ্রীক পুরাণ ও বাইবেলের বিষয় নিয়ে ছবি এঁকে থাকেন কিন্তু তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়। কেবল রামায়ণ মহাভারত ছেড়ে বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যকে বিষয়বস্তু করলেই তো শিল্প হবে না। তাকে প্রকাশ করার ভাষা জানা চাই হৃদয়ে, তার প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই।

এদেশে অনেকেই তো এখন সাধারণ কৃষক, শ্রমিকদের জীবনচিত্র গ্রাম; শহরের দৃশ্য এঁকে থাকেন। কিন্তু সে সব ছবি দেখলে মনে হয় না, তাঁরা আগ্রহ করে এগুলি দেখতে চেয়েছেন। এর মধ্যে বর্ত্তমানকে পাওয়া যায় না, উদ্দেশ্য প্রকাশেও ভাবপ্রয়োগ রীতিতে দেখা যায় সেই পুরাতন রামায়ণ কথার অসম্পূর্ণ অক্ষম প্রকাশ। শিল্পীদেরই এদেশে জীবনকে দেখবার মত দৃষ্টি নেই পরকে তাঁরা কি দেখাবেন।

সাধারণের বিশেষ করে শিল্পীদের, শিল্পবোধ দৃষ্টি জাগ্রত করার এক মাত্র ক্ষেত্র জাতীয় শিল্প-সংগ্রহশালা। এ ছাড়া উপযুক্ত সমালোচনা ভিন্ন

শিল্প, সাহিত্য বাঁচতে পারে না। সমালোচনাতেই পরিচয় পাওয়া যায় উপলব্ধির ও সমাদরের। দেশের লোকের শিল্পবোধই নাই, এত বড় দেশ, আমরা প্রাচীন সভ্যতার গৌরব বহন করে বেড়াই সর্ব্বত্র, অথচ আমাদের একটি জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা নেই, যেখানে গিয়ে সাধারণের শিল্পবোধ জাগ্রত হবে। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীকে উন্নতিশীল করার পূর্ব্বে, শিল্পের উন্নতিশীল অগ্রসর আনবার জন্য আমাদের উচিত জাতীয় শিল্প-সংগ্রহশালা গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা। ইতালীয় রেণেসাঁস যুগের পর থেকে ফ্রান্স যে শিল্পের নব নব ধারা ও নূতনতর ব্যাখ্যা করে জগতের শিল্পী-গোষ্ঠীকে রসদ যোগাচ্ছে তার জন্ম হয়েছে, ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহ-শালার পুণ্যতীর্থে বহু শিল্পীর আজীবন দর্শন ও সাধনার ফলে।

ফরাসী শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে।

প্রায় একমাস হল পারীতে রয়েছি। দু'একজনকে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবে পেয়ে তাঁদের সাহচর্য্যে নবাগত হিসেবে আমার অসুবিধা ক্রমে কমে আসছিল। এক সন্ধ্যায় একটি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখছি এমন সময় "বঁসোয়ার ম্যঁসিয় কর" বলে সান্ধ্যাভিবাদন জানিয়ে ভাস্কর জঁ দালুগো আমার কাঁধটি ধরে বেশ খানিকটা নাড়া দিলেন। মঃ দালুগোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটি কাফেতে! এঁর মতে শিক্ষকের বিনা সাহায্যে কাজ করাটা বেশী উপকারী। আমি বলেছিলাম, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অধ্যাপকের সাহায্য অপরিহার্য্য। বেশ তর্ক হল অথচ কেউ কারো মতে এক হতে পারলাম না। মঃ দালুগো বললেন, "শিল্প সংগ্রহশালায় গিয়ে কাজ দেখে একটি আদর্শ মনে ঠিক করে আমি কাজ করে থাকি, তবে সংগ্রহশালার দ্রষ্টব্যগুলি দেখারও একটি ধারা আছে" কথাটী খুবই মূল্যবান। ম্যঁসিয় আঁদ্রে লোত ও অনেক বিখ্যাত শিল্প-অধ্যাপককে দেখেছি, অধ্যাপনার সময় কোন একটি ভাল শিল্পরচনার উদাহরণ দিয়ে তাকে কেমন করে দেখে অনুশীলন করতে হবে, তার উপদেশ দিয়ে ছাত্রদের লুভর্, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিতে। তাঁরা কদাচিৎ তুলি রঙ্ দিয়ে এঁকে দেখান। তাঁরা বলেন, হাত তো কাজ করে না, চোখের আজ্ঞা পালন করে মাত্র। যদি শিল্পী হতে চাও তো আগে চোখ তৈরী করে নাও। মঃ দালুগোকে বললাম, "কেমন করে শিল্প-রচনা দেখতে হবে, তা শিখতেও তো অধ্যাপকের সাহায্য লাগে।" তিনি বললেন, অত তর্কে প্রয়োজন নেই, চল কাল আমরা দু'জনে লুভ্র্ দেখতে যাব। সানন্দে রাজী হলাম এ প্রস্তাবে, কারণ তখনও আমি লুভ্র্ দেখি নি। ঠিক হল, আমরা গল্প করতে করতে পদব্রজেই যাব।

বুল্‌ভার স্যাঁমিশেল ধরে কিছু দূর উত্তরে যেতেই আমরা স্থেন নদী পেলাম। তার ধার দিয়ে পশ্চিমে চলতে লাগলাম। এই নদী বৃত্তাকার হয়ে চলে গেছে পারীর বুকের উপর দিয়ে। মাঝে দু'তিন স্থানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সহরের মাঝে কয়েকটি দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এরই একটীর শেষ প্রান্তে বিখ্যাত নোত্‌রদাম গীর্জ্জার অবস্থান। নদীর বুকে অসংখ্য সেতু, বহু বুলভারকে সংযুক্ত করে গমনাগমনের বেশ সুবিধে করে দিয়েছে। নদীটীর দু'ধারে বেশ উঁচু করে সীমেণ্ট কংক্রীটের বাঁধ এবং পাশে প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধান চত্বর পারীর সীমানা ছাড়িয়েও কিছুদূর একটানা। প্রকাণ্ড গাছের সারি নদীর দু'ধারে চত্বরে, রাস্তায়, জলের উপর ডাল-পাতা ঝুলিয়ে নদীটীকে স্বপ্নময় মনোরম করে তুলেছে। বাঁধের উপর টিনের ঢাকনী দেওয়া অসংখ্য কাঠের বাক্স সারবন্দী ভাবে প্রায় পারীর এক সীমানা থেকে অপর সীমানা পর্য্যন্ত নদীর দু'ধারে সাজান। বহু বিক্রেতা এই বাক্সয় পুরাতন বই, ছাপান ছবি ও পুরাতন নানাদ্রব্যের স্মৃতি-সংগ্রহ ইত্যাদি রেখে বিক্রী করছে। এগুলি দেখে মনে হল, ফরাসী বিখ্যাত সংগ্রহশালার খেলাঘরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ রকমের নদীর ধারে বই ও নানা সংগ্রহের দোকান আর কোন দেশে নেই বলে শুনেছি। বই দেখা আমার একটি নেশা। বই দেখতে দেখতে আমরা যেতে লাগলাম লুভ্‌র্‌-এর দিকে। মঃ দালুগো সারা পথ তাঁর বংশের প্রাচীন আভিজাত্যের মহাভারত-কাহিনী অনর্গল ইংরাজী ও ফরাসীর খিচুড়ী ভাষায় আমায় বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। যেটুকু আমার কাণে গিয়েছিল তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে, তিনি অতি প্রাচীন নরম্যান বংশাবতংস, এবং একেবারে খাঁটী নরম্যান রক্ত তাঁর শরীরে বিদ্যমান। আমরা যখন পোঁ (সেতু) ক্যারুসেল-এ পৌঁছলাম, লুভ্‌র্‌-এর বিরাট গাঢ় ধূসর মুর্ত্তি চোখে পড়ল। সেতুটী পেরিয়ে বিরাট ফটকের বাঁ'দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে লুভ্‌র্‌-এ প্রবেশ করা গেল। লুভ্‌র্‌-এর চিত্র-ভাস্কর্য্য সংগ্রহশালায় প্রবেশপথ অনেকগুলি। কিন্তু প্রথম দর্শকের পক্ষে পোঁ ক্যারুসেল দিয়ে ক্যারুসেল উদ্যানে প্রবেশতোরণের বাঁ-দিকের দরজা সবচেয়ে সুবিধার পথ।

পারীর প্রায় সব সৌধেরই বুকে প্রাচীন নবীন অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জমা হয়ে আছে। লুভ্‌র্‌-এর বিরাট প্রাসাদ যুদ্ধ-বিপ্লবের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্যেন-এর ধারে। চতুষ্কোণ ক্যারুসেল উদ্যানের তিন দিক্‌ ঘুরে দুটী দিক্‌ প্লাস্‌ দ্যলা কঁাকর্দ-এর দিকে লম্বমান। প্রথম এই স্থানে ফিলিপ অগুস্ত একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে সম্রাট্‌ ফ্রাঁসোয়া ও পিয়ের লোস্‌ক-এর সময় দুর্গটী ভূমিসাৎ করে প্রথমে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অংশটী নির্ম্মিত হয়। বাকী অংশটী সম্রাট্‌ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই-এর সময় তৈরী হয়। পূর্ব্বে যেখানে তুইলারী প্রাসাদ ছিল তার সঙ্গে লুভ্‌র্‌-এর লম্বমান দুটী দিকের সংযোগ ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক অগ্নিসংযোগে প্রাসাদের দক্ষিণ অংশটী বাদে প্রায় সমস্তটাই দগ্ধ হয়েছিল। পরে কেবল মাত্র উত্তরাংশের শেষ অঞ্চলটী পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। আমরা ঢুকেই যে. বিভাগে এসে পড়লাম, সেটী ফরাসী ভাস্কর্য্যের গ্যালারী। খৃঃ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে ইতালী শিল্প-ঐশ্বর্য্যে যখন জগদ্বাসীকে বিস্ময়ান্বিত করছিল, ফ্রান্সে তখন গথিক গীর্জ্জার গায়ে ফরাসী চিত্র, ভাস্কর্য্য এক বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ভবিষ্যতে শিল্পের এক বিরাট পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করছিল। এ শিল্পীদের রচনাশিক্ষা কোথায়, তা আজও পুরাতাত্ত্বিকদের সন্ধান মেলে নি। অনুমান হয়, এরা ফ্রান্সের মাটিতেই পেয়েছিল চিত্র-ভাস্কর্য্যের বর্ণপরিচয়-শিক্ষা। এ বিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি গীর্জ্জার গাত্র-সজ্জার উদ্দেশ্যে করা হলেও তার মধ্যে শিল্পীর যে সাধনা ও জীবন ফুটে উঠেছে তা আজও কলারসিককে মুগ্ধ করে। ফরাসীরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। ডুবুরী যেমন সমুদ্রের গভীর তলে মুক্তার সন্ধান করে, ফরাসী শিল্পী, কবি, অতীত যুগের স্মৃতি ও সাধনাভরা মন্দিরপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের স্তূপে খোঁজে হারিয়ে-যাওয়া, বা বলতে-গিয়ে থেমে-যাওয়া ভাষাকে। তারা প্রাচীনকে নবীন করে, নতুন রূপ দিয়ে, নতুন কথা বলতে পারে। একবার শার্থ-এর বিখ্যাত গীর্জ্জাটি দেখতে গিয়ে আমার ভ্রম হয়েছিল, আমি যেন উন্মুক্ত প্রান্তরে শিল্পশিক্ষার্থীদের ক্লাসে এসে পড়েছি। গীর্জ্জাটীর প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে যে দিকে তাকাই দেখি শিল্পীদের ভিড়। কেউ জল-রঙে কোন একটি

সেণ্টের মূর্ত্তির অনুলিপি করছে, কেউ বা তেল-রঙে বা পেন্সিলে কারুকার্য্য-খচিত খিলানের জানলায় রঙিন কাঁচের ছবির রূপটি নকল করছে, ইত্যাদি আরও কত কি। এদের জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন, এরা এই জীর্ণ মন্দিরে আধুনিক প্রাণরস দিয়ে এর নির্ম্মাতার দৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছে। যে দেখতে জানে সে ঐতিহাসিক যুগের মানব-অঙ্কিত গুহায় বাইসনের রেখাচিত্র, মিশরের স্ফিঙ্কস্, গ্রীসীয় ভাস্কর প্রাক্সিটেলের ভেনাসের ভগ্নমূর্ত্তি, ভারতের বুদ্ধ, নটরাজ, নিগ্রোদের অদ্ভুত-দর্শন কাষ্ঠমূর্ত্তিতে, সমান রস-উপভোগ করতে পারে। সে দেখবে, শিল্পী তার ভাবকে কতখানি ভাষা দিতে পেরেছে!

মঃ দালুগো আমায় কতকগুলি কাহিনী বললেন। বলার সময় তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখভাব দেখে বুঝলাম, মুখে নিজেকে নরম্যান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও অন্তরে তিনি খাঁটী ফরাসী শিল্পী। কোন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা বা মেরীর একটী কাঠের বিনষ্টপ্রায় মূর্ত্তি একটি কাঁচের আবরণ দিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে। তার সৌন্দর্য্য জীবনে কোন দিন ভুলব না। আমাদের দেশের কোন কোন মন্দিরের গায়ে যেমন নশ্বরজীবনের অসারতা বিবৃতি করে যে-সকল চিত্র-ভাস্কর্য্য থাকে, ফ্রান্সেও ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ শতাব্দী কি তারও পূর্ব্বের গীর্জ্জাভ্যন্তরে, কবরের উপরস্থ স্মারকমূর্ত্তির তলায় কীটদষ্ট, গলিতমাংসহীন বিকৃতমূর্ত্তির চিত্র-ভাস্কর্য্য নশ্বর ভোগজীবনের প্রতি অনাসক্ত ভাব জাগাবার জন্য আঁকা বা খোদা থাকত। এ বিভাগে আর কতকগুলি উন্নত ধরণের সংগ্রহ দেখা গেল। সে যুগে, চিত্র-ভাস্কর্য্যে অনেক মূর্ত্তিকে রঙ্ করে আরও জীবন্ত করার প্রচেষ্টা ছিল, তারও কয়েকটি নিদর্শন এখানে রয়েছে। রেনেসাঁস্ যুগের ফরাসী ভাস্কর্য্যের বিচার নিয়ে এখনও সমালোচকরা যুদ্ধ করে থাকেন। এ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানই ভাল। যা দেখলাম এবং উপভোগ করলাম পুরাতাত্ত্বিক সমালোচকের পর্য্যায়ভুক্ত হলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। পরবর্ত্তীকালে গীর্জ্জা ও ধর্ম্মযাজকের কঠিন বন্ধন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার যখন অনেক স্বাধীন হল, তখনকার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা এতকাল ধর্ম্ম-আইনে রুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করবার একটা পন্থা খুঁজে পেল।

গীর্জ্জা-কবলিত যুগের ভাস্কর্য্য-বিভাগ ছেড়ে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-বিভাগে প্রবেশ করলাম। এই বিভাগের বিরাট হলে, সে যুগের সেরা ফরাসী ভাস্কর জাঁ গুজঁর অমূল্য ভাস্কর্য্য-সংগ্রহ, মেরী, সেণ্ট ও মঠ-নিবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের মূর্ত্তির স্মৃতিকে ম্লান করে চোখকে সহজে অভিভূত করে দেয়। হলের মাঝখানে গুজঁর খোদিত ডায়না ও মৃগের একটী বিরাট মার্ব্বেলমূর্ত্তি। ডায়নাকে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু ডায়নার সঙ্গের কুকুরটীকে ভাস্কর্য্য-শিল্পে একটী অপূর্ব্ব দান বলে আমার মনে হল। গুজঁর করা ফঁতাইন দে ইনোসাঁৎ ফোয়ারার জলকলাবৃতা চারিটী নারীর লীলায়িত ভঙ্গী জগতের কলারসিকদের চিরকাল মুগ্ধ করে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবে। এরই পরে চোখকে আকৃষ্ট করে, হলের একটী কোণে তিনটী নারীমূর্ত্তি পরস্পরের হাত ধরে একটি ত্রিকোণাকৃতি স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এরা একটী সোনালী রঙের আধার মাথায় ধারণ করে আছে। গুজঁর পরে বিখ্যাত শিল্পী পিলঁর নাম করতে হয়। এটী তাঁরই রচনা। যখন সম্রাট্ দ্বিতীয় আঁরি মারা যান তখন ক্যাথারিন দ্য মেদিচি, প্রথম ফ্রাঁসোয়া এবং দ্বাদশ লুই-এর সমাধির চেয়ে উন্নততর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করে শোক প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয় আঁরির হৃদপিণ্ডটি একটি আধারে সেলস্ত্যাঁ গীর্জ্জায় দেওয়া হয়, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দ্য মেদিচির ইচ্ছানুযায়ী পিলঁ এই তিনটি অবর্ণনীয় নারীমুর্ত্তির সৃষ্টি ক'রে তাঁদের মস্তকে স্বর্ণাধারাটি স্থাপন করেন। গীর্জ্জার নীতিতে অশ্লীলতাকে এড়ানর জন্য মূর্ত্তিগুলিকে বস্ত্রপরিহিতা করলেও শিল্পীর রচনা দক্ষতায় তাদের ললিত তনুর গঠন সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিগত বিপ্লবের সময় মূর্ত্তিটি স্বর্ণাধার সমেত লুণ্ঠিত হয়। মূর্ত্তিটীর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু বেচারী দ্বিতীয় আঁরির হৃদপিণ্ড বা স্বর্ণাধারটীর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন সোনালী রঙের কাঠের নকল একটি আধার তার স্মৃতি বহন করছে। বহু মূর্ত্তিই ছিল হলটীতে। মঃ দালুগো কতকগুলি প্রতিকৃতি দেখিয়ে বহু প্রশংসাই করলেন। সেগুলি সবই প্রায় রাজা রাণী বা বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের মূর্ত্তি। তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব বা রচনা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য দেখে আমি মুগ্ধ হতে পারি নি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দশ লুই এর অত্যাচারিত শাসনে ফ্রান্সের মাটিতে রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল, আকাশ রণদামামার শব্দে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এ যুগে শিল্পীর সন্ধানে ফেরা মনে হয় বাতুলতা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ-আবহাওয়াতেও কয়েকজন প্রকৃত শিল্পী বেঁচে ছিলেন এবং ফ্রান্সকে তাঁরা যা দান করেছেন, তা শিল্প-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। "এ যুগে লুই ফ্রান্সের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর শিল্পবোধ ও রুচি আছে," এই ছিল তাঁর চাটুকারদের বন্দনাবাণী। এটা ঠিক, ফ্রান্সের রুচিকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। লঁব্রু সম্রাটের রুচিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শিল্পী ও ভাস্কররা রাজপ্রসাদ লাভ করতেন। রাজানুগ্রহ পেয়ে যারা ভেয়ার্সাই ও ফঁতাইনব্লোর প্রাসাদ উদ্যানকে মূর্ত্তি দিয়ে সাজিয়েছে, তাদের অসংখ্য শিল্প-রচনার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে গেছে। কেবল অর্থ দিয়ে তো শিল্পীর সাধনাকে কেনা যায় না। তাই যারা রাজ-প্রসাদ লাভ করলে, দিতে পারল না রূপের অকৃত্রিম প্রকাশকে। নিজ দেশে নিপীড়িত, বঞ্চিত কিন্তু পরদেশে সম্মানিত অমর ভাস্কর প্যুগে, দারিদ্র্যের সঙ্গে মিতালি করে জগৎকে জানিয়ে গেলেন, অকৃত্রিম রূপভিক্ষুর ভিক্ষাঝুলি সম্রাটের মুকুট, দণ্ড দান করলেও পূর্ণ করা যায় না। নিজ দেশে অবজ্ঞাত হয়ে প্যুগে প্রায় জীবনের বেশী অংশটি ইতালিতে কাটিয়ে ছিলেন। এঁর কয়েকটী কাজ তৃতীয় ঘরে ও

মিলোঁ দ্য ক্রেতন্

একটী উঁচু মঞ্চের মতন ঘরে রয়েছে। বন্যজন্তু-কবলিত এক বিরাট পুরুষের আর্ত্তনাদ মূর্ত্ত হয়েছে মিলো দ্য ক্রোতন মূর্ত্তিতে। একটী প্রাচীন কাহিনীকে রূপ দিয়েছে এই মূর্ত্তিটি।

প্রায় খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পূর্ব্বে মিলো এক বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। তিনি ছয়বার অলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়মাল্য পেয়েছিলেন এবং পরে তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ক্রীড়াতে আর বড় যোগ দিতেন না। বনের সিংহ ভালুকদের ধরে শুধু হাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা তাঁর সখের ব্যাপার ছিল। যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ, একদিন এক বনের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কয়েকজন লোক একটি গাছের কাণ্ড দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হচ্ছে না। মিলো তাদের কাজটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে শুধু হাতে সম্পন্ন করতে চাইলেন। কাঠের দুইটি অংশ ধরে তিনি এমন জোরে সম্প্রসারিত করলেন যে, কাঠের কীলকগুলি খুলে পড়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁর দুর্ব্বলতা আসায় মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে কাঠের অংশ দুটির মাঝখানে নিষ্পেষিত ভাবে আবদ্ধ হন। কাঠুরিয়াগণ তাঁকে বিদ্রূপ করে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেল। অত্যাচারিত বন্যজন্তুরা বহুদিন পরে তাদের শত্রুকে এমন অসহায় অবস্থায় পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে।

এই মূর্ত্তিটির আমি প্রশংসা করায় ওদেশী সমালোচকদের কথার প্রতিধ্বনি করে মঃ দালুগো বললেন, "প্যুগে ইতালীতে থাকার ফলে কতক-গুলি দোষ তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন করেছিল। বন্য জন্তুর কবলে পড়ে ব্যায়াম-বীর মিলোর জীবনে শোচনীয় পরিণামটা দেখানোর চেয়ে মাংসপেশী ও দেহ-সংস্থানের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। সিংহটির আকৃতির অনুপাতে মিলোর দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় বড় হয়েছে, ইত্যাদি।" আমি কিন্তু একটু ব্যথিত হলাম তাঁর কথা শুনে। বুঝলাম নিজের দেশের শিল্পে বৈদেশিক প্রভাবটা এঁদের সহ্য হয় না, এ তারই প্রকাশ। ফ্রান্স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে এবং নব নব শিল্পান্দোলনে অপর দেশকে নিজ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, এবং এর জন্য ফরাসী শিল্পীর গর্ব্বকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অপর

দেশের শিল্পকে বা তার উন্নত প্রভাবকে ছোট করে দেখা, সংকীর্ণতা বলব। সৌভাগ্যের বিষয় এ সংকীর্ণতা ব্যক্তিগতভাবে মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই দেখা যায়। বললাম, "সিংহটিকে ছোট ও মিলোকে বিরাট করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয়। মিলো ব্যায়ামবীর, বনের পশু চিরকাল তাঁর কাছে অবনত, হীন ছিল। আজ দৈবদুর্বিপাকে পড়েই মিলো পশু দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছেন। তাই বলে তিনি তাদের চেয়ে ক্ষুদ্র হয়ে যায় নি। পশু-শক্তি মানুষী শক্তিকে সময়ে সময়ে নিপীড়ন দ্বারা জয় করলেও মানুষী শক্তি পশু-শক্তির চেয়ে চিরকাল বড়। বোধ হয় শিল্পী এই কথা বলতে চেয়েছেন মূর্ত্তিতে। আমাদের দেশের কবি শিল্পীরা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য হিসেবে অতিরঞ্জন করে থাকেন। আপনি হয়তো জানেন না, অজন্তাগুহা চিত্রের একটি দৃশ্যে, বুদ্ধের পুত্র রাহুল মাতার আদেশে বুদ্ধের কাছে পিতৃধন ভিক্ষা করছেন। বুদ্ধকে, তাঁর পত্নী বা পুত্রের চেয়ে বহুগুণ বড় আকৃতিতে এঁকে শিল্পী, সাধারণ থেকে বুদ্ধের মহত্ব এবং বিরাট পুরুষাকার দেখিয়েছেন। এ অতিরঞ্জনকে কি আপনি অশ্রদ্ধা করেন?" মঃ দালুগো হেসে বললেন, "প্যুগে দেখছি তোমায় কবি করে ছাড়লেন।" বললাম, "না মশাই, আমরা সুজলা-সুফলা-শ্যামলা, রবিকরোজ্জ্বলা দেশের লোক—এ আবহাওয়ায় থাকলে মন কবি হবেই। কল্পনার সম্পত্তি আমাদের যা আছে তা আপনাদের কাছ থেকে ধার না নিলেও কোনদিন ফুরোবে না। কল্পনার আপনারা জানেন কি? আমাদের বস্তুর বৈচিত্র্যের চেয়ে দৃষ্টির বৈচিত্র্য অনেক বেশী দেখতে পাবেন। দেখতে জানেন না বলেই আপনারা অনেকে আমাদের দেশের শিল্পকে অবজ্ঞা করে থাকেন। আজ বিশ্বের শিল্প-দরবারে আমাদের দেশের শিল্পীর স্থান নেই। তার অবশ্য অন্য যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনারা জ্ঞানী রসজ্ঞ বলে গর্ব্ব করেন, অথচ আমাদের গ্লানিটুকুই দেখেন। হিমালয়ের মত বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতিকে একটা ক্ষুদ্র খেয়ালী কবির আবেগ বলতে একটুও কুণ্ঠিত হন না।" মঃ দালুগো লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপ চাচ্ছি কর, আমি উপহাসচ্ছলে বলেছি। তোমাদের অসম্মান করতে পারি এমন স্পর্দ্ধা করব কিসে! আজও যে জগতের

মনের মানুষ, সেরা কবি তাগোর (রবীন্দ্রনাথ) তোমাদের হিমালয়ের মত আকাশ ছুঁয়ে বসে আছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি ভাস্করের রচনা এ বিভাগের শেষ প্রান্তের ঘরগুলিতে আছে। নিপুণ ভাস্করের মূর্ত্তিগঠন-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় দিলেও মূর্ত্তিগুলি রচনা-উৎকর্ষের গতি অবনতির দিকে। এ বিভাগে বিদেশীয় ভাস্করদের মধ্যে বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর বার্ণিনির কতকগুলি অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি ও বিশ্ব-বিশ্রুত ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর ক্রীতদাসের বিখ্যাত মূর্ত্তি দু'টীও আছে। এঞ্জেলোর দাসত্ববন্ধনে নিগৃহীতের ব্যথা দর্শকের মর্ম্মে আঘাত করে। শিল্পীর সারাজীবনব্যাপী দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের এ আত্মপ্রকাশ কি না, কে জানে! লুভ্‌র্ বন্ধ করবার জন্য তাগিদের চীৎকারে আমাদের দেখা সেদিনের মত বন্ধ করতে হল। বাড়ী ফেরার পথে দালুগোকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "মাপ করবেন যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আপনি এত ভদ্রতা করে লুভর্-এ আমায় নিয়ে এলেন অথচ কৃতজ্ঞতার বদলে কি অশিষ্ট আচরণই না করলাম।" মঃ দালুগো আমার কাঁধটি দু'হাতে চেপে বললেন, "এ আনন্দের কথা কর, নিজের দেশের সম্মান সম্বন্ধে সকলেরই সচেতন থাকা উচিত। এ-রকম আলোচনায় আমাদের মনের অনেক গলদ চলে যায়। এস এখন ও সব ভুলে এক কাপ গরম কাফি খেয়ে চিত্ত নির্ম্মল করি।"

স্‌েন নদীর ধারে একটী সন্ধ্যায়।

এক সন্ধ্যায় বুলভার স্যাঁ মিশেল দিয়ে চল্‌ছি। মনে পড়ছিল, বাংলার শ্যামল বুকে সন্ধ্যা কেমন সাদর সন্তর্পণে আঁধার আঁচলখানি বিছিয়ে দেয়। আগত সন্ধ্যার স্বচ্ছ আঁধারের আবরণখানি ভেদ করে কয়েকটী প্রদীপশিখা, নির্ব্বাপিত দিবালোকের আত্মা যে একেবারে নিঃশেষ হয়নি জানিয়ে যেন জ্বলে উঠে। মঙ্গলশঙ্খ উলুধ্বনি যেন সাবধান বাণী শোনায়, এই শব্দের সঙ্গে সব গোলমাল চুপ হয়ে যাক্, "ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা, ওরে মন নত কর শির, দিবা হল সমাপন, সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।" কানের মধ্যে ঝিল্লীরবের একতান বাজছিল তাকে বিদীর্ণ করে বেজে উঠল কোন এক কাফের অর্কেষ্ট্রার উচ্চতান। সুবেশ নরনারীর চলমান স্রোতে উত্থিত হাসির কলধ্বনি অর্কেষ্ট্রাকে যেন আর একপর্দ্দা চড়িয়ে দিল। বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় আঁধার ডুবে দু'একটি অট্টালিকার কোনে আশ্রয় পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তলিয়ে গেল। রঙ্গমঞ্চ নিঃসৃত, সঙ্গীত, প্রশংসাধ্বনি. প্রমোদোবেশাপ্লুত পারীয়াসীর সঙ্গে একযোগে বিদ্রূপ করে যেন বল্লে, "সন্ধ্যা তোমার কালিমার স্থান এখানে নেই, তোমার নিস্তব্ধতাকে আমরা পছন্দ করিনা।" পারী সুন্দরীর তাচ্ছিল্যভরা হস্তভঙ্গিমার কঙ্কণ যেন পানপাত্রের ঠুন্‌ঠুন্ শব্দে বেজে উঠল। প্রস্থানোন্মুখী সন্ধ্যার আঁচলের খানিক যেন স্‌েন নদীর উপর লুটিয়ে চলছিল, তারই একপ্রান্তে বসে গেলাম।

সঙ্গে ছিলেন এক বন্ধু। নিস্তব্ধতা বোধ হয় তাঁর খুব প্রিয় নয়। প্রশ্ন করলেন, "কর, এত বিষয় থাকতে শিল্পকে তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করলেন কেন? আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এর প্রয়োজন কি? তা ছাড়া তোমাদের কেউ বুঝছে বা আদর করছে তারও ত কোন লক্ষণ দেখি না।" বল্লাম, "আমাদের আদর যে নেই তার প্রমাণ তুমি নিজেই।

আর প্রয়োজনের কথা বলছ, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই কি মানুষ বাঁচতে পারে? তোমার রুচিমত করে না থাকলে তোমার মন অসুস্থ হয় অথচ তোমার রুচিমত নয় এমন করেও তুমি বেঁচে থাকতে পার। কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এমন আহার, বাসস্থান, পোষাকটুকু দিলেই কি সে সন্তুষ্ট থাকে? কবিতা না লিখলে গান না গাইলে কি জীবন বাঁচে না, তবে কেন তা চাও? যে গাছের ফুল হয় না পত্র স্তবক ভরা শাখা প্রশাখা ছায়া বিস্তার করে না তার যা মূল্য, সাহিত্য-শিল্প-সম্পদ বিহীন স্বাধীন জাতের মানব সমাজে তার চেয়ে বেশী দাম নয়। তাই বলে স্বাধীনতা চাইনা তা বলি না। জাতি স্বাধীন না হলে, আমাদের দেশ শিল্প-সম্পদে আবার ত ভরে যাবেনা। স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা হবে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতির সম্পদ দিয়ে। মনে করোনা শিল্প সাহিত্যের বিকাশ শান্তির ফল।

ইতিহাসে পাই, সম্রাট ও ধনীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত জনসমাজে বিক্ষুব্ধ অসন্তোষাগ্নির আবহাওয়ার মধ্যে কবি রুশো, শিল্পী দ্যমিয়ের স্পেনের দরদী শিল্পী গোয়য়া প্রভৃতি কবি শিল্পীরবিদের উদ্ভব হয়েছে। শিল্প, সাহিত্যকে উপেক্ষা করে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিপূর্ণ হয় না। জনসংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তা কেবল বর্ণপরিচয়ে হয় না, কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত সে শিক্ষা সহজে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে দিতে পারে।

বিপ্লবের সময় রাশিয়ার অশিক্ষিত জনসাধারণকে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, বিজ্ঞাপনি চিত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনেকের অবিদিত নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হলেই যে শিল্প ও শিল্পীর আদর হয়ে থাকে তা নয়। চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে বিক্রমে, সম্পদে বলীয়ান ফ্রান্স, তখনকার সেরা ভাস্কর প্যুগেকে অবজ্ঞা করেছে। সম্রাট ও ধনীদের চোখে লব্রুঁ হল সেরা শিল্পী। সে হল রাজকীয় শিল্পীদের সভাপতি, অর্থবলে, রাজকীয় কৃপায়, শিল্পীদের মধ্যে যেন আর এক সম্রাট।"

বন্ধু হঠাৎ ফরাসী শিল্প ইতিহাসের গল্পে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা লক্রঁ এবং চতুর্দশ লুইয়ের পর এ দেশী শিল্পের বিশেষ করে ভাস্কর্য্যের অবস্থা কেমন হল ?"

বল্লাম, "পরিবর্ত্তন যে হয়নি তা নয়। তবে স্থাপত্যে কিছু পরিবর্ত্তন ছাড়া ভাস্কর্য্যে এমন কিছু বদল হল না যার উল্লেখ করা যায়। কারণ, স্থূল, গুরুভার বস্তুর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শিল্প সৃষ্টির উপাদান ভাস্করের রচনার স্ফুরণকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। চিত্রকর, কিরণছত্রের বিচিত্র প্রতিফলনকে রঙে আবদ্ধ করে আমাদের চোখে বর্ণের হিল্লোল বইয়ে দিতে পারে। সমুজ্জ্বল সূর্য্যোদয়ের রক্তিমাকে তরল উচ্ছ্বাসে ঢেলে দিতে পারে। বিম্বাধরীর মুখকমলের সুষমাকে মুকুরে প্রতিবিম্বিত করে দেখাতে পারে রূপযৌবন মদে মত্তার গর্ব্বকে। ভাস্কর এ সুবিধে না পেলেও ক্ষান্ত হন নি রূপ রচনায়। সে বলে, একবর্ণ, প্রস্তর মৃত্তিকায়, আলোছায়ার প্রলেপ দিয়ে আমি বহুবর্ণের, উচ্ছ্বাস দেখাই। ব্রোঞ্জ, মর্ম্মরে গঠন দিয়ে আমি দেখাই ত্বকের সজীবতা, ধমনীর রক্তসঞ্চালন। দর্শক চোখে দেখে আমার রচনার স্পর্শসুখ অনুভব করবে। কিন্তু তবু ও, চিত্রকর তার রচনা শৈলীতে যত বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে ভাস্কর ততটা পারেনি। লক্রঁর মৃত্যুর পর পোষাক পরিচ্ছদের একটু বাহুল্য কি সংক্ষিপ্তকরণ, দেহসংস্থান, পেশী বা ত্বকের সূক্ষ্ম গঠন ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্ভ্রম বা কামোন্মত্ততার কদর্য্যরূপ, শুদ্ধ পবিত্রতা বা অসভ্যতার প্রকাশ রচনাশৈলীতে কিছু পরিবর্ত্তন আনেনি। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল থেকে বিপ্লব পর্য্যন্ত, ফরাসী জনসাধারণের অত্যাচার ও দারিদ্র জ্বালায় জর্জ্জরিত প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত। এই সময়ে জাতীয় বৈশিষ্ট ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়ে শিল্পের ক্ষেত্র জাতীয় জীবন থেকে সরে সংকীর্ণ হচ্ছিল। সংস্কৃতির সবকিছু ধনীদের সখের উপর নির্ভর করে চলছিল। রাজা শিল্পধারার বিধান দিতেন আর ধনীরা তাই মাথা পেতে গ্রহণ করে কৃতার্থ মনে করতেন। সম্রাট পঞ্চদশ লুই ছিলেন কামোন্মত্ত, লম্পট। রাজা ও রাজসভার অনুকূল আবহাওয়ায় শিল্পের প্রকাশও কামভাবোদ্যোতক হয়েছিল। এই সময়ের

শিল্পী বুশের চিত্রণে ও ক্লদিয়ঁর ভাস্কর্য্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁদের রচিত সরল, যৌবনপুষ্ট, অপ্রাকৃত নগ্নমূর্ত্তি, সমাজে নৈতিক অবনতি ঘটাবার তত সুবিধা পায়নি। ১৭১৫ খৃঃ অব্দের রিজেন্সি কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র থেকে বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সে চিত্রণ ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ধরণ বেশ উন্নত হয়েছিল এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপে ফরাসী সভ্যতার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ইতালিয় ও ক্লাসিক রীতির আধিপত্য থেকে ভাস্কর্য্য পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব জাতীয় এক ধারার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। এই সময়ের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তির ব্রোঞ্জ ও প্রস্তর অবয়বে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। ত্বকের সুষমা সম্পাদনই যেন ভাস্করের চরম লক্ষ্য হয়েছিল। নাতিয়ে, লাতুর ও শারদাঁ বর্ণ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অমররূপ দিয়ে এ যুগের চিত্রণকে মহনীয় করেছেন। প্রতিকৃতি নির্ম্মাণে দক্ষ বিখ্যাত ভাস্কর হুদোঁ এই সময়ের ভাস্কর্য্যকে উন্নতির পথে আরো এগিয়ে দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ফরাসী শিল্পী, সমালোচক ও জনসাধারণের মন ক্লাসিক যুগে ফিরে যাচ্ছিল। বুশে ও ক্লদিয়ঁর অপ্রাকৃত রচনা দর্শকদের আর আকৃষ্ট করতে পারছিল না। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে পম্পেই আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণ, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হয়েছিল। ষোড়শ লুই, কোঁৎ দাঁজভিয়েরকে রাজকীয় শিল্প-স্থাপত্যের সমগ্র ভার দিয়েছিলেন। দাঁজভিয়ের নিজের খেয়ালমত শিল্প ও শিল্পীর উপর প্রভুত্ব করেছিলেন। নাপলেয়ঁর সময়, গতানুগতিক জীবন থেকে বহু পরিবর্ত্তিত, ঘটনাবহুল চাঞ্চল্যময় জীবনের পরিণতিতে শিল্পীরা নূতন, বিষয় নূতন উদ্যম ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। ফরাসীদের ইতিহাসে এমন যুগ দেখতে পাই না যখন শিল্প ও শিল্পান্দোলন তাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে অপরিহার্য্য বিষয় ছিল না। এবং প্রথম নাপলেয়র রাজত্বকালে শিল্প ঐশ্বর্য্যে ফ্রান্স সর্ব্ব যুগাপেক্ষা উন্নীত ও গৌরবান্বিত হয়েছিল। এই সময় থেকে শিল্পে যে সব উদ্যমের সূত্রপাত হল, জেরিকো ও দালাক্রোয়া সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্লাসিক ভাবধারার থেকে সরে এসে, নব

রোমান্টিক শিল্পধারার প্রতিষ্ঠা করে, তার অন্যতম পরিণতি দেখালেন। ভাস্কর্য্যে রুদ্, দাভি, দাঁজে ও বার্ই প্রকৃতির সাক্ষাৎ অনুশীলনে সকল শিল্প-ধারার সংস্কারমুক্ত এক আবেগময় মূর্ত্তিগঠন ধারার সৃষ্টি করলেন। চিত্রণে রোমান্টিক ভাবধারার বদল হয়ে বর্ত্তমান কালের মধ্যে বহু শিল্প-পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু তাতে রোদ্যাঁ ও বুর্দেল ছাড়া গঠন ও ভাবধারার অপরূপ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। নাপলেয়র বিজয়স্তম্ভ আর্ক দ্য ত্রিয়াফঁ এ রুদ্ কৃত সৈন্যদলের অভিযানের যে বীরত্বপূর্ণ তেজ ও গতির সমাবেশ তা প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি ত দেখছ অবসারভেতোয়ার পার্কের বাইরে একপ্রান্তে মার্শাল নের কি অপূর্ব্ব শক্তিশালী ও নির্ভীক বীরমূর্ত্তি। রুদ্এর ভাস্কর্য্যে শুধু যে মূর্ত্তিগুলির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় তা নয়, কানে তাদের উল্লাস চিৎকার ধ্বনিও যেন আঘাত করে। রুদ্ এর ছাত্র ভাস্করশ্রেষ্ঠ কার্পো, তাঁর রচনায় লাবণ্য ও কমনীয়তার সুষমা গঠনে দেখিয়েছেন। অপেরার সামনে নৃত্যশীল নরনারীর দলটী কার্পোর শিল্প সাধানার একটী উন্নততম বিকাশ জানবে।"

বন্ধু হঠাৎ প্রসঙ্গ ভঙ্গ করে বললেন, "থামাও বাপু তোমার ইতিহাসের নজির। আর অন্ধকার ভাল লাগছে না। চল, কোন কাফেতে গিয়ে বসে একটু পান ও গান উপভোগের চেষ্টা করি।"

ফ্রান্সের শিক্ষায়তন।

ফ্রান্সে যাবার আগে আমার এই ধারণা ছিল যে ফরাসী ভাষাটা দু'দিনেই আয়ত্ত করে ফেলব। কোন বিষয়ের বিশেষ খোঁজ না করেই তার চূড়ান্ত বিচারে আমরা চিরকালই বেশ পটু। কিন্তু প্রথম একমাস ফরাসী ভাষা বুঝে চল্‌তে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। রেস্তরাঁর পরিচারিকাকে হুকুম করি "এান্‌অমলেত্‌" সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে পাচকঠাকুরের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ শুদ্ধ করে "উন্‌অমলেত্‌"। প্রায় সকলের দৃষ্টি পড়ে আমার উপর, আমি লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে খেয়ে যাই। দেশ থেকে ভাষা না শিখে যাওয়ায় লাভ হয়েছিল এইটুকু যে দেশে শেখার বিকৃত টানকে—যাকে ভুলা বড় শক্ত—জিবের আড় ভাঙ্গিয়ে খাঁটী ফরাসী উচ্চারণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে হয় নি। প্রথম দু' একমাস দু' একজন ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে ইংরাজী শেখার বিনিময়ে ফরাসী শেখার চেষ্টা করেছিলাম। এ ভাবে হয়ত শিখতে পারা যায়। কিন্তু গল্পপ্রিয় হলে আসল শেখার চেয়ে অন্য কথায় উদ্দেশ্য চাপা পড়ে যায়। হঠাৎ একদিন ঠিক করে ফেল্লাম স্কুলে পড়ব। আমার পাড়াতেই ছিল বিদেশীদের জন্য ফরাসী শেখার সরকারী স্কুল আলিয়াঁস্ ফ্রাঁসেজ্। এই স্কুলে দিনে পড়াশুনা ছাড়া রাত্রেও পড়াশুনো হয়ে থাকে। এ'তে দিনে যারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের ফরাসী শেখার বেশ সুবিধা হয়। এখানে বুধ ও শুক্রবার সন্ধ্যায় অবৈতনিক ক্লাস হয়ে থাকে। গরীব বিদেশী ছাত্ররা এ সুযোগ অবহেলা করে না। আলিয়াঁস ফ্রাসেজ্ ছাড়াও বিদেশীদের জন্য বহু বেসরকারী ফরাসী ভাষা শিক্ষালয় আছে। অনেকগুলি স্কুলে ইউরোপের সবদেশের ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে প্রাথমিক পাঠের ঘরে প্রবেশ করে দেখি প্রায় কুড়ি জন নানা জাতির ছেলে মেয়ে থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ফরাসী ভাষার প্রথম আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। স্কুলের

অধ্যাপক সকলেই মহিলা। এঁদের পড়াবার রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম। শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন * "জো সাঁত", মানে কি? ছাত্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে "জে"র অর্থ "আমি" কিন্তু "সাঁত্" কি জানে না! শিক্ষক অমনি গুন গুন করে গেয়ে উঠে বল্লেন "সাঁত্"। ছাত্র বুঝল "আমি গান গাই।" এমনি সোজাসুজি প্রাসঙ্গিক ভাবে শিক্ষা দেওয়ায় বাড়ীতে বিশেষ না খেটেও তাড়াতাড়ি ভাষাটা অভ্যাস হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ক্লাসকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলনী করে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সর্ব্বজাতির মিলন সাধন করছে এই বিদ্যালয়টি। সামান্য গুটিকয়েক ফরাসী কথা আর বাকীটা হাত মুখ নেড়ে ছাত্রদের পরস্পরকে জানাবার কি আকুল আগ্রহ। আমার আসনের পাশে একটি চেকোস্লোভাকিয়ান মেয়ে বসত। যেদিন হিটলার চেকের স্বাধীনতা চোরের মত সিঁদ দিয়ে চুরী করলে, সে সন্ধ্যায় মেয়েটী ক্লাসে এল না। পরের দিন অতি গম্ভীর ভাবে সে ক্লাসে এল। প্রফেসার বল্লেন, "ম্যাদময়জেল্ তোমার দেশটা চুরী গেল!" সে তখুনি কান্নার উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে উঠল! দেখলাম প্রত্যেকটী ছাত্র ছাত্রীর তার দিকে সহানুভূতির সজল চাহনী। মেয়েটী বল্ল, যদি তারা যুদ্ধ করে হেরে যেত তা হলে এত দুঃখের কারণ হ'ত না। চেক সৈন্যের হাতের অস্ত্র হাতেই রইল একটী গুলিও কেউ ছুঁড়তে পারলে না! স্বাধীন দেশে দ্বন্দ্ব বিক্রম যাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ তাদের বীর্য্যকে কৌশলে অপমানিত করার জ্বালা কতখানি তারা অনুভব করে, বহুদিন ধরে পরাধীন আমরা তা বুঝতে পারি না। আমাদের চোখে পড়ে কেবল মানচিত্রের রং ও সীমারেখার পরিবর্ত্তন।

ফরাসী গণতন্ত্রের মন্ত্র লির্বাতে, এগ্যালিতে ও ফ্রেতার্নিতে সবচেয়ে সত্যি হয়েছে ফরাসী শিক্ষায়তনে। অর্থকরী জ্ঞান বেচার গ্লানি এদের শিক্ষামন্দিরে এনে সম্পূর্ণ ভুলতে হয়। অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি অবৈতনিক। যেখানে বেতন নেওয়া হয় তার পরিমাণ অতি সামান্য হওয়ায় অতি দরিদ্রও সে অর্থ দিতে সমর্থ। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে অসংখ্য এবং সেগুলি যে কেবল ফরাসী

* এর উচ্চারণ Zoর মত।

ছাত্রদের জন্য তা নয়, বহু বিদেশী ছাত্র যাদের উপর ফ্রান্সের কোন স্বার্থই জড়িত নেই তারাও বহু বৃত্তি লাভ করে থাকে। অধ্যাপকরা অতি সদাশয়, ছাত্রের কাজে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা তাদের শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে থাকেন। ফরাসীদেশে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট থাকলেও বেসরকারী শিক্ষায়তনের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে ও নিয়মে চল্‌তে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রান্সে, বহুকাল ধরে চার্চ্চ ও ষ্টেট্‌-এ সংঘর্ষ চলেছিল। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে নাপোলেয়ঁ আইন করে ফ্রান্সের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে বিশিষ্ট কর্ম্মনির্ব্বাহক গভর্ণমেন্টের হাতে রাষ্ট্রে শিক্ষার একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে দেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হয়েছে। পারীর বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্‌বনও বলা হয়ে থাকে। রবেয়ার দ্য সর্‌বন কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিদ্যায়তনটির নাম প্রতিষ্ঠাতার নামে হয়েছে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে সর্‌বন পারী নগরীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তৃতীয় নাপোলেয়ঁর সময় ভবনটী সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করা হয়। প্রথমে ফ্রান্সের নিখিল রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পারী। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এই নিয়ম ভেঙ্গে শিক্ষাবিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের সৃষ্টি করা হয়। বিদ্যায়তনের কেন্দ্র অনুসারে ফ্রান্সকে সতেরোটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে সেই বিভাগগুলিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

১৭৯১ খৃঃ অব্দ থেকে ফরাসী বালক বালিকাদের ছয় থেকে তেরো বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার আইন করা হয়। ঐ বয়েসের কোন শিশু বাড়ীতে পড়াশুনা করলে প্রতি বৎসর তাকে একটী পরীক্ষা দিতে হয় এবং তাতে অকৃতকার্য্য হলে অবিভাবকরা তাকে স্কুলে দিতে বাধ্য হন। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের চারিটি বিভাগ আছে। (১) "একোল্‌ মাতারনেল্‌" (শিশুবিদ্যালয়) বর্ত্তমান ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষালয়গুলিতে সমগ্র ফ্রান্সে প্রায়

তিন লক্ষ শিশু পড়ে। (২) ছয় থেকে তেরো বৎসর বয়েসের ছেলে-মেয়েরা "একোল্ প্রিমোয়ার এলেমেন্তোয়ার-এ (নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়) পড়ে। (৩) ষোল বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা যাতে বিনা বাধায় নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে তারজন্য "একোল্ প্রিমোয়ার সুপেরিওর," (উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়) এর সৃষ্টি। এখানে টেক্‌নিকাল্ ও কৃষি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ফরাসী সরকারী শিক্ষা পরিষদের ঘোষণায় দেখা যায়, তাঁরা ছাত্রদের সাধারণ সংস্কৃতি, মন ও চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করা ছাড়া, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে জীবনের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার দিকে শিশুদের উৎসাহিত করে থাকেন। (৪) উচ্চতর টেক্‌নিকাল্ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র "একোল্ প্রফেসিয়নেল্"-এর (উপজীবিকা শিক্ষালয়) ব্যবস্থা আছে। গ্রাম্য উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সাধারণ টেক্‌নিকাল্ শিক্ষায় কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিদ্যায়তনগুলি ব্যতীতও "অস্‌পিস্ দেজাফাঁ এ্যাসিস্তে"তে আত্মীয় স্বজন হীন, পীড়িত অথবা কারাবন্দী পিতামাতার সন্তান এবং পরিত্যক্ত অজ্ঞাতপিতৃক শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার রাষ্ট্র বহন করে থাকে। তেরো বৎসর বয়সের পর ছেলে-মেয়েদের এখান থেকে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ করে দেওয়া হয়।

কর্সিকা সমেত ফ্রান্স নব্বইটী "দেপার্‌তেম"তে ভাগ করা। প্রত্যেক দেপার্‌তেময় দু'টী করে ট্রেণিং কলেজ আছে। কলেজের অধ্যাপকেরা "সাঁ ক্লুদ্" ও "ফঁতনে ওরোজে"র নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যাপনার শিক্ষা পেয়ে থাকেন। ফ্রান্সে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির নাম "লিসে"। লিসের শিক্ষকদের অধ্যাপনা বিষয়ে শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে প্রথম নাপোলেয় "এ কোল্ নর্ম্মাল সুপেরিওর"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। লিসের সব চেয়ে ভাল ছাত্রদের রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বাসাহার ও বৃত্তি দিয়ে শিক্ষিত করা হয়। তারাই পরে লিসের শিক্ষক হয়ে থাকে। একোল্ নর্ম্মাল সুপেরিওর ও লিসেগুলি প্রধান ষ্টেটের দ্বারা ও অধীন কলেজগুলি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা,

আইন ও ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দেবার পৃথক্ পৃথক্ বিভাগকে "ফাকুল্‌তে" বলা হয়। উপরোক্ত পাঁচটী বিষয়ের ফাকুল্‌তে নিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ফাকুল্‌তে-তে এবং সেই সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহশালা সরবন্-এ প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে ফাকুল্‌তে-তে শিক্ষার ক্রমোচ্চমান অনুযায়ী ছাত্রেরা তিন প্রকারের উপাধি পেয়ে থাকেন (১) বাকালোরেয়া, (২) লিসাঁস ও (৩) দক্তরাত্।

ফ্রান্সের জ্ঞানালোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র "এঁ্যাস্তিত্যু দ্য ফ্রাঁস" ষ্টেটের দ্বারা পরিচালিত। এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানটী "আকাদেমী ফ্রাঁসেজ," "আকাদেমী দে সিয়াঁস," "আকাদেমী দে বোজার" "আকাদেমী দে সিয়াঁস মরাল এ পলিতিক্" ও "আকাদেমী দে জ্যাঁসস্ক্রিপ্‌সিয় এ বেল্ লেত্‌র্" এই পাঁচটী শিক্ষা সমিতির সমবায়ে গঠিত। সরবন্-এর বিদ্যাভবনেই আকাদেমীর অবস্থান। পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই আইন ও চিকিৎসাবিদ্যার ভবনগুলির অবস্থান। এরই নিকটে সরবনের অবস্থান পথের বিপরীত দিকে সম্রাট প্রথম ফ্রাঁসোয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "কলেজ দ্য ফ্রাঁস্"-এর বিরাট ভবন। এখানে বিখ্যাত নির্ব্বাচিত গুণী অধ্যাপকরা নানা বিষয় বিভাগের শিক্ষাসনের প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত। উল্লিখিত ফাকুল্‌তেগুলি ছাড়া অন্যান্য বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য বহু রকমের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষালয় আছে। "ম্যুজে দিস্তোয়ার নাতুরেল"-এ প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও গবেষণা হয়ে থাকে। এর প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তকাগারটী বেশ সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত। সরবনের অন্তর্গত "এক্লোল্ প্রাতিক দে ওত্ এতুদ্" ছাত্রদের বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। "একোল্ স্পেসিয়াল দে লাঙ্গ্ ওরিয়ন্তাল্" ভাষা শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। "একোল নাসিয়নাল এ স্পেসিয়াল দে বোজার" ও "একোল্ দ্য লুভর"-এ শিল্প শিক্ষা ও শিল্প ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। "এঁ্যাস্তিতু নাসিয়ানল আগ্রোনমিক", কৃষি বিষয়ক, "একোল্ নাসিয়নাল দে মিঁন্" খনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক পাস্তুওর বিদ্যায়তনে বীজানুতত্ত্ব ও নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক, "একোল্ লিবর দে সিয়াঁস পলিতিক"-এ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয়শাসন পরিচালনা বিষয়ক,

"একোল্ সুপেরিয়র দ্যু গেয়ার"-এ যুদ্ধ বিষয়ক, "একোল্ পলিতেকনিক্"-এ সামরিক ইঞ্জিনীয়ারীং ও সাঁসির-এ সাধারণ সামরিক কর্ম্মচারীর শিক্ষা বিষয়ক, মার্‌ঁ্যা বিভাগে নৌযুদ্ধ, ও কলোনিতে কর্ম্মচারী হবার জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলি ফ্রান্সকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অভাবনীয়রূপে উন্নতিশীল করেছে। এ ছাড়াও যে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বিদ্যালয় আছে তার সম্পূর্ণ বিবরণী দিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র বই লিখতে হয়, ফরাসী দেশে, কেবল মাত্র বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দিয়ে দেশবাসীকে পরিপূর্ণ শিক্ষিত করা হল কর্ত্তৃপক্ষরা তা মনে করেন না। শিক্ষা সম্পুর্ণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যায়তন সংলগ্ন পুস্তকাগার ও সংগ্রহশালার ব্যবস্থা আছে। পারীতে স্বতন্ত্র সংগ্রহশালা ও পুস্তকাগারের সংখ্যা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। পৃথিবীর সব গ্রন্থাগারের চেয়ে সুন্দর পারীর বিখ্যাত "বিব্‌লিওথেক নাসিয়নাল"-এর কথা শিক্ষিত কারো অবিদিত নয়।

এঁ্যাস্তিতুর সদস্য ও ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ফুশের সঙ্গে আমার আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর আনুকুল্যে কয়েকটী গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় কাজ করার অনুমতি ও সুযোগ লাভ করেছিলাম। মাত্র কয়েক বৎসর হ'ল "এঁ্যাস্তিতু দ্যু লার্-এ দ্যু লার্‌শিওলজি"র (শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিদ্যায়তন) একটী স্বতন্ত্র বিরাট ভবন নির্ম্মিত হয়েছে। প্রথম তিনটী তলায়, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের শিল্প সম্পর্কীয় সুবৃহৎ পুস্তকাগার আছে। উপরের শেষ, চার তলায়, প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের ও আসিরিয়, মিশরীয় স্থাপত্য নিদর্শনের অবিকল নিখুঁত প্লাষ্টারের ছাঁচ ঢালাই মূর্ত্তির সংগ্রহশালা। প্রত্যেক মূর্ত্তির পাদপীঠে কোন কোন বইয়ে মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে নিবন্ধ আছে তার তালিকা দেওয়া আছে। এতে আলাদা পুস্তক তালিকা দেখে বই খোঁজার পরিশ্রম বেঁচে যায়।

সরবনে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত। এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করে ছাত্ররা "দক্তরাত" উপাধি পেতে পারেন। এখানের ভারত সম্পর্কীয় পুস্তক সংগ্রহ নিন্দনীয় নয়। একদিন এই বিভাগের পাঠভুবনে বসে আছি এমন সময় পণ্ডিত ফুশে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি তিব্বতীয়

ভাষা ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে একদিন তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি সব ঘর এমন কি শোবার এবং ভাঁড়ার ঘরের দেওয়াল পর্য্যন্ত বই ভরা আলমারী ও র‍্যাকে চাপা রয়েছে। চায়ের টেবিলে নানা প্রসঙ্গের পর তিনি প্রস্তাব করলেন, "ম্যঁসিয় কর, তুমি আমায় ইংরাজী শেখাবে? তা হলে তার পরিবর্তে আমি তোমায় ভাল ফরাসী শিখিয়ে দেব।" বল্লাম, "আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী শিখে কি করবেন?" তিনি বল্লেন, "দেখ আমার বয়স হল চৌষট্টি বছর। আমি চিরকুমারী, কাজেই আমার সংসারে আর কারো দায়িত্বের বালাই নেই। ভাল করে পড়লে ছয় বছরে নিশ্চয়ই ইংরাজী আয়ত্ত করে ফেলব। তারপর আশী বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি নিশ্চয়ই সক্ষম থেকে দশ বছরে অন্তত দশখানি বই লিখতে পারব।" অবাক হলাম তাঁর আশা দেখে! জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর ইংরাজীতে বই লেখার এত আগ্রহ কেন? বল্লেন, "ফরাসীর ভাল অনুবাদ অপর জাতি করতে পারে না। ফরাসী গদ্য অন্য ভাষার কাব্যের ছন্দকেও হার মানায় এর শব্দের বাঁধুনী। অপর জাতির লেখক এর অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট করে দেন। ইংরাজীতে অনুবাদ করলে বইয়ের প্রচার হবে সমগ্র জগতে, তাই আমি ঠিক করেছি আমার নিজের লিখিত ফরাসী বই নিজেই ইংরাজীতে অনুবাদ করব।" খুব সাধারণ না হলেও ফ্রান্সে এ দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। এই অকৃত্রিম শিক্ষা নিষ্ঠাই ফরাসী দেশকে ইউরোপে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ করেছে এবং সে নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক প্রত্যেকটী বিদ্যায়তনে শিক্ষাগুরু ও জিজ্ঞাসু সুধী ছাত্রবৃন্দের মধুমিলন মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পারীর অপেরা ও ফরাসী শিল্পী।

রাত আটটা হবে অপেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বন্ধু জেলিনিস্কির অপেক্ষায়। বন্ধু জাতে পোল, গানবাজনার বড় ভক্ত। আজ অপেরায় গ্যেটের ফাউষ্ট অভিনয় দেখতে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছে।

পাঁচটী ছোট বড় রাজপথের সংযোগস্থলে অপেরার বিরাট ধূসর সৌধ অসংখ্য যানবাহন, পথচারীর চলমান স্রোতাবর্ত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সে যুগের সেরা স্থপতি গারনিয়ে, তখনকার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর চিত্রকরদের সহযোগিতায় এই সঙ্গীতাভিনয়ের মনোজ্ঞ মন্দিরটীর রূপ দিয়েছিলেন। এই অপেরা-ভবনই পারীর বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষা পরিষদের আসন। সৌধটীর নীচের তলায় বহির্গাত্রে সজ্জিত সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, নৃত্য ও গীতিনাট্যের চারিটী প্রস্তরে গঠিত অপূর্ব্ব রূপক মূর্ত্তি সে-যুগের কয়েকজন বিখ্যাত ভাস্করের জীবনকে অমর করে রেখেছে। উপরের তলায় অলিন্দের উন্মুক্ত গোলাকৃতি বেষ্টনীগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত নায়ক নট ও নাট্যকারদের আবক্ষ মূর্ত্তিগুলি যেন সামনের জন-সমুদ্রকে আহ্বান করে বলছে, "ওগো তোমাদের কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে একটু বিরাম দাও। এস ভিতরে এস, তোমাদের জন্য সুখাসন পেতে রেখেছি। তোমাদের কাণে সঙ্গীতের অমৃতধারা বর্ষণ করে কর্ম্মজীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে দূরে সরিয়ে দেব। বাস্তব-জগতের নির্ম্মম, মধুর জীবন-কাহিনীকে নৃত্যগীতাভিনয়ের বিচিত্র ছন্দ ভঙ্গিমায় উপভোগ্য করে তুলব।"

"কি হে কতক্ষণ"—বলে জেলিনিস্কি অপেরার প্রবেশ পথের পাথরে বাঁধান সিঁড়ি থেকে ডাক দিলেন।

ভিতরে বিচিত্র আকৃতির আলোকাধারের সজ্জা ভেদ করে অভিনয়-কক্ষের সোণালী কারুকার্য্যের ঈষৎ উদ্গতগাত্রে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে বাদকদলের উজ্জ্বল মসৃণ যন্ত্রের গায়ে, আসন, মঞ্চে ও বৃতি-বেষ্টিত বিশিষ্ট

মঞ্চে অর্থ-গরবিণীর কর্ণ-হস্তাভরণের মণি-মাণিক্যের উপর পড়ে এক স্বপ্নময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল। ক্ষণপরেই বেটোফেন, ভাগনার মোসর্ট-এর রচিত সুর-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ভবনকে পূর্ণ করে দিল। অভিনয় মঞ্চের সামনে ভারী রঙীন চিত্রিত পর্দ্দাটী উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফাউষ্টের জীবনে বীতস্পৃহার গান গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হল। আলো-ছায়ার অপরূপ সমাবেশ-কৌশল কাহিনীর রূপকে বেশ প্রীতিপদ ও স্পষ্ট করে তুলল। ফাউষ্ট বিষপানের জন্য পাত্রে ওষ্ঠস্পর্শ করবামাত্র বিকট কর্কশ শব্দের হঠাৎ অবতারণায় দর্শকদল চমকে উঠল। এ কি! অভিনয়-মঞ্চের এক কোণ থেকে সর্ব্বশরীর কাপড়ে ঢাকা বিবর্ণ নীল বিকট-দর্শন এক প্রেতকায় মূর্ত্তি আবির্ভূত হল। বুঝলাম এ মেফিষ্টফেলিস্। তারপর পটভূমির পর্দ্দায়, আলোর খেলায় পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির ধীরে ধীরে বিকশিত ও মিলিয়ে-যাওয়া রূপ, মার্গারিটার প্রেম, শেষ বিচারের দিনে নরকের ভয়াবহ দৃশ্য এবং অর্কেষ্ট্রার বিচিত্র সুরবিন্যাস আমাদের এক কল্পনাতীত আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে গেল। এর পর একটী 'বালে' নৃত্যাভিনয় হল। ফরাসী 'বালে' নৃত্য পৃথিবীখ্যাত। অদ্ভুত অভিনয়! মুখে বাণী নেই, সুর নেই, কেবল মাত্র অঙ্গের বিচিত্রবিন্যাস ও নৃত্য একটী নাটিকার রূপ দিলে। "একটি কিশোরী ঘরে টাঙ্গান এক সু-পুরুষ রাজপুত্রের আলেখ্যের সঙ্গে নিজের মধুর সম্পর্কের কল্পনায় বিভোরা। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, যে এতদিন ফ্রেমের বেষ্টনীতে নীরব আলেখ্যমাত্র হয়েছিল, সে জীবন্ত বাস্তবরূপ নিয়ে তাঁর সামনে প্রেম-নিবেদন করল। তারপর তাদের মিলন উৎসবে আরও কত প্রেমিক দম্পতীরা এসে তাদের শুভ ইচ্ছা জানিয়ে গেল। ভোরের আবছা আলোয় জেগে সে রাজপুত্রকে পাশে না দেখতে পেয়ে চম্‌কে উঠল। অন্তর্হিত রাজপুত্রের সন্ধানে তার কি অপূর্ব্ব আকুলতা ফুটিয়ে তুলল তার নৃত্য ভঙ্গিমায়। ছবির দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল আগের মত অর্থহীন দৃষ্টিতে রাজপুত্র তাঁর দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নে-পাওয়া মিলনের বিচ্ছেদ-বেদনায় সে উন্মত্ত হয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, তুমি কি চিরকাল শুধু পটে লেখা ছবি মাত্র থাকবে? তুমি আসবে বলে কতদিন থেকে আমার হৃদয়-দ্বার খুলে রেখেছি। স্বপ্নে

এসে মাঝে মাঝে পরশের ব্যথাটুকু দিয়ে চলে গেছ। কবে তোমায় চিরন্তন করে পাব !"

সৌন্দর্য্যের এমন একটী অবদানকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটাবার জন্য জেলিনিস্কিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। জেলিনিস্কি আমায় অপেরা অভিনয় দেখিয়ে যে আনন্দ দিয়েছে তা জীবনে ভুলব না, কিন্তু তার নিজের জীবন-নাট্যের পরিণতি আমায় চিরব্যথিত করে রেখেছে।

জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড অভিযানের চারদিন আগে সে দেশের জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে চলে গেল। চলন্ত ট্রেণের জানলায় যতক্ষণ তার ঝুঁকে-পড়া শরীরটা দেখা গেল তার স্ত্রী সেই দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য্য! এক ফোঁটা চোখের জলকেও তিনি ফেলতে দিলেন না, পাছে স্বামীর কর্ত্তব্য-কঠোর মন, মমতায় ব্যথিত হয়। কয়েকদিন পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, শয্যাবলম্বিনী মাদাম্ জেলিনিস্কি অস্ফুট ভাবে শুধু বললেন, "ইল্ এ মর্, ইল্ এ মর্। (সে মারা গেছে, সে মারা গেছে)।" তিনি পারী ছেড়ে চলে যাবার দিন সকালে আমরা আর্ক দ্য ত্রিঅঁফ্-এর তলায় অজ্ঞাত সৈনিকদের কবরে ফুল দিয়ে দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষার্থে নিহত বন্ধুর উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ দেবার সময় ভাবছিলাম, অপেরার কল্পনাময় অভিনয়ে এবং বন্ধুর বাস্তবজীবনের রঙ্গমঞ্চে নির্ম্মম অভিনয়ে, কোন্‌টায় বেশী ফাঁকি।

এ-সব দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে এখন অপেরা দেখা রাতের কথা বলে শেষ করি। রাত্রে ঘুম আসছিল না। নর্ত্তক, নর্ত্তকী, নট, নটী আর বাদ্যকরদের চিন্তা মনে ভিড় করে মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করে তুলছিল। চাই না তাদের কথা ভাবতে। মনশ্চক্ষু থেকে তাদের ছবি মুছে দিতে চাইলে তারা যেন আরও বেশী হট্টগোল করে আক্রমণ করতে থাকে। জেগে বাস্তবে যে অভিনয় দেখেছি তারই ক্রমানুবর্ত্তী দৃশ্য দেখতে লাগলাম স্বপ্নে; তবে ফাউষ্ট বা 'বালে' নৃত্যের অভিনয় নয়, বিষয় ও অভিনয় ভঙ্গিমা ভিন্নতর ও আরও বাস্তব।

পাংশুটে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মসীধূমাচ্ছন্ন করে একটি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত হাতের তৈলবর্ত্তিকা একটী সরু গলিপথের কোণের খানিকটা স্থান ঘোলাটে

আলোয় ভরিয়ে রেখেছে। ভারী কালো পোষাকের আবরণে কিম্ভূত-কিমাকার প্রেতমূর্ত্তির মত দু'একজন লোক বহুকালের জীর্ণ ওভারকোটের ছিদ্রগুলি হাত চেপে আঁধারে লুপ্ত এক দরজার ফাঁক থেকে বেরিয়ে অপর দরজায় বা গলির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটি জানলার ভেজান কপাটের ফাঁক থেকে আলোর ফালি ও হট্টগোল, হাসির উচ্ছ্বাস বাড়ীতে একটু বড় রকমের "রাঁদেভূ" (আড্ডা) র আভাস দিচ্ছিল। কি কৌতূহলে জানি না বাড়ীটাতে ঢুকে পড়লাম। একটি নাতিপ্রশস্ত হলে কয়েকটী প্রৌঢ় চাষী-মজুর ও তাদের স্ত্রী-পুত্রেরা মোটা সস্তা পানপাত্রে মদ খাচ্ছিল। এক পাশে একটি ছেলে কাঠের বাঁশীতে, গাল দুটো যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে, কর্কশ সুরের অবতারণায় মোহিত হয়ে, নিজেকে নিজে তারিফ করে মাথা দোলাচ্ছে। কয়েকটী মহিলা প্রৌঢ়দের গল্পরস এক মনে শুনছিল। কানা-তোবড়ান টুপির ফাঁক থেকে একজন চাষী আড়চোখে আমায় দেখে বললে, "কি হে ছোকরা! হাঁ করে কি দেখছ? বসে যাও একপাত্র সুধারস নিয়ে। আমরা হলুমই বা গরীব গেলই বা রাজার খাজনায় সব বিকিয়ে, আনন্দকে তো আর বিসর্জ্জন দিতে পারি না! গরীব হলেও আমাদের মধ্যে কেবল চাষী-মজুরই নেই, এর মধ্যে খুঁজে পাবে শিল্পী, কবি, গায়ক। দেখনা সব শিল্পী চায় রাজার প্রসাদ পেতে, আঁকে তাদের তাঁবেদারী ছবি। কিন্তু ঐ কোণে বসে যে তিনজনকে দেখছ ওরা ছবি তৈরীতে রাজার কারিগরদের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়। তবে ওরা আমাদের বড় ভালবাসে। রাজার কৃপাকে উপেক্ষা করে ওরা আমাদের জীবন-ক্ষেত্রকে ওদের 'আতলিয়ে (কর্ম্মশালা)' করেছে।" জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কে? সে অবাক হয়ে বলল, "সে কি হে! ন্যাঁ ভ্রাতৃত্রয়কে তুমি চেন না!"

মনে পড়ল ন্যাঁ ভ্রাতাদের আঁকা চাষী পরিবারের ছবিগুলি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি যেন লুভ্‌র মিউজিয়ামে ন্যাঁ ভ্রাতাদের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শিল্পীর জীবদ্দশায় কেউ সমাদর করে নি বলে, বোধ হল ছবির মূর্ত্তিগুলি বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি আবার সেই গলিটী, যেখানে বড় রাজপথে এসে মিশেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি।

রাস্তায় বিরাট শোভাযাত্রার ভাবে কতকগুলি লোক চলছিল। ঠিক তাদের মাঝে বেশ জমকালো পোষাক পরে, হীরে মণি-মাণিক্যের আভা জড়িয়ে একজন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। বগলে পাকান কাগজ, হাতে রঙ, তুলির আধার ও ভাস্কর্য্য-কার্য্যের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে একদল লোক তাকে ঘিরে চলছিল। অশ্বারূঢ় লোকটী যখন যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সে যেন কৃতার্থ মনে করছিল। সকলেই তার সঙ্গে একটু কথা বলে যেন ধন্য হতে চায়। পাশে যে পূর্ব্বে দেখা চাষী-মজুরগুলি কখন এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করি নি। একজন ঐ দলটীর দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বললে, "বৃথা দম্ভ! লব্রুঁটা রাজার দেওয়া রাজকীয় শিল্পীদের সভাপতির খেতাব পেয়ে মনে করছে নিজেও আর এক চতুর্দ্দশ লুই। আর দেখ না ঐ চাটুকার পটুয়ার দলটী। সভাপতির পদলেহনে যেন ওদের জন্ম সার্থক মনে করছে।" আর একজন বলল, "আমরা কি যুগেই জন্মেছি, শিল্পী যে স্বাধীনভাবে রূপ রচনা করবে তারও উপায় নেই, সেখানেও মানতে হবে রাজার খেয়াল।" ন্যাঁ ভ্রাতারা বললেন, "এরা শিল্পী-জীবনকে কলঙ্কিত করেছে, এর জন্য ভবিষ্যতের শিল্পীকুল এদের কোন দিন ক্ষমা করবে না।" কি খেয়াল হল জানি না, দলটীর পিছনে আমিও সঙ্গ নিলাম। চলতে চলতে একস্থানে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দণ্ডায়মান দর্শকদের ঘন বেষ্টনীকে অতিক্রম করে দেখবার চেষ্টায় সহজেই যেন লম্বা হয়ে গেলাম। আমার মাথাটী অগণিত মস্তকের চেয়ে উঁচু হওয়ায় দেখতে পেলাম বারোয়ারী থিয়েটার হচ্ছে। অভিনয় হচ্ছিল ধর্ম্মপুরাণ কাহিনী নিয়ে। বাঃ দৃশ্যপটগুলির রঙ তো বেশ! কিন্তু চিত্রিত নিসর্গ দৃশ্য ও যবনিকার আকৃতি বেশী বড় ও স্পষ্ট হওয়ায় নট-নটীদের বড় ও আশানুরূপ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। আমার পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় শেষ হয়ে গেল। একজন যবনিকার বাইরে এসে বললেন, "এ দৃশ্যপটগুলি ও নাটক আমার রচনা। ইতালির রাফাএলের রচনা দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে এই অভিনয়ের সৃষ্টি করেছি। এতে হয় তো অনেক দোষ-ত্রুটী থেকে গেছে, কিন্তু আশাকরি আপনাদের কিছু আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছি।" দর্শকদলগুলির পাকে পড়ে কিছুক্ষণ

নানা সমালোচনা শুনলাম। বহুলোক বলছিল, "শিল্পী পুস্যাঁ জীবনের বেশী সময়টা ইতালিতে কাটিয়েছেন বলেই রাজার খেয়াল তামিলের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে, কিছু নিজের কথা নতুন দৃশ্যপটে, নতুন রঙে দেখাতে পেরেছেন।" বুঝলাম উপসংহারের বক্তা শিল্পী পুস্যাঁ।

আমার চলার বিরাম নেই। জনসঙ্ঘ, অট্টালিকা সব ক্রমে পিছনে মিলিয়ে গিয়ে, সামনে নীল আকাশ, শ্যামল বনানী, প্রান্তর সব এগিয়ে আসছিল। একটি বাগানের এক পাশে এক যুবক-শিল্পীকে অঙ্কনরত দেখে নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। তার আঁকা ছবির মধ্য হতে বাঁশীর মিঠে তান, কুঞ্জবনের ফুলের গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল। গ্রাম্য তরুণীরা সরল হাসি হেসে তরুণদের হাতে হাত শৃঙ্খলিত করে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। ছবি ছেড়ে শিল্পীর দিকে চেয়ে দেখি কেউ নেই। এইমাত্র দেখেছিলাম তাকে ছবি আঁকতে, এই মুহূর্ত্তেই সে গেল কোথায়! তার তুলিটি কেবল মাটিতে পড়ে আছে দেখা গেল। সামনে চাইতেই ছবির তরুণ-তরুণীর দলটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, "কি খুঁজছ?" বললাম, "এইমাত্র এখানে একজন শিল্পীকে আঁকতে দেখেছিলাম, সে গেল কোথায়?" তারা হেসে বলে, "ওঃ শিল্পী হ্বাতোকে খুঁজছ? সে তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।" শুনে বড় দুঃখিত হ'লাম। তরুণ-তরুণীরা আমার মনের ভাব বুঝে বললে, "দুঃখ ক'র না, যদিও সে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর মর্ত্ত্যে থেকেছে, দান কিছু সে অপূর্ণ রেখে যায় নি। তার যাওয়াকে অকাল বলে যারা ক্ষুব্ধ হবে, আমরা নেচে গেয়ে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেব।" তারপর আমায় ঘিরে তারা নাচ আর গান আরম্ভ করে দিলে।

শহরে ফিরে দেখি, এইটুকু সময়ে ঘোর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। লোকগুলি অত্যন্ত মদ্যপ হয়ে গেছে এবং প্রকাশ্যভাবে লাম্পট্য দেখিয়ে গর্ব্ব প্রকাশ করছে। একটি প্রাসাদের অলিন্দে কয়েকটী কুভাবদ্যোত-নগ্না-নারীর ছবি ঝুলছিল। সেগুলির দিকে চোখ পড়তেই কে একজন আমার হাত টান দিয়ে বলল, "এদিকে এস, তোমায় ভাল ছবি দেখাব। ঐ ছবিগুলি রঙে ও অঙ্কণ-নৈপুণ্যে ভাল হলে কি হয়, যেমন হয়েছে

লম্পট রাজা পঞ্চদশ লুই, তেমনি আঁকে তার শিল্পী বুশে।” লোকটীর সঙ্গে একটি বাড়ীতে গিয়ে দেখি, গৃহস্থের জীবন-চিত্রের কয়েকটী সাধারণ ঘটনাকে রূপ দিয়ে শিল্পী এক নতুন রসের সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, “এর রচয়িতাকে বোধ হয় চেন না। ইনি শার্দাঁ, সাধারণ ঘটনাবলীকে রঙে রসে উপভোগ্য করে তুলতে ইনি ফরাসী শিল্পীদের মধ্যে অদ্বিতীয়।” কয়েকজন ডাচ্ শিল্পী ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন।

ছবি দেখে একটী বড় বুলভার দিয়ে চলছি, এমন সময় ময়লা, ছেঁড়া দীন পোষাকপরা রুক্ষ চেহারার অসংখ্য লোক লাঠির ডগায় কাস্তে, কুড়ুল, ও নানা রকমের অস্ত্রফলক বেঁধে, বিকট চীৎকার ও হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। দলটিকে অতিক্রম করে একদিকে পালাতে গিয়ে, সামনে একটি বিরাট কাঠের ফ্রেমে ঝুলান, প্রকাণ্ড ধারাল ভারী অস্ত্রফলকের জৌলুসে চোখ ঝলসে গেল। কয়েকটী লোক, রাজদর্শন একজনকে ফ্রেমের মাঝে বেঁধে সজোরে অস্ত্র ফলকটি ফেলে দিলে। তার মুণ্ডুটী ছিট্‌কে পড়ল। মুণ্ডু ও কাটা গলা থেকে বেগে নির্গত রক্তস্রোতে লুটোপুটী খেয়ে, রক্তমাখা হাত উপরে তুলে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, “ভিভ্‌লা রেভলুসিয়ঁ।” সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শবের রক্ত-মাখান একফালি কাপড়ের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, তাদের সমবেত চীৎকার বজ্রনাদকে অতিক্রম করে গেল। ভিড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে দেখি, একটী উঁচু মঞ্চের উপর একটি লোক চীৎকার করে বলছে, “গ্রীক এবং রোমানদের মত বীর চাই, আমরা চাই সাধারণতন্ত্র।” তার সামনে গ্রীক, রোমানদের কাহিনী-বিষয়ক কয়েকটি ছবি ঝুলছিল। তারপর বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ঘোড়ার রব, মানুষের দৃপ্ত করুণ চীৎকারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হল, দেখি দিকে দিকে বিজয়োৎসবের ধূম পড়ে গেছে। একজনকে প্রশ্ন করলাম “এ কার বিজয়োৎসব?” সে অবাক্ হয়ে বল্লে, “জানো না? সম্রাট নাপলেয়ঁর। ঐ যে বিজয়ী সৈন্যদলের পুরোভাগে সাদা ঘোড়ায় তিনি আসছেন, নতজানু হয়ে সম্মান দেখাও।”

যে লোকটি একটু আগে ছবি দেখিয়ে চীৎকার করছিল সে দেখি একটী অট্টালিকার বিরাট বাতায়ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, "নাপলেয়ঁ দীর্ঘজীবী হও।" লোকটি কে জানবার প্রবল ইচ্ছায় বাড়ীটিতে ঢুকে পড়লাম। একটি প্রশস্ত ঘরে অনিন্দ্যসুন্দরী, বিদুষী মাদাম রেকামিয়েএর একখানি প্রতিকৃতির সামনে তাঁর কয়েকজন ভক্ত সেই জানালায় দেখা লোকটির করমর্দ্দন করে বলছিল, "দাভি, তুমি এ যুগের সেরা শিল্পী। তোমার দানের সামনে শুধু আমরা নই, ভবিষ্যতের শিল্পীরাও; শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে।"

তারপর কেমন করে যে স্যেন নদীর ধারে এসে পড়লাম তা স্বপ্নই বলতে পারে। কয়েকজন লোক নদীতে ভাসমান একটি শবদেহ তুলে নিয়ে এল। মৃতের কয়েকজন বন্ধু শবদেহটি ফুলের স্তবকে আবৃত করে বললে, "বন্ধু জাঁ গ্র, তুমি সম্রাট্ নাপলেয়ঁর সভা-শিল্পীর সম্মান পেয়েও সন্তুষ্ট হ'তে পারলে না। তোমার শিক্ষাগুরু দাভির ক্লাসিক শিল্পধারা তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কারণ তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝ থেকে বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ দিয়েছ। তোমার রোমান্টিসিজম্ ছেড়ে ক্লাসিসিজম্-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে তরুণ শিল্পী-সম্প্রদায় ব্যঙ্গ করেছে বলে তুমি কেন এভাবে আত্মহত্যা করলে বন্ধু!"

তাদের ঐ শোকসভায় আমার থাকাটা অশোভন দেখাচ্ছিল, তাই সরে এলাম।

এসব বাস্তব দৃশ্য ছেড়ে দেখি লুভ্র্-এর রোমানন্টিক ও রিয়েলিষ্ট গ্যাল্লারীর মধ্যে চলে গেছি। আঁগ্র্-এর আঁকা জলকলসধৃতা নিষ্পাপ-নগ্না লা সুরস্ ও স্নানার্থিনীর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। পাশে জেরিকোর অঙ্কিত বিশাল তরঙ্গে ভাসমান মেছুসা ভেল্লায় নিমজ্জিত জাহাজের মৃত ও মৃতপ্রায় আরোহীদের বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহ আবছায়া আলোয় ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। দ্যলাক্রোয়ার আঁকা সিয়োর হত্যাকাণ্ড ছবিটীতে আহতের গোঙ্গানী, রক্তস্রোত, অশ্বের হ্রেষারবে বিক্ষুব্ধচিত্ত হয়ে আবার গ্যালারীর বাইরে চলে গেলাম। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে স্যেন নদীর ধার দিয়ে চলতে,—শাখা দিয়ে জল ছুঁতে

ব্যগ্র গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট দৃশ্যমান সেতু যেন কোরোর একখানি নিসর্গচিত্রের মত দেখাচ্ছিল। দারুণ ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে একটী রেস্তোরাঁতে গিয়ে পরিবেশিকাকে খাবার দিতে অনুরোধ করলাম। পরিবেশিকার সচকিত চীৎকারে চম্‌কে দেখি তার হাত থেকে একটি সদ্য-কাটা মানুষের কাণ মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর সে একটী চিঠি হাতে থর্ থর্ কাঁপছে। চিঠির লেখাটী রক্তাক্ত হয়ে আমার সামনে জ্বলতে লাগল। "শেরি, তোমায় আমি অন্য কিছু দিতে পারি না বলে তুমি আমার কাণ চেয়েছিলে। তাই ক্রিষ্টমাসের উপহার-স্বরূপ, তোমার প্রার্থিত আমার একটী কাণ পাঠালাম। আশাকরি, আমার এ দীন উপহার তোমায় খুসী করবে। ইতি—ভ্যানগঘ।" পরিবেশিকা আর্ত্তস্বরে বললে, "কি ভয়ানক লোক সে! রহস্যকে এমন সত্যভাবে নিলে! আর নিজের কাণ নিজে কাটলে! উঃ। শিল্পী জাতটাই অদ্ভূত!" কাণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ভ্যানগঘ দেখি তার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে পাইপ টানছেন। একটা গুলিছোড়ার প্রচণ্ড শব্দে ভ্যান্‌গঘের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হল, চোখে পড়ল গুলিবিদ্ধ শিল্পীর দেহ ঘাসের উপর পড়ে, শেষ একবার হাত পা ছুড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

ঘুম এবার পাতলা হয়ে এসেছে। আধোজাগ্রত অবস্থায় এক ভোজসভার মাঝে স্বপ্ন আমায় পৌঁছে দিল। শিল্পী ম্যনে, পিসারো, রোনোয়া এবং আরও অনেকে সেজানের শিল্প-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁকে অভিনন্দন দিতে এই ভোজের আয়োজন করেছেন, শুনলাম। সেজান পৌঁছানর পর ম্যনে তাঁকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করলেন! সাশ্রুনেত্রে মাথা নত করে সেজান শুনে গেলেন। ম্যনের কথা শেষ হবামাত্র সেজান উঠে বললেন, "ম্যনে, তুমিও আমায় বিদ্রূপ করে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করলে!" তারপর সবেগে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকে হতবাক্ হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বোঝাতে পারলেন না যে তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে অকৃত্রিম ভাবে এই প্রশংসাপত্র পাঠ করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ ম্যনে শুধু বললেন, "এত বড় শিল্পীকে কেউ আদর দিলে না, বুঝলে না, তাঁর এ ভ্রম

স্বাভাবিক যে তাঁকে প্রশংসা করা বিদ্রূপেরই নামান্তর। এ ভ্রমের পিছনে তাঁর সারা জীবন-লব্ধ যে পুঞ্জীভূত অবহেলা, অসম্মান, অপমানের বোঝা আছে, তাকে এক মুহূর্ত্তের দু'টী মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিতে যাওয়াই আমাদের ভুল।"

দারুণ ঠাণ্ডা বাতাসের এক হিল্লোল এসে আমার গায়ে যেন শত ছুরিকাঘাত করল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হোটেলকর্ত্রী স্বয়ং এসে আমার ঘরের জানালা খুলে পর্দ্দা সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমায় জাগ্রত দেখে বললেন, "দরজায় অনেক ধাক্কা দিয়ে তোমার সাড়া না পেয়ে ঢুকেছি, এর জন্য মাপ চাচ্ছি; কিন্তু তুমি কি অসুস্থ? দশটা বাজে, আজ ষ্টুডিয়োতে যাবে না?" বললাম, "সুপ্রভাত মাদাম, আমি সুস্থই আছি কেবল কাল রাতে আমার মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ ঘটেছিল।"

• • •

স্প্যানিস্ রেফুজি।

আমার ইয়োরোপ যাত্রায় বোধ হয় সবকটি গ্রহের কুদৃষ্টি ছিল। আটত্রিশ দিন জাহাজে থাকায় বন্ধুদের কাছে ধৈর্য্যশীলতার মানপত্র পেয়েছি। যে ক'টি মাস ইয়োরোপে ছিলাম, যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনার ভীতি এবং তার সংঘটনের অবিস্মরণীয়, শোচনীয় পরিণতির স্মৃতি আজও মনকে ব্যথিত করে।

সর্ব্বহারা স্প্যানিস্ শিশুরা (সামনের ছোট মেয়েটী মুণ্ডহীন শবদেহের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল)

ডিসেম্বর মাসের শেষ। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেনের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা নারী, শিশু ও ভগ্নাঙ্গ-পীড়িত—অসহায় পুরুষ ফ্রান্সের মাটীতে আশ্রয় পাবার জন্য সীমান্তে ভিড় করছে। অতি-ভাগ্যবানদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি বিদেশী মাটীতে মুমূর্ষু প্রাণের শেষ শিখাটুকু ধরে

রাখবার আশাবর্ত্তিকাকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। হায়! বর্ত্তমান ইউরোপীয় দেশ ও জাতির আশ্রয়, তার আশ্বাস ও মানবতার বাণী। ভারতীয় ছাত্রদের হিতৈষিণী মাদাম মোর্‌ঁ্যা একদিন বললেন, "স্পেনের রেফুজি ছেলেমেয়েরা সঁ্যা মার্তঁ্যার রঙ্গমঞ্চে একটি নৃত্যগীতানুষ্ঠান করেছে, দেখে এস কর, তুমি শিল্পী, শিল্পের অনেক খোরাক পাবে।" যাবার জন্য উদ্যোগী হ'তে কয়েকজণ বন্ধুকেও সঙ্গী পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমার একটী পোলিস্ বন্ধু। ইনি ইতিমধ্যেই কয়েকবার সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠানের কর্ত্তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে

ওবোন্-এর সর্ব্বহারা স্প্যানিস্ শিশুরা

ফেলেছেন শুনলাম, এই অনুষ্ঠানার্জ্জিত অর্থে একটী রেফুজি দলের অন্নসংস্থান হয়। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে স্প্যানিস্ অর্কেষ্ট্রা বাজতে লাগল। বাজনার সুরে মনে হ'ল যেন আমাদের দেশের সঙ্গে বেশ একটা সংযোগ আছে। সুরটি বড় করুণ। উচ্চ স্বরগ্রামকে স্পর্শ ক'রে যেন বলতে চাইছে—আমরা কাপুরুষের মত কাঁদি না, আবার হঠাৎ নেমে এসে বিনিয়ে উঠে সর্ব্বহারার ব্যথাকে গুমরে মুচড়ে রঙ্গালয়ের মঞ্চে আসনে, দর্শকদের মনে, হৃদয়ে আবেগের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। নাচ ও গান বাদে

স্পেনের জাতীয় জীবনকে কল্পনা করা যায় না! গীটার-এর জন্মভূমি স্পেনে, যখন জিপ্সীছেলে সুরের তরঙ্গে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তন্বী, সুঠামা, সুন্দরী মেয়ের দেহবল্লরী ঘিরে সেই সুরতরঙ্গ নৃত্যের লীলাভঙ্গে আছড়ে পড়ে তাকে চমকিয়ে দেয়। দীর্ঘকাল মুরদের শাসনাধীন থাকায় ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে প্রাচ্য জীবনের বেশ ছাপ রয়ে গিয়েছে। বাংলার মাঝির একটানা ভাটিয়ালী সুর, মরুভূমির বেদুইন ছেলের বাঁশীর লম্বা একঘেয়ে তান এদের সঙ্গীতে বেজে উঠে মনকে উদাস করে দেয়। এরা সব নাচ পাগল! রাস্তায়, ঘাটে, যেখানেই ছেলে মেয়েরা জড় হয়েছে, অমনি সুরু হয়েছে পল্লীনৃত্য। পর্দা উঠতে একদল ছোট ছেলেমেয়ে, রঙ্গীন্ ফুলদার ঘাঘরা, ওড়না ক'রে মাথায় বাঁধা রঙ্গীন রুমাল, ছেলেদের ঢিলে হাতওয়ালা শার্ট, কোমরে জড়ান লাল কাপড়, মোজা ও প্যাণ্টের সন্ধিস্থলে রঙ্গীন ফিতের বাহারী ফাঁস ইত্যাদির বিচিত্র তাদের দেশীয় পোষাকে-মঙ্গলাচরণমত গান গেয়ে নাচলে। তাদের নাচের ভঙ্গী, হাতের মুদ্রা ভারতীয় নাচের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এর পরে একটি বছর সাতেকের মেয়ে হাতে ভায়লেট ফুলের তোড়ায় ভরা সাজি নিয়ে একটি গান গাইলে। গানের ধূয়ায় শেষ কথাটি "স্নেনরিতা", ভারী মিষ্টি করে টান দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে একটি ফুলের তোড়া দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। এর পর একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে কাস্তানিয়েত্ (কাষ্ঠনির্ম্মিত

ভায়লেট ফুলের সাজী হাতে
গানে রতা স্প্যানিস বালিক।

করবাদ্য) বাজিয়ে নাচ দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করলে। জিপ্সীদের পোষাকে একটি সুন্দরী মেয়ে একা নানা মুদ্রাভঙ্গী সহকারে নাচলে। তার সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি মাথার লীলাভঙ্গে তুলে বেশ একটা মোহের সৃষ্টি করছিল। হঠাৎ বাজনার সুর বদলে গেল। সঙ্গীতের ছন্দ যেন রঙ্গালয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছন্দের সতেজ মাত্রায় তাল যেন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করবার সঙ্কেত। রঙ্গমঞ্চের ক্ষীণ লাল আলোয় ঈষৎ অস্পষ্ট একটি মেয়ের নৃত্যগতি চঞ্চল হয়ে উঠল। এ যেন নদীর সুললিত বীচি-মালার মৃদু কম্পন নয়, সাগরবিক্ষুব্ধ ভীম তরঙ্গের প্রলয়োচ্ছ্বাস। স্পেনের রণক্ষেত্রের প্রাণকে যেন রূপ দিয়ে দেখাতে চায় তার ভয়ঙ্কর বীভৎসতাকে। প্রাণে প্রাণে তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছে বলেই হয়ত তার প্রকাশ এমন স্পষ্ট করে তুললে তার নাচে। নানা রকম পল্লীনৃত্য ও গীত, একা, যুগ্ম বা বহুজনে ছেলেমেয়েরা নাচলে, গাইলে। স্পেনের প্রত্যেকটি প্রদেশের পোষাকে, নাচে, গানে ও ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে। আন্দালুসিয়ার জিপ্সীমেয়ের লম্বিত লুলিত বেশ-ভূষা, মহিমান্বিত নৃত্যভঙ্গিমা ও আবেগভরা সুর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তা যেন মর্ত্তের নয়। ক্যাস্তিলিয়া, আরাগন, কাতালন, গ্যালিথিয়া, বাস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট নৃত্য ও

কাস্তানিয়েতের স্বরসঙ্গত

সঙ্গীত দেখে মুগ্ধ হলাম। অনুষ্ঠান শেষ হ'লে সবাই বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু কাণে বাজতে লাগল তখনও সেই সঙ্গীত ও কাস্তানিয়েতের অনুরণন, চোখে ভাসতে লাগল তাদের লীলায়িত ভঙ্গিমার বিচিত্র বিলাস! তাদের স্মৃতিকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না। পথে পোলিস বন্ধুকে বললাম, "এ উচ্ছ্বাস হয়ত এদের হৃদয় থেকে বেরুচ্ছে না। কারণ আজ তাদের আনন্দের কিই বা আছে? গৃহহারা, আত্মীয়স্বজনহীন,

দলনৃত্যের লীলায়িত লাস্য

পরদেশে ভিক্ষান্নপ্রত্যাশী এরা যে বাহ্য আনন্দটুকু আমাদের দেখালে এ ত সম্পূর্ণভাবে অকৃত্রিম হ'তে পারে না। আমি এদের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা দেখতে উৎসুক, পারবে বন্ধু আমাকে দেখাতে?" বন্ধু বললেন, "এরকম একটি দল নয়, শত শত ক্ষুদ্র রেফুজি দল ফ্রান্সের চারিদিকে, আকাশের আচ্ছাদনতলে ভূমিশয্যায় শাক পাতা খেয়ে কোন মতে বেঁচে আছে। যদি দেখতে চাও ত চল আমার সঙ্গে কাল একটি গ্রামে রেফ্যুজিদের পাড়ায়।"

পরের দিন ভোর সাতটায় গার্ দ্য লিয়ঁ ষ্টেশনে বন্ধুর কথামত হাজির হলাম। আমরা পারী থেকে কুড়িকিলোমিটার দূরে ওবোন্ বলে একটি ছোট জায়গায় নামলাম। বন্ধু জানালেন, এক চাষী ভদ্রলোক (চাষীকে ভদ্রলোক বলা অনেকের হয়ত অসঙ্গত ঠেকবে, কিন্তু শুধু ও দেশ বলে নয়, চাষীরা মনে হয় সর্ব্বত্রই ভদ্র) তাঁকে ঠিকানা দিয়ে বলেছেন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনিই আমাদের রেফ্যুজি ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন। রাস্তায় একটি কাফেতে জলযোগ সেরে কাফের কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "শ্যোম্যা ভেয়ার্ত (সবুজ পথ) কোথায়? উপস্থিত সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে বললে, এ নামের রাস্তা তারা কেউ কোন দিন শুনেনি। পথে যাকেই জিজ্ঞাসা করি—ঐ একই উত্তর আসে। শেষ এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করতেই তার পুরু কাঁচের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে ঘোলাটে চোখ যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "ঠিকানা তোমাদের দিলে কে?" নাম বলায় বৃদ্ধ বললে, "একটি রাস্তার ঐ নাম ছিল ত্রিশ বছর আগে, এখন তার নাম অন্য।" আমরা ত প্রায় রিপভ্যান্ উইঙ্কলের অবস্থায় পড়লাম। এমন সময় যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি সশরীরে হাজির হলেন। আমরা এঁকেই খুঁজছি শুনে বৃদ্ধ বললে, "ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে কেন হে ছোকরা?" ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে বললেন; "আজ্ঞে, ভুল বলিনি প্রায় তিন চার পুরুষ ধরে ঐ নামের ঠিকানা চলে আসছে। বাবার আমলেও ঐ নাম আমরা শুনেছি।" ব্যাপারটায় বেশ একটু হেসে নেওয়া গেল। ভদ্রলোক প্রথমে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমাদের তাঁর ক্ষেত, খামার, হাঁস, মুরগী, গরু বাছুর, শূয়োর —সব দেখালেন। তাঁর স্ত্রী সব্জীবাগানে কাজ করছিলেন, আমাদের দেখে ছুটে এসে অভিবাদন জানালেন। তাঁর মেয়েটি আমার হাতে একটি টান দিয়ে বললে, "এই, তুমি এ্যাঁছু (হিন্দু)? তোমাদের দেশে মুরগী পাওয়া যায়।" "হ্যাঁ," বলায় বললে, "এই রকমই?" বললাম, "না, এর চেয়ে অনেক বড়।" সে তখনই তার দু'হাত যতদূর সম্ভব প্রসারিত ক'রে উপস্থিত আর সকলকে ভারতীয় মুরগীর বপুর পরিমাণটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

চমৎকার জীবন এদেশী চাষীদের। সমবায়ভাবে এদের জীবন ও সমাজ চলে ব'লে এদের দুঃখ কষ্ট বিশেষ নেই। তিন-চার জন মিলে যুক্তভাবে এরা নিজেদের জমিগুলি চাষ করে। সমবায়ভাবে টাকা দিয়ে ট্রাক্টর কেনে, বসতবাড়ী করে। তারপর ফসল হ'লে জমির মাপ হিসেবে ভাগ ক'রে নিজেদের মধ্যে টাকা বা ফসলের ভাগ নেয়। বহু স্থানে আইন বাঁচিয়ে এই চাষীরা রেফ্যুজিদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছে। যে দেশেরই লোক হোক, বিদেশীদের এরা ভালবাসতে চায়, বুঝতে চায়।

গ্রামের চাষী

ভদ্রলোক তাঁর ভাইয়ের মোটরটি ধার নিয়ে আমাদের রেফ্যুজি ক্যাম্পে নিয়ে চললেন। পথে প্রকাণ্ড একটি বন দেখতে পাওয়া গেল, তার নাম "পেতি পারিজিয়াঁ।" প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পরে আমরা একটি উঁচু পাহাড়ের মত জায়গায় এসে পড়লাম স্থানটির মাঝে চারিদিকে সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা গেল, আমাদের পথপ্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন এইখানে রেফ্যুজিরা থাকে। আমরা ভিতরে যেতেই একদল ছোট ছেলেমেয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। এর মধ্যে আমি যে বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছি তা বুঝলাম আমার উপর তাদের ঘন ঘন দৃষ্টিপাতে ও নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কিতে। আমি ভারতীয় জানিয়ে তাদের সন্দেহভঞ্জন ক'রে দিলাম। একটু বড় কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে বললে, "তুমি ত আমাদের জাতভাই।" আমি ত অবাক্! ছেলেমেয়েগুলি বললে তারা জিপ্সী (বেদে), স্প্যানিস ভাষায় বলে "খিতানো।" এদের নাচগান স্পেনে সবাই খুব তারিফ ক'রে থাকে।

এখন আমি কেমন ক'রে তাদের জাতভাই হলাম জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, তাদের পূর্ব্বপুরুষরা ভারত থেকে স্পেনে এসেছিল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আমরা ভাবতেই পারি না। তবে এটা ঠিক, শুধু এরা বলে নয়, গোটা স্প্যানিস জাতটার সঙ্গে আমাদের বহু মিল আছে। এদের সঙ্গীতে একটি সুরের নাম "হিন্দুস্থান", শুনতে অবিকল আমাদের ভৈরবী সুরের মত। তাদের মতে এ সুরটিরও আগমন ভারত থেকে। এই ক্যাম্পে দুই থেকে পনেরো বছর বয়সের প্রায় দুশ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। একজন প্রৌঢ়া স্প্যানিস্ নার্স এদের দেখাশুনা করেন। ছেলেমেয়েদের সকলের পরণে জীর্ণ পুরাতন পোষাক। একেবারে শিশুরা কটিবস্ত্রখণ্ডমাত্র সম্বল ক'রে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের বাপ-মা ভাই-বোন্‌রা কোথায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। তারা বেঁচে আছে কি-না বা আবার তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না তারও ঠিক নেই। একটি দু'বছর বয়েসের ছোট মেয়েকে দেখলাম সকলের কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলাম, বার্সিলোনায় যখন বোমা বর্ষণ হচ্ছিল তখন একদল রেফ্যুজি পালাবার সময় কান্নার শব্দ শুনে দেখে—এই মেয়েটিকে বুকে আঁকড়ে একটি মুণ্ডহীন মায়ের দেহ পড়ে রয়েছে। শবদেহটি তখনও উষ্ণ ছিল, হাতের স্নেহবন্ধন তখনও শিথিল হয়নি। আশ্চর্য্য! এই মেয়েটির গায়ে কিন্তু একটুও আঁচড় লাগেনি। মা তার দেহ আড়াল ক'রে সন্তানকে শেষবার রক্ষা ক'রে গিয়েছে। এদের দুঃখের তীব্রতা কান্নাকে অতি সামান্য তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে, চোখের জলকে শুকিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছে। হয়ত তাই ছোট মেয়েটি আর কাঁদে না। স্পেনের রাজনৈতিক বিপর্য্যয় শিশুটিকে পর্য্যন্ত তার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছে। সৈন্যদের চেয়েও যেন তারা বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ করতে ব্যস্ত এবং ব্যগ্র। তারা যেন একটি বিরাট যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। উপরের একটি ঘরে হল্যাণ্ডের পতাকা এবং তার তলায় একটি ফুলের তোড়া সযত্নে কে রেখে দিয়েছে। কৌতূহল হ'ল জানতে—কি ব্যাপার! জিজ্ঞাসা করতে নার্স মহিলাটি বললেন,

"এ প্রাসাদটী এক রাজকুমারীর। তিনি রেফ্যুজি ছেলেমেয়েদের এখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন এবং ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট এদের খাওয়া ও অন্যান্য খরচের জন্য টাকা দিচ্ছেন। তাই ছেলেমেয়েরা ডাচ্ জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।" অনেক ঘরের দেওয়ালে ছেলেরা কাগজে রঙীন পেন্সিলে আঁকা ডাচ্ পতাকা টাঙিয়ে তলায় লিখেছে, ডাচ্ জাতি দীর্ঘজীবী হোক, ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন, ইত্যাদি। মহিলাটি আরও বললেন, "ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আমাদের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতিটুকু দিয়ে জগতে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ যশোলাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা—আশ্রয় ও আহার, তাঁদের কাছে পেলাম না। পরে সে ব্যবস্থা করছে এও বোধ হয় তাঁদের সহ্য হচ্ছে না, তাই দু'বেলা স্থানীয় পুলিসের লোক এসে শিশুগুলিকে এখান থেকে চলে যাবার তাগিদের হুমকি দেখায়।" আশ্চর্য্য হলাম! সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এত বড় ফরাসী জাতির এই অমানুষী ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা দেখে। আমরা আসায় ছেলেমেয়েরা তাদের নৈমিত্তিক কাজ থেকে একঘণ্টা ছুটি পেলে। আমায় তারা ধরল ভারতীয় গান শোনাতে হবে। বললাম, "গাইতে পারি না।" তখন তারা বলল, "একটা কবিতা বল।" অনেক ভেবে রবীন্দ্রনাথের "তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে" কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। ওদের ভাষাতেও "গানে, প্রাণে"র মত শেষে স্বরবর্ণের লম্বা টান থাকায় ওদের কবিতাটি বোধ হয় বেশ ভাল লেগেছিল। কারণ ওরা অনেকেই এই কথাগুলি অনুকরণ করে পরস্পর বলাবলি করছিল, কথাগুলি ভাই কি সুন্দর! তারপর আমাদের খুশী করতে ওরা নাচলে, গাইলে, আবৃত্তি করলে। কেন জানি না, আমার বন্ধুর চেয়ে আমার সঙ্গে ওরা বেশী আপনার জনের মত ব্যবহার করছিল। নানা কথার ফাঁকে নার্স বললেন "মনে ক'র না, আমরা এই ছেলেমেয়েগুলির শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যাশী মাত্র। এদের আমরা এমন শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তুলব যাতে এরা বড় হয়ে এদের বাপ মা ভাই বোনদের প্রতি দেশের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয় এবং রিপাবলিককে ফের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এরা এখন স্পেনকে আবার নতুন ক'রে গড়বে; নিজেরা

কাটাকাটি ক'রে স্প্যানিস জাত যে কালি নিজ অঙ্গে মেখেছে, সে কালিমা ও গ্লানির তিলমাত্র তার মধ্যে থাকবে না।"

সেইদিনের পরিচয়টুকু সেইদিনেই শেষ ক'রে ফেলতে কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। পরে বহুবার ওখানে যাতায়াতে হৃদয়ে মমতা এসে অভিভূত করেছিল। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে স্যেনর (মহাশয়) পর্য্যায় থেকে আমাকে তাদের এয়ার মানোর (ভাই) পর্য্যায়ভুক্ত করে নিয়েছিল। কয়েকটা মাস আপ্রাণ চেষ্টার পর ফরাসী ও স্পেন গভর্ণমেণ্ট থেকে ছেলেমেয়েগুলিকে তাদের স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেদিন তারা চলে গেল সকলেই ছল ছল চোখে বললে, "আদেয়স্ এয়ারমানো কর (বিদায়, ভাই কর)।" একটি ছোট মেয়ে দুটি হাত ধরে আধ-আধ কথায় বললে, "এস্‌পেরো কে ভোল্‌ভেরা প্রোন্‌তো, ('আশা করি যে শীঘ্র তুমি আবার আসবে)—আস্তা লা ভিস্‌তা, ('বিদায়, যে পর্য্যন্ত না আবার দেখা হয়)।"

অদৃষ্ট হয়ত অলক্ষ্যে হাসল।

দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েকদিন।

প্রাতরুত্থান কথাটী ইউরোপে এসে ভুললেও কাল রাত্রে কথাটী বার বার মনে করে শুতে হয়েছে। শীতের প্রভাত যেন ওঁত পেতে বসে আছে, কেউ লেপের বাইরে এলেই তার চোখে, মুখে, শরীরে ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়ে অসাড় করে দেবে। সাতটায় এক প্রিয় বন্ধুকে বিদায় দিতে যেতে হবে—"গার্ দ্যু নর"এতে। পাঁচ মাসের আলাপ, মনে হয় পাঁচ যুগের সংযোগ! বিদেশে কেউ মনের মানুষ হলে এমনি হয়ে থাকে। হঠাৎ প্রীতি এত গভীর হয়ে পড়ে যে, পুরানো না হলেও আলাপের প্রথম দিন এবং ঘটনা পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

রাস্তায়, বাড়ির জানালার ওপর, নীচের আলসেয়, ছাদের কার্নিসে রাত্রের পড়া তুষারের সাদা স্তূপ জমা হয়ে আছে। একটু কুয়াসাও ছিল, তবে লণ্ডনের মত জমাট কালো নয়। গত রাত্রের চাঁদের আলো সারা রাত জেগে পাণ্ডুর হয়ে পথের ওপর পড়ে যেন ঝিমোচ্ছে।

ষ্টেশনে পৌঁছাতে বন্ধু একগাল হেসে বললেন, "তবু ভাল যে এসেছ। এই শীতে সকালে সুখ-শয্যা ছেড়ে যে তুমি আসবে, ভাবতেই পারি নি।"

ঠিক বিদায়ের আগে মামুলী কথাবার্ত্তার বর্ষণে বিচ্ছেদের ব্যথাকে ঢাকবার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু অভিনয়কে বেশী দীর্ঘ করতে হল না। ট্রেণ ছাড়ল বলে। বন্ধু সচাপ করমর্দ্দন করে বল্লেন, "খবরদার কর, দুঃখ করতে পাবে না। তোমার সঙ্গে আর হয়তো কোন দিন দেখা হবে না। কিন্তু যে ক'মাস আমরা পরস্পরের সাহচর্য্য পেয়েছি, তার আনন্দময় মুহূর্ত্তগুলি স্মৃতির খাতায় জমা রইল, তাকে ব্যথা দিয়ে ভেঙ্গে-চুরে মুছে দিও না! আচ্ছা বিদায়।"

আজ আর ষ্টুডিওতে যাবার ইচ্ছে নেই। মন থেকে হঠাৎ সব চিন্তা যেন গুলিয়ে ফুরিয়ে গেছে। আজ আগ্রহ স্পৃহা কেবল আভিধানিক শব্দ

মাত্র। দরজায় মৃদু করঘাত হঠাৎ অবচেতন ভাবকে ভেঙ্গে দিল। নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে বল্লাম, "আঁত্রে" (প্রবেশ করুন)।

"কেমন আছেন," বলেই 'ন' মশায় ঢুকে পড়লেন। এত সকালে 'ন' আগমনে বুঝলাম সংবাদ আছে। বললেন, "মশায় দক্ষিণ ফ্রান্সে চলুন, ভূমধ্যসাগরের তীরে সোনালী রোদ আর মলয় বাতাস শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলবে।"

অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু মা'লক্ষ্মীর খাতায় অঙ্কের পরিমাণে শাঁসগুলি ঝরে শীর্ণ হাড় কয়টা পেটে ধর্ম্মঘট চালাবার ষড়্‌যন্ত্র সুরু করেছে। এ-অবস্থায় যাওয়া কি সমীচীন? কিন্তু ন'য়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং ফরাসী রিভিয়েরার বহুশ্রুত সৌন্দর্য্য শেষ পর্য্যন্ত আমায় উদ্যোগী করে তুললে।

'ন' মশাই ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত। ফরাসী আল্‌প্‌স মারিতিম'এর প্রত্যেকটী বালুকণা ও প্রস্তরখণ্ড তাঁকে চেনে। পাহাড়ের অনেক স্থানই তাঁর সকণ্টক বুট ও হাতুড়ীর ঘায় আর্ত্তনাদ করেছে। তাদের বুকের ক্ষত আজও মিলায় নি। কিন্তু তারা এবার প্রতিশোধ নেবে। এরই পার থেকে 'ন' এক প্রিয়জনের বিদায়সম্ভাষণ করতে চলেছেন। ভাবলাম বন্ধু-বিদায়ের 'এপিডেমিক' সুরু হল না কি! আমাদের যাবার অবশ্য আর একটি বড় কারণ ছিল। একজন বাঙ্গালী ছাত্র—'কুণ্ডু', রোগাক্রান্ত হয়ে কান্'এর এক নার্সিং হোমে পড়ে আছে। তার মেরুদণ্ডে ক্ষয় রোগ বাসা বেঁধেছে। তার শেষ ইচ্ছা যদি তাকে দেশে পাঠান সম্ভব হয় তো তার ব্যবস্থা করা।

রাত সাড়ে আটটা হবে। ষ্টেশনে শীত করছিল। দু'টী কম্বল ও বালিস ভাড়া নিয়ে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর একটী কামরা দখল করে বসলাম। জানলার ধারে মুখোমুখী আসন দু'টীতে রিজার্ভড্ কার্ড ঝুলছিল। 'ন' বললেন, "দেখুন আবার কোন অকথ্য লোক হয় তো ঐ আসনের মালিক।"

একটু ঠাট্টা করে বললাম, "অত হতাশ হবেন না, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি আপনার পাশের আসনে একটী অবিগতযৌবনা এবং আমার

পাশের আসনে একটী উদ্বিগ্নযৌবনার শুভাগমন হবে।" রসিকতা দেখি সত্যে পরিণত হল। কাশতে কাশতে বছর ত্রিশের একটি ফরাসী মেয়ে 'ন'য়ের পাশের আসনে এসে বসল। গাড়ী ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত্ত আগে একটি অল্পবয়স্কা জার্ম্মান মেয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে "আউফ ভিদার-জেয়েন" চীৎকার করে বিদায়-সম্ভাষণ স্নুরু করে দিলে।

গাড়ী ছাড়তে তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে ফরাসী মহিলাটীর কাশির বেগও বেড়ে চল্ল। আবছায়া আলো হলেও বেশ দেখা যাচ্ছিল বিপরীত কোণে ন'য়ের কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ছোঁয়াচ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা। একবার বল্লেন, "টি, বি, রুগী নয় তো!" জার্ম্মান মেয়েটী হঠাৎ উঠে নিজের কতকগুলি কাপড় ভাঁজ করে অতিশয় আদরে ও সন্তর্পণে ফরাসী মহিলাটীর মাথার তলায় দিয়ে কি সব বকতে লাগলো। ভাবলাম তারা বুঝি বন্ধু। কিন্তু পরে বোঝা গেল তারা কেউ কাউকে চেনে না, পরস্পরের ভাষাও বোঝে না। বেশ লাগল তার বিদেশী প্রীতিটুকু।

রেডিয়েটার কামরাটাকে বড় গরম করে তুলেছে। 'ন' এবং আমি বালিস দু'টো ওদের দান করে জড়ো করা কম্বলে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছি। জার্ম্মান মেয়েটা রাক্ষস না কি! সমস্তক্ষণ খেয়েই চলেছে। কি খেয়াল হল আমাদের দিকে একটী লেবু ধরে বল্‌লে "নাও।" 'ন' সেটী ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, সে সেটী জোর করে আমাদের গছিয়ে খুব হেসে উঠল, যেন কি একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। ভোরের দিকে 'ন' মশায় তারসঙ্গে ভাঙ্গা জার্ম্মানে বেশ আলাপ জমিয়ে তুললেন। আমাকে অবশ্য মাঝে মাঝে তর্জ্জমা করে দিচ্ছিলেন। মেয়েটী বিতাড়িত জার্ম্মান ইহুদী, নাম—সেসিলিয়া, বাড়ী—ভিয়েনায়। সে এবং তার ভাই হিট্‌লারের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছে। ফরাসী মেয়েটীর সঙ্গে আলাপে জানা গেল সে নর্ত্তকী ও গায়িকা, কান্'এর কোন উৎসব-মন্দিরের আহ্বানে চলেছে। তার কাশী বন্ধ হয়েছে দেখে একটু গানের ফরমাশ করা গেল। মার্সাইতে ফিরবার পথে দেখা করবার, বিশেষ অনুরোধ করে সেসিলিয়া নেমে গেল।

এতক্ষণ বাইরে লক্ষ্য করি নি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মাটীতে আমরা এসে গেছি, লাল পাহাড়ের গায় ঘন সবুজ বনানীর ওপর সোণালী মিমোসা ফুলের তোড়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন মুক্ত-প্রাঙ্গনে কয়েকটী কার্পেট সাজান রয়েছে। যে দিকেই তাকাই জমিটুকু ফুল-ফোটা চোখের চাহনীতে ইসারা করছে, "এস বসবে?" মাঝে মাঝে বেশ বিস্তৃত শ্বেত-শুভ্র চেরী ফুলের রাশি, জমা তুষারের একটী বড় বরফির মত দেখাচ্ছিল। ঈষতুষ্ণ বাতাস পারীর শীতে জমা হাড়গুলিকে একটু সজীব সচল করে তুললে। নানা রকমের প্রস্তরস্তূপের বিচিত্র লীলাভঙ্গ দেখে ন'কে দু'একটা প্রশ্ন করতেই তিনি আমায় চমৎকার করে বলতে লাগলেন, পৃথিবী কেমন তার শরীরের এক স্থানে মেদ-চর্ব্বিবহুল স্থূল করে তোলে, আবার খেয়াল হলে সেখানেই মাংস সরিয়ে লোলচর্ম্ম হাড় বের করে, কখনও বা লাভা বমন করে রুক্ষ মেজাজে ভয় দেখায়।

আমরা কান্'এ এসে গেছি। যার জন্য এতদূর আসা তিনি আমাদের দেখেই প্ল্যাটফরমে হাঁতনাড়া সুরু করে দিলেন। জিনিষপত্র ক্লোক-রুমে জমা রেখে কাফেতে সামান্য জলযোগ সেরেই আমরা তাড়াতাড়ি নার্সিং-হোমে রওনা হ'লাম, কারণ শুনলাম কুণ্ডুর অবস্থা খারাপ। নার্সিং-হোমের সাদা দেওয়াল, দরজা, পর্দ্দা সবই যেন বিয়োগান্ত যবনিকা। সব এত চুপচাপ যে সুস্থ মানুষকে ক্ষণকালের মধ্যে অসুস্থ করে তোলে। হোমের কর্ত্রীর সঙ্গে লিফ্‌টে চার তলায় উঠলে তিনি নীরবে কুণ্ডুর কামরাটী সঙ্কেতে দেখালেন। একটী লোহার খাটে কুণ্ডুর সমস্ত শরীর 'মমি'র মত প্লাসটার ও ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। মুখটার একাংশ পক্ষাঘাতে বেঁকে গেছে, মাথার ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে বাঁধা একটী প্রকাণ্ড ওজন খাটের পাশে ঝুলান। মনে হচ্ছিল বাস্তি-'র কারানরকে নির্ম্মম সাজার দৃশ্য।

আমাদের দেখেই কুণ্ডু কেঁদে উঠল, "বাঁচাও ভাই, আমাকে বাঁচাও। তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষে আমায় বাঁচাও। এখানকার নিস্তব্ধতা আমায় পাগল করে তুলেছে। ভূমধ্যসাগরের অবিরাম ফোঁস-ফোঁসানি শুনে আমার মনে হয় চার পাশে কারা যেন বুকফাটা নিঃশ্বাস

ফেলে আমার শেষ নিঃশ্বাসের অপেক্ষা করছে। আমি এ সহ্য করতে পারি না, ভয় করছে। নিয়ে যাও আমায় ভাই এখান থেকে সরিয়ে, আমি দেশের মাটীতে মরতে চাই। দেশে না হলেও, পারীতে অন্ততঃ তোমাদের সামনে মরব।" তার ছ'চোখের ধারা আর বাঁধ মানছিল না। বাঁচবার জন্য মুমূর্ষুর কি আকাঙ্ক্ষা! এই কুণ্ডুই কয়েকমাস আগে বলেছিল, "অভাগা দেশে আর ফিরব না। যদি মরি তো' এই দেশেই মরব।" হায়! বেচারী তখন কি জানত যে সত্যই তার দেহ ফ্রান্সের মাটীকে শেষ আশ্রয় করবে। 'ন' কুণ্ডুকে কতকগুলি অক্ষম প্রবোধ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমরা কাল নিস্-এ যাচ্ছি, সেখানে আপনাকে অবিলম্বে দেশে পাঠানর ব্যবস্থা করে জানাব।"

নিস্'এ রাত্রে পৌঁছে পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভীষণ ক্ষিদেও পেয়েছে। যেমন করে নিস্‌কে অভিনন্দন জানাব মনে মনে কবিত্ব করে রেখেছিলাম, তা কোথায় হারিয়ে গেল। বসন্তোৎসবের যাত্রীরা নিস্ ভরিয়ে ফেলেছে, কোথাও স্থান পাই না। অনেক ঘুরে শেষে একটী হোটেলে মাথা বাঁচাবার স্থান জুটল।

সকাল হয়েছে। এক টুকরো ঝর্‌ঝরে নীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাসের ছ' একটী হিল্লোল, আর সোণালী রোদের একফালি জানালার পর্দ্দার পাশ থেকে হাতছানি দিয়ে বল্ল; "সুপ্রভাত।" রাস্তায় বেরিয়ে দেখি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নগরীটীতে আসন্ন উৎসব-সজ্জার ধূম পড়ে গেছে। বড়, সোজা বুলভারগুলিতে ব্যস্তসমস্ত যানবাহনের ভিড় নেই। যানবাহন, পথচারী সবই কোন শোভাযাত্রার শেষ দলের শেষাংশটীর মত সার বেঁধে ধীরে ধীরে চলেছে। বসন্ত আবাহন উৎসবের গৌরচন্দ্রিকায় বর্ষিত কুসুমদল রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র পড়েছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে আলোর মালায় সাজান তোরণ। সেগুলিকে আলোক-উৎসবের রাত্রিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

পরের দিন সকালে 'বাতাই ছ ফ্লোর' (পুষ্পরণ) উৎসব সুরু হল। প্রচুর ফুলে নানা ভাবে সাজান গাড়িগুলিতে সুন্দরী তরুণীরা, রাস্তার ছ'পাশে ভিড় করা পুরুষদের, ফুলের তোড়ার ঘায় জর্জ্জরিত করে চলছিল,

আর পুরুষরাও তাদের ফুলের ডালি তরুণীদের গায়ে উজাড় করে দিতে কসুর করছিল না।

আর একদিন বড় বড় মুখোস পরে সংএর শোভাযাত্রা হল। ফ্রান্সে বহু প্রাচীন উৎসবগুলিও আজ সভ্যতার প্রগতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির চাপে কমে যায়নি। জাতটা যে খেয়ালী, কলারসিক তার প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাণঢালা নাচে, গানে, হাসিতে, কথায়, বেশভূষায়। ভূমধ্য-সাগরের বেলাভূমির প্রায় উপরেই উঁচু বাঁধান রাস্তাটা বড় চমৎকার। অনেকে বেলায় রৌদ্রস্নান করছে। আমরা টমাস্ কুকের অফিসে গিয়ে কুণ্ডুকে দেশে পাঠান সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিয়ে শহরটার ধারে একটা পাহাড়ে উঠলাম। তাসের ঘরের মত দৃশ্যমান বাড়ীর ছাদগুলি রোদে ঝলমল করছিল। দূরে আলপ্সের তুষারাবৃত চূড়া দেখা গেল। নামবার সময় দেখলাম, একটা জেলে তার জাল ঠিক করছে, তার নিকটে ধীবরপত্নী তার ছেলে এবং মেয়েটাকে আদর করছে। বেশ লাগল এ দৃশ্যটা। তাদের অজ্ঞাতে একটা ছবি তুলে নেওয়া গেল।

পরদিন বিকেলে শারাবাঙ্কে মন্তেকার্লো শহরে গেলাম। শহরটার যত প্রশংসাই থাক, ধনীর অর্থগরিমা উচ্ছ্বাসের তুচ্ছ সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করবার নেই। চমৎকার কেয়ারী-করা ফুলের বাগান, ফরাসিনীর চোখে সুর্মা, গালে, ঠোটে রঙ্ মাখিয়ে বেশী সুন্দরী হবার মত, কৃত্রিম শোভার কাষ্ঠ-হাসিতে মন ভোলাতে পারেনি। শহরটার আকর্ষণ সৌন্দর্য্যের নয়—জুয়ার আড্ডার।

'ন' বন্ধু-বিদায় পর্ব্ব শেষ করে একটু মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের সৌন্দর্য্য তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথাকে ভোলাতে পারছে না দেখে ঠিক করলাম নিস্'এর কাছে বিদায় নেব।

আবার কান্ এ এসেছি। বসন্তকে নিয়ে এখানেও মাতামাতি পড়ে গেছে। মিমোসা সুন্দরীকে আজ অভিনন্দিত করা হবে। বাড়ীর প্রবেশ পথে, রাস্তার তোরণে রাশি রাশি মিমোসা পুষ্পস্তবক মৃদু বাতাসে দোল খাচ্ছে। একটি তরুণীকে মিমোসা ফুলের সাজে সাজিয়ে শোভাযাত্রা

বেরবে। কুণ্ণুর ভাবনা-পীড়িত মনে আমরা ঋতুরাজকে পূজার অক্ষমতা জানিয়ে বললাম, "অর্‌ভোয়ার।"

আর দেরী নয়, সময় অতি অল্প। এরমধ্যে আমাদের একবার গ্রাস্‌-এর কাছে দাল্‌কোতায় যেতে হবে। আমায় ভেজলে থেকে মঁ্যসিয় রোমঁ্যা র‍্যলাঁ। চিঠিতে যে-সকল শিল্পীর ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন, দাল্‌কোতার মাদাম আঁদ্রে কার্পেলেস্‌ তাঁদের একজন। ইনি কিছুকাল ভারতে ছিলেন। বাস'এ করে 'ন' ও আমি রওনা হলাম।

পুষ্পিত বৃক্ষ-লতা গুল্মগুলি যেন চারিদিকের পর্ব্বত তরঙ্গের উপর ভাসমান শুক্তি শঙ্খ, প্রবালের মেলা। মহাকবির বর্ণিত—

> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধুভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥

একে বাস্তবে এমন করে মূর্ত্ত কোনদিন দেখি নি।

একটি স্থানে ন'য়ের নির্দ্দেশানুসারে বাস থেকে নেমে দাঁড়ান গেল। একটু পরেই স্বামীসহ মাদাম কার্পেলেস্‌ হাজির হলেন। তাঁদের গাড়ীতে আর কয়েক কিলোমিটার যেতে হল। হ্যাঁ, কবি-শিল্পীর খেয়াল বটে! আলপ্‌স্‌ মারিতিমের পাণ্ডব-বর্জ্জিত বেওয়ারিশ জমির উপর তাঁদের নিরাভিমানী কুটীরটি। মাদামের স্বামী সুইডেন-বাসী এবং পণ্ডিত লোক। দু'জনে বই লেখেন, খেয়াল হলে মাদাম আঁকেন ছবি, তখন তাঁর স্বামীর কাজ—সেটি কেমন হচ্ছে দেখা ও তারিফ করা।

চায়ের টেবিলে মাদাম বললেন, "কর, তোমাদের শিল্পান্দোলনের খবর কি?"

বললাম, "খবর মন্দ নয়। নব্য বঙ্গীয় শিল্পীকুল রেখার খেলায় এবং ভাবের গভীর উন্মাদনায় মেতে গেছেন। আপনাদের 'ইজমে'র অপরিষ্কার ছিটেফোঁটা তার উপর সোণার কাঠি ছুঁইয়ে কয়েকটি শিল্পীর মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করেছে তা প্রায় নেমিসিসের পাত্র ভরে দেবার মত। তবে আশা, এই নিয়েই শিল্পীরা চুপ করে বসে থাকবে না, তার প্রমাণও কিছু পাওয়া গেছে।"

অবনীন্দ্রনাথের দু'একটি শিল্পবিষয়ক বই মাদাম ফরাসীতে অনুবাদ করেছেন! বললাম, "অবনীন্দ্রনাথের বই পুরাতাত্বিককে আনন্দ দেবে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে শিল্পীদের সাহায্য করবে, কিন্তু ভবিষ্য শিল্পী, যারা নতুন কথায় শিল্পের নব ব্যাখ্যা করবে, তাদের তাঁর বই নব শিল্প মন্দিরের একটি ধাপেও উঠিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। তবে ইতিহাস হিসেবে এগুলিকে আমি অসম্মান করছি না।"

এবার ফিরতি পথে। মার্সাইতে নেমে সেসিলিয়ার খোঁজ পাওয়া গেল। তার ভাই ও মঁ্যসিয় পোলাক বলে আর একটি অষ্ট্রীয়ান ইহুদী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। মঃ পোলাক খানিক পিয়ানো বাজিয়ে আমাদের শোনালেন। তিনি ইউরোপের সেরা সঙ্গীতের দেশের লোক, তার পরিচয় প্রত্যেক সজীব সুর-তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনায় বিতাড়িতের বেদনাও ছিল প্রচুর। সন্ধ্যায় মার্সাই-এর বিখ্যাত গীর্জ্জা—নোতর্ দাম দ্য লা গার্দ্'এর উচ্চ অবস্থানটিতে সকলে মিলে বেড়ান গেল। আবার বিদায়।

সেই পুরাতন পারী। দু'দিনের জমা গায়ের উত্তাপ শীতের ফুৎকারে আবার নিভে গেল। নৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে কাফের কোণে বসে কাফি ও সময়ের সদ্ব্যবহারে ক'দিনের ঘটনাগুলি অতীতে স্মৃতির অস্পষ্ট রেখায় মিলিয়ে গেল।

মাঝে সেসিলিয়ার দু'টী বান্ধবী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথার পর তারা বললে, "মঁ্যসিয় কর, আপনার খেলা দেখাচ্ছেন কবে?"—"মানে"? আমি ত হতবাক্! বললে, "কেন, আপনার ট্রাপিজের খেলা? আপনি ত সার্কাসের আর্টিষ্ট।" ওঃ এতক্ষণে বোঝা গেল, 'ন' মশাই-এর জার্ম্মানী আলাপের সেসিলিয়া টীকা করেছে চমৎকার। আমি কোন্ শ্রেণীর শিল্পী বলার পর, ট্রাপিজের খেলা না দেখতে পেয়ে তারা বড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

কাফেতে বসে আছি, গল্প জমেছে বেশ। ক্লান্ত অবসন্ন পা ফেলে শ্লথ শরীরে 'ন' প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রথম কথা, "শুনেছেন কুণ্ডু মারা গেছে?" সব গোলমাল ঐ-কটী কথায় চুপ হয়ে গেল। 'ন'

বল্লেন "তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারী অন্যায় মশায়, হিন্দুর ছেলেকে শেষে কবর দিলে!" বল্লাম, "মরার পর পোড়ানো আর কবরে কি এসে যায় মশাই!" আর কোন কথা হল না। কিন্তু আমার কাণে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার শেষ কথা কয়টি, "বাঁচাও ভাই আমাকে বাঁচাও, তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষা···আমি দেশের মাটিতে মরতে চাই।"

কবরে শুয়ে সাগরের ফোঁসফোসানির ভীতি থেকে কুণ্ডু পরিত্রাণ পেয়েছে কি না কে জানে!

বোলে।

যুদ্ধাতঙ্কে আলো নিভিয়ে পারী যেন রূপকথার রাজধানীর মত স্বপ্নময় হয়েছে। প্লাস সাঁমিশেল স্রেন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আঁধারের পটভূমিতে অস্পষ্ট নোতর্‌দাম্ গীর্জা দেখে মনে হচ্ছিল—যেন কত ছায়াময় মূর্ত্তি, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে, স্তম্ভগুলির আড়ালে, খিলানের কুক্ষিতে ঘোরাফেরা করছে। ঘণ্টাবাদক কুব্জটি যেন গীর্জার চূড়ামণ্ডপের কীর্ত্তিমুখের ছিদ্র দিয়ে নীচের লোকগুলিকে দেখছে। কি উদ্ভট কল্পনা! রাতের পারী কত যুগ যুগান্তের কথা চিন্তা দিয়ে লোককে ভাবুক, পাগল ক'রে তোলে। নদীর সেতুর উপর দিয়ে যে যানগুলি গমনাগমন করছে তারা যেন দিনের বেলার সময় ও গতির প্রতিযোগী বিংশ শতাব্দীর বাস বা ট্যাক্সী নয়, আট ঘোড়ায় টানা গোবল্যাঁ কার্পেটে মোড়া গাড়ী। এরই একটিতে হয়ত মাদাম পম্পাদুর বা 'নানা' বসে। পথচারীর দলগুলিতে উচ্চরব আর হস্ত আস্ফালন দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন লা সিতেতে কার গিলোটিন দেখে তারই উত্তেজিত বর্ণনা ও আলোচনা করছে। অন্ধকার রাত্রে নির্ব্বাপিত দীপ—পারী যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চুণ বালির আস্তর ফেলে পুরানো সপ্তদশ শতকে ফিরে গেছে।

একটি চেনা গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। গলিটি চেনা হলে কি হয়, যখনই এপথে পা দিই, গলিটি অচেনা হয়ে ভয় দেখায়। এই বুঝি গা ঢাকা দিয়ে কে একজন সাঁ ক'রে পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতে তার কি একটা চক্ চক্ করছিল না! একটি কাঠের দরজায় খড়ি আর কাঠকয়লা দিয়ে কি ভয়ানক আর নোংরা ছবি আঁকা। কোন দুষ্টু ছেলের কাজ বোধ হয়। কিন্তু বাড়ীওয়ালা বা পাড়ার লোক এগুলি মুছে দেয় না কেন? জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলে বসবে, "এ দাগ পাঁচ শতাব্দীর রোদ জল খেয়ে পাকা হয়ে গেছে, কিছুতেই আর তোলা যাবে না। কে

একজন দরজা খুলে বাইরে এল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলোকিত একটি কাউন্টার, আর তার সামনে উঁচু টুলে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষে পানপাত্র নাড়া চাড়া করছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভিতর থেকে বেরিয়ে নিশ্বাসটাকে বন্ধ ক'রে দেবার জোগাড় করলে। এটি একটি বিশেষ কাফে অর্থাৎ নৈশ পানাগার। এই পানাগারটির পিছনে অনেক ইতিহাস আছে বলে টুরিষ্ট কোম্পানীর পরিদর্শকেরা পর্য্যটকদের এখানে প্রায়ই নিয়ে আসেন। আমি বন্ধু 'ন' আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম।

কৌতূহল নিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হলাম। কিন্তু ঢুকেই সামনে যা দেখলাম তাতে আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তার প্রকট প্রমাণ পেলাম, কারণ তিনি দেহকে ছাড়তে চাইছিলেন। একটি কঙ্কাল, তার চক্ষু কোটরগত ও বিকশিত দন্তমুখ-গহ্বরে লাল বাতি জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছিল —আর মাথার উপরে একটি বৃহৎ পাখীর কঙ্কাল। তার চঞ্চুটি ঠিক আমার বক্ষতালুকে লক্ষ্য ক'রে ঝুলছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো থাকলেও ধোঁয়ায় কিছু ভাল দেখা যাচ্ছিল না। একটা গলা-চেরা হাসি উঠল, তারপর হাহা হোহো হিহি খক্ খক্! বাপরে, ভুশুণ্ডীর মাঠে তাল-বেতালের সভায় এসে পড়লাম নাকি! অন্ধকার থেকে আলোয় হঠাৎ আসায় সাময়িক অন্ধ হয়েছিলাম। চোখে আলো যখন সয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম—তাল-বেতালের দলটি সভ্য নরনারীতে পরিণত; তখন অপ্রস্তুতের একশেষ। 'ন' আমার আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুঝতে পারছিলাম না কেন কাফেটিকে এত ভূতুড়ে ক'রে রেখেছে। দেওয়ালে অসংখ্য প্যাষ্টেলে আঁকা মুখ। তাদের ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় যত রাজ্যের শুঁড়ী, মাতাল, ডাকাত, চোর, খুনে আর নটনটীর দল। দেওয়াল, ছাদ, মেঝে সবই অত্যন্ত অসমান আর ধোঁয়া-ঝুলে ভর্ত্তি। মাটির নীচে থেকে একটা হল্লা, গান আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে মেঝেটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ন'য়ের বান্ধবী বললেন, "আসুন, নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি। পিতৃদেবকে স্মরণ করে ভাবলাম, এরও আবার নীচে! রসাতলই হবে! একজন কোনমতে ঢুকতে পারে

এমন একটি গর্ত্তে ছোট বড় মাঝারি হরেক রকম আকৃতির ধাপ বেয়ে টাল সামলে একটি সমান জায়গায় নামলাম। সামনে মাথা ঠুকে যায় এমন নীচু ছাদওয়ালা একটি ঘরে কয়েকটি বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে মদ্যপান করছিল আর তাদের সামনে একটি সামান্য উঁচু মঞ্চে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষে গান বাজনা করছিল। এই ঘরে ঢুকতে সামনে একটি কূপ পড়ে। শুনলাম, পূর্ব্বে অপরাধীদের এই কূপে ফেলে দেওয়া হ'ত। এই ঘরের অপর দিকে আর একটি ছোট গহ্বরের মত বায়ু-প্রবেশ-পথ-বিহীন ঘরে কে একজন যেন নিশ্চিন্তভাবে আরামে শুয়ে রয়েছে। ভাল ক'রে দেখি তার হাত পা পশুর মত লোহার শিকলে বাঁধা। এটা কাফে না ডাকাতের ডেরা! উপরে উঠতে ব্যস্ত হ'তেই সঙ্গী বললেন, "আরে, ভয়ে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ও জীবন্ত নয়, মাটির মূর্ত্তি। কিন্তু এখানে একদিন আসল জীবন্ত মানুষটি এভাবে দুশ বছর বাঁধা ছিল। আঠারো বছরের ছেলেকে বন্দী ক'রে আটাশ বছরে এই শহরের বুকে সমস্ত লোকের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।" বললাম, "কারা মারে?"—বন্ধু বললেন, "কে আবার, তদানিন্তন সম্রাট ও তাঁর শাসন। গরীবের উদরের ক্ষুধার বহ্নি হৃদয়ে পৌঁছে যে জ্বালা ধরিয়েছিল তারই আগুনে মত্ত কয়েকটি বিপ্লবী আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিপ্লব-পথের সৃষ্টি করেছিল। এ ছেলেটি তাদেরই একজন। আজ এই নকল বীভৎস রূপে তোমার সভ্য মন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর ইতিহাস জানলে তোমার মনেও হয়ত উত্তেজনা আসবে!

চতুর্দ্দশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম পম্পাদুরের প্রাসাদ এইখানে ছিল। এই বোলে কাফে ছিল তাঁর অশ্বশালার ঘাস ও দানা রাখবার ভাণ্ডারের একটি অংশ। পঞ্চদশ ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে এরই ভূগর্ভস্থ ঘরে বসে কত বড় বড় বিপ্লবী অত্যাচারী শাসককুলের উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তাঁদের স্বপ্ন সফল হলে এই ঘরেই হয়ত কত বিচার-গৃহের অভিনয় হয়ে কত হতভাগ্য রাজপরিবার ও কাউন্ট ডিউকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এইখানেই রবস্পিয়ের, মারা, দাঁতোর কত পরামর্শ ইতিহাসের পাতাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে। তখন উপরে ঠিক আজকের মতই চলত

মদ্যপান আর হাসি, নীচে চলত এমনি কুৎসিত, অশ্লীল গান—আর বিগত-যৌবনা গণিকার প্রেমাভিনয়, আর এরই অন্তরালে শানিত হ'ত বিপ্লবীর গিলোটিন। পারীর অনেক কিছুরই উপর আধুনিকতার ছাপ পড়েছে—কিন্তু বোলের একটি দাগও মুছে কেউ নতুন রঙ নতুন সজ্জা দিতে পারে নি। এর রূপ বীভৎস, কিন্তু এর মধ্যেই জড়িত রয়েছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস ও মানব-জীবনের উত্থান-পতনের নির্ম্মম সত্য কাহিনী।"

কাফেটির উপর নীচে সর্ব্বত্রই দেওয়ালে আঁকা বাঁকা প্রাচীর সমসাময়িক নামের রেখায় ভর্ত্তি। এরই মধ্যে হয়ত কোন হতভাগ্য নির্ব্বাপিত জীবনদীপের অঙ্গারটুকুও কয়েকটি রেখায় অমর করতে চেয়েছে, আবার হয়ত কোন জিঘাংসু বিপ্লবী বন্দশীকারের তালিকা লিখে শাসক-দলের অদৃষ্টের পরিহাস করেছে। কৌতূহলী দর্শকদল মুহূর্ত্তের আনন্দ পান ও হাসির মধ্যেও নিজের উপস্থিতিকে অমর করতে ভোলেনি। বন্দী বা বিপ্লবীর আঁকা রেখা নতুন রেখার জালে মুছে যায়, কালদেবতা অলক্ষ্যে হয়ত হাসে। বহু মনীষী লেখক এই বোলেতে বসে জীবনের অনেক স্মরণীয় এবং আনন্দময় মুহূর্ত্ত কাটিয়েছেন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত অস্কার-ওয়াইল্ড এইখানে মদিরা ও হাস্য পরিহাসে ডুবে হয়ত বিতাড়নের বেদনা ভুলবার চেষ্টা করতেন।

উপরে যখন উঠলাম তখন দেখি হাস্য পরিহাস গুরুতর তর্কে পরিণত হয়েছে। কাউন্টারের পাশে উপবিষ্ট একজন মজুর এক ব্যাঙ্কের কেরাণির সঙ্গে রাজনৈতিক মতভেদে বিষম তর্ক লাগিয়েছে। মজুরটির অভিমত—দেশের জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের একমাত্র পথ কম্যুনিজম্। কেরাণি বললেন, "একজন ডিক্টেটর—তার হাতে সব হাঙ্গাম তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যে যার কাজ কর। রাজনীতিতে সকলে মাতলে অন্য কাজ করবে কে? তোমার কম্যুনিজম্ ত বলে নির্ম্মম হও, সকলকে মার, বাপ-মাকে ত্যাগ কর, আগুন লাগাও—এই ত?" কাউন্টারে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে মজুর বললে, "চোপরাও, ফ্যাসিষ্ট ইতর! তোমরা রক্তশোষা ধনীদের অন্নদাস, তাই তাদের গুণ গাইতে এসেছ। যারা ধনী তারা চিরকাল ধনী থাক, গাড়ী চড়ে প্রাসাদে থেকে মুরগীর-লড়াইয়ের বাজিতে

পয়সা উড়িয়ে দিক, আর আমরা মুখে রক্ত তুলে খেটে তাঁদের সৌভাগ্যের বাড়ীতে একটির পর একটি সোনার ইট বসিয়ে দিয়ে তারই দেওয়ালে নিজেদের কবর দিয়ে দি। আমরা চাচ্ছি ধনীরা অপব্যয় বন্ধ করে গতর খাটাক—আর আমরা আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে একটু পেট ভরাই। তা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না বলেই হয়ত আবার গিলোটিন খাড়া করতে হবে।" কেরাণি গলার সব ক'টা শিরা ফুলিয়ে বলল, "শুনলেন ত মশায়রা, ওঁরা বিচার মীমাংসা ফেলে জোর জবরদস্তি খুন গলাকাটা দিয়ে দেশে সুখশান্তি আনতে চান।" কেরাণির নৈশাহারের আদবী পোষাকে গলায় একটি সাদা সিল্কের বড় রুমাল বাঁধা ছিল। মজুরটি হঠাৎ সেটি টেনে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বলল, "বল, ফ্যাসিষ্ট কুকুর, আর কম্যুনিজমের নিন্দে করবি!" ফাঁসের চাপে মুখ লাল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলেও কেরাণি ভাঙ্গাগলায় বললে, "কম্যুনিজম প্রচারের কি সৎ উপায় দেখুন!" ব্যাপার এতদূর গড়াবে কেউ আশা করে নি। কেরাণির সমর্থনকারী একজন একটি মদের বোতল আস্ফালন করে বললেন, "ছেড়ে দে বলছি খুনে ইতর, নইলে এই বোতলে তোর মাথা ভাঙ্গব।" যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করছিল তারা সবাই এল ছাড়াতে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ বললেন, "আরে, তোমার কম্যুনিজম্ই বড় হোক আর ফ্যাসিজম্ই বড় হোক—সবচেয়ে বড় কথা আমরা সকলেই ফরাসী, এতে আর কোন ভেদ নেই। এ ত তোমরা স্বীকার কর?" দুজনে সমস্বরে বলল, "নিশ্চয়ই।" বৃদ্ধ তখন গম্ভীর হয়ে বললে, "তবে কেন বাপু, মিছে ঝগড়া করছ। আমার মতে ফ্রান্সের মাটি থেকে যদি তোমাদের ফ্যাসিজম্, কম্যুনিজম্, সোস্যালিজম-এর ভূতগুলি চলে যায়, তা হ'লে সব চেয়ে মঙ্গল হবে। এগুলি কেবল আমাদের মধ্যে ভেদের পাঁচিল তুলছে।" কেরাণি নরম হয়ে বললে, "ওই ত আগে আমায় গালাগালি করলে!" মজুর তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল—"কম্যুনিজম্ আর ফ্যাসিজম্ ত অমনি জন্মায়নি, জন্মিয়েছে শ্রেণীগত প্রয়োজনে এবং স্বার্থে। মিছে নিন্দে না ক'রে কম্যুনিজম্কে ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর না।" তারপর নিজেই মাথা নেড়ে বলল, "না, তুমি কিছুতেই বুঝবে না। এ

কেবল ভুক্তভোগীতেই বিনা তর্কে বুঝতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।"

গোলযোগ মিটে গেল। কেরাণি হুকুম দিলেন, "দু'গ্লাস মদ।" মজুর বললে, "দাম কিন্তু আমি দেব।" কেরাণি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "আরে না না, ঝগড়াটা আমিই প্রথম বাঁধাই, দাম দেবার আমিই অধিকারী।"

আবার বুঝি তর্ক হাতাহাতি লাগে। কার্ফের কর্ত্রী তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনারা তর্ক ও মীমাংসা ক'রে আমাদের যে আনন্দ দিলেন তার সম্মানে এ পানীয়টির সদ্ব্যবহার আমার খরচেই হোক।"

সামনে একটি কুলঙ্গীতে একটি নরকপালের চোখ লাল আভায় রক্ত হয়ে যেন এ মীমাংসাকে সমর্থন করছিল না। 'ন' অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বান্ধবীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও নিষ্ক্রান্ত হলাম। কিন্তু ভয়ে নয়, কৌতূহল ও উত্তেজনায়।

রোদ্যাঁ ও বুর্দেল-এর কর্ম্মশালা।

সপ্তাহের সব ক'টী বারের মধ্যে রবিবারের বৈশিষ্ট্য সবদেশেই বেশ অনুভব করা যায়। বেলা এগারোটায় আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার মোহকে ক্ষুণ্ণ করে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হোল, মধ্যাহ্ন-ভোজনটা একটু বিশেষ রকম করতে হবে, কারণ আজ—রবিবার। ভোজন-পর্ব্ব সেরে লুক্সেমবুর্গের বাগানে একটি বেঞ্চে সময়নষ্টাভিলাষী কোন এক বন্ধুকে ধরবার চেষ্টায় বসে আছি। সামনে মাটির উপর দুটি শিশু বালির কেল্লা গড়ে টিনের সিপাই, বন্দুক, কামান সাজিয়ে লড়াই-এর খেলা খেলছিল। যে দেশ, যে জাতির জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম স্নানাহারের মত ঘটে থাকে তাদের শৈশবের খেলার আমোদেও তার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ শিশু দুটী মারপিট আরম্ভ করে দিলে। ঝগড়ার কারণ, একজন আর একজনের পুতুল ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার জাতিগত সদাসন্ত্রস্ত সংস্কার বশতঃ শিশু দুটীকে থামাতে গেলাম। কিন্তু তখন তাদের বাপ-মা আমাকে নিরস্ত করে বললেন, "ওদের কিছু বলবার দরকার নেই, ওদের রাগ ও বৈরীভাবের এই খানেই পরিসমাপ্তি হোক্। না হলে ওদের মনে অসন্তুষ্টি বাসা বেঁধে থাকবে। মারপিট করে ক্লান্ত হলে আপনিই থেমে যাবে—তখনই ওদের ভুল বুঝবে। আমরা হাজার বক্তৃতা দিলেও ওরা বুঝবে না যে, এ অন্যায়। শিশুদের বিচার বুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গড়ে ওঠা উচিত।" খানিক পরেই তাদের ঝগড়া থামতে তাদের বাপ-মা তাদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবছিলাম এ ঘটনা যখন আমাদের দেশে ঘটে, তখন শিশুদের বাপ-মার মধ্যে লেগে যায় সংগ্রাম, তারপর হয়ত আইন ও আদালত! অদূরে ছাগলটানা গাড়ী ও খেলার নৌকাগুলির চারিপাশে শিশু ও মায়েদের ভিড় লেগে গেছে। রবিবারে শিশুদের যত আনন্দ, যত খেলা, তাদের বাপ-মায়েরও

তাতে ভাগ আছে। তারাও অতীত ডিঙ্গিয়ে যেন আজ ছোট হয়ে গেছে।

বসে ভাবছি নানা কথা, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কোটটিতে এক টান পড়ল। চেয়ে দেখি চেনা মুখ; বলল—"কি কর, বসে বসে দিবা স্বপ্ন দেখছ? এমন উজ্জ্বল রবিবার, চল বেড়াবে?" বললাম, "বেড়াব বলেই তো সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে আছি। এখন যাবে কোথায়

রোদ্যাঁ
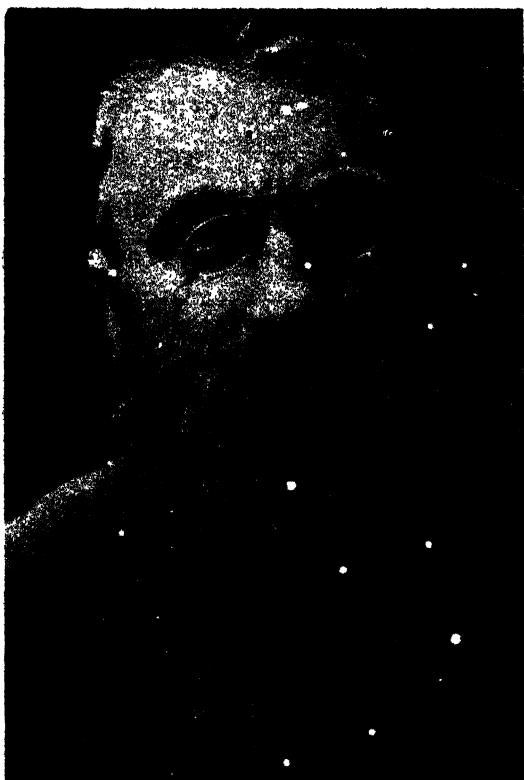
স্থির কর।" সে বলল, "রোদ্যাঁ মিউজিয়াম কখনও দেখি নি, চল না সেখানে একটু বুঝিয়ে দেবে।"

সানন্দে রাজী হয়ে, ভূগর্ভস্থ ট্রেনে যাত্রা করে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই 'রু দ্য ভ্যারেন'-এ পৌঁছলাম।

রোদ্যাঁর কর্ম্মক্ষেত্র "ওতেল বিরঁ" এখন রোদ্যাঁ মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। ফরাসীদের মত মার্জ্জিত সভ্য জাতিও তাদের জাতীয় গৌরব—জগৎশ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোদ্যাঁকে প্রথমে বিশেষ সমাদর করেনি। এই "ওতেল" থেকে রোদ্যাঁকে উঠে যেতে সরকার থেকে আদেশ এসেছিল। তিনি তখন কল্পনা করছিলেন, এইখানেই তাঁর সমস্ত শিল্পসংগ্রহ দিয়ে একটি সংগ্রহ-শালার সৃষ্টি করে নিজের দেশ ও জাতিকে দান করে যাবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর্য্য—অর্দ্ধেক ঐতিহ্যের বহ-মান স্রোত, বাকী অর্দ্ধেক রোদ্যাঁর নব ভাস্কর্য্য-প্রেরণার নূতন রচনা। রোদ্যাঁর সৃষ্টি না হলে শুধু ফরাসী ভাস্কর্য্য কেন, বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যের অগ্রগতি কিরূপ হ'ত বলা শক্ত। শুধু অক্ষম ভাস্করদের তুলনায় যে রোদ্যাঁ বিরাট প্রতিভাশালী স্রষ্টা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সেরা ভাস্কর্য্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তাঁর জন্মের সময় গিয়োম, কেঁ, সয়র'এর মত ভাস্করগণ সৌভাগ্য ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে উন্নীত ছিলেন। বারি, ব্যারে, পল দ্যুবোয়া, কার্পো, ফ্রেমিয়ো, এঁ্যা জালবেয়ার্ মার্কেত্, ফাল্গুয়েয়ের, দালু এবং বুশে'র মত ভাস্কর্য্য-রথীরা তাঁর সমসাময়িক। রক্ষণশীলতা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। তাই ভাস্কর্য্যের গতানুগতিক আড়ষ্ট জীবনে নূতন প্রাণ, নূতন ছন্দ ও স্পন্দন এনে রোদ্যাঁ যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তাকে সাধারণে তখনই গ্রহণ করতে পারে নি। প্রদর্শনীতে রোদ্যাঁকৃত "লাজ ব্রোঁজ" ও "তরসো"কে জীবিত দেহ থেকে ছাঁচ নিয়ে ঢালাই করা মূর্ত্তি বলে যে অন্যায় ঘৃণিত অপবাদ রটেছিল, তা পরবর্ত্তীকালে অপবাদী বহু শিল্প-রসিকের সুনামে কালিমা লেপন করেছিল। রোদ্যাঁ তাঁর কর্ম্মচারী ও মডেলদের নিজের আত্মীয়ের মত দেখতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর উইলে এদের জন্য কিছু দান করে যাবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নি, মৃত্যুর আগের কয়েকদিন তাঁর বাক্‌বোধ ও অচৈতন্য অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার-নিযুক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহকেরা রোদ্যাঁর পুরাতন ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের কর্ম্মচ্যুত করেছিল। তাঁর প্রিয় কুকুরটি পর্য্যন্ত আহার ও আশ্রয়ে বঞ্চিত এবং বিতাড়িত হয়েছিল। আজ শতসহস্র

শিল্পী, কলা রসিক ও দর্শকরা রোদ্যাঁ মিউজিয়াম দেখে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রশংসা জানায় ফরাসী সরকারের গুণগ্রাহিতার। তারা অনেকেই জানে না, এ দান সম্পূর্ণ শিল্পীর নিজের, ফরাসী জাতি ও দেশকে ভালবেসে দেওয়া। এ দেওয়ায় সরকারী প্রতিকূলতা ও প্রতারণা তাঁকে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনঃপীড়া দিয়েছে।

'ওতেল বির'র উদ্যানে প্রবেশ করেই ডানদিকে একটি গীর্জ্জা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এটিতে রোদ্যাঁ কর্ত্তৃক শিল্প সংগ্রহ ও তাঁর কৃত কয়েকটি ভাস্কর্য্যের অমূল্য রচনা রক্ষিত। সংগ্রহে কয়েকটি দারুময় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নমুনা দেখে বান্ধবী বল্লেন, "রোদ্যাঁর ভাস্কর্য্য-সৃষ্টির সঙ্গে এগুলির প্রকাশ-ধারার কত তফাৎ। তিনি বোধ হয় শিল্প হিসাবে নয়, প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহের কৌতূহল হিসাবে এগুলিকে সংগ্রহ করেছিলেন।" বললাম, "না মাদমোয়াজেল, এটা তোমার অত্যন্ত ভুল ধারণা। যে প্রেরণার উৎস থেকে রোদ্যাঁর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, এগুলিও সেই একই উৎস থেকে সৃষ্ট। রোদ্যাঁ যেমন গথিক ভাস্কর্য্যকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তা থেকে শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও উপাদান পেয়েছেন, এগুলির মধ্যে তার কিছু তিনি অপ্রতুল দেখেন নি। শিল্পের বিশ্বজনীনতা তার সার্ব্বভৌমতায়। এ ভাষাকে বুঝতে হলে দৃষ্টির প্রসারতা চাই, হৃদয় চাই। প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পরসিকের কাছে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, গুহাবাসী মানবকৃত রেখাচিত্র, মিশরের

বাল্‌জাক্

চিত্রলিপি ও ভাস্কর্য্য, গথিক গীর্জ্জা ও ভারতীয় মন্দিরগাত্রালঙ্কৃত ধর্ম্মানু-প্রেরণাপ্রসূত চিত্রণ ও ভাস্কর্য্য, চীন জাপানের ছবির কবিতা, ইয়োরোপের ক্ল্যাসিক, রোম্যাণ্টিক, রিয়্যালিষ্ট, ইমপ্রেশ্যনিষ্ট ও ফোব্‌স্ প্রভৃতি শিল্প-ধারার রসোপলব্ধির আনন্দের ভেদ নাই।”

অদূরে রোদ্যাঁকৃত বাল্‌জাক্‌এর বিখ্যাত বিরাট মূর্ত্তিটি দেখা যাচ্ছিল। এই অদ্ভুত বিকটদর্শন মূর্ত্তিটি সকলের মনে প্রথমে শিল্পীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়। প্রশ্ন এল, “এ কি? বাল্‌জাক্‌কে এমন অদ্ভুত করে সৃষ্টি করবার কারণ কি!” বললাম, “ঠিক এই একই প্রশ্ন উঠাতে, যাঁরা এই মূর্ত্তিটি শিল্পীকে করতে দিয়েছিলেন, তাঁরা গ্রহণের অযোগ্য বলে এটী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রোদ্যাঁ যে দৃষ্টিতে বাল্‌জাক্‌কে দেখেছেন তার সঙ্গে পরিচিত হ'লে মূর্ত্তিটি আর এত অদ্ভুত লাগবে না। বাল্‌জাক্ রোদ্যাঁর কাছে মস্তিষ্ক-সর্ব্বস্ব লোক। তাঁর লেখার ওজস্বিতা এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। মূর্ত্তিটিকে একটি ড্রেসিং গাউন দিয়ে গলা পর্য্যন্ত আবৃত করে দেওয়ায় লক্ষ্য পড়ে কেবল তাঁর মুখের উপর। যেন বিরাট একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর তাঁর মাথাটি মিশরীয় স্ফিংক্‌সের ন্যায় মহনীয় ভাবে উন্নত। চোখের সাধারণ আকৃতি না দিয়ে অদ্ভুত আলোছায়ার সমাবেশ যে দৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা দৃশ্যমান জগৎকে সাধারণভাবে দেখার দৃষ্টি নয়, চিন্তাশীল দৃষ্টির প্রকাশ। রোদ্যাঁর সৃষ্টিতে কোন একটি বিশেষ রীতির বৈশিষ্ট্য নেই। ভিক্তর ইউগোর মূর্ত্তিতে তিনি যে বিরাটের সমন্বয় দেখিয়েছেন তা মিকেল আঞ্জেলোর ভাস্কর্য্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। ভিক্তর ইউগোর সাধারণ আকৃতির চেয়ে শিল্পীকে—তাঁর প্রতিভার বিরাট সৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট করেছে। তাই প্রসারিত ডান হাতে তাঁর কর্ম্মক্ষমতা, দৃঢ়তা ও সৃষ্টির সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তার প্রকাশ অপূর্ব্বভাবে মূর্ত্ত করেছেন। শিল্পীমন কলাকৌশলের যত প্রকার রীতি ও ভাবধারা প্রকাশ করেছেন, রোদ্যাঁ তার অনেকগুলিতে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁর রচনার কতকগুলিতে তিনি পূর্ব্ব প্রকাশিত ধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, কতকগুলি তাঁর সাফল্যের সূচনা ও পরিণত অবস্থাকে প্রকাশ করছে।

তাঁর কৃত কোন মূর্ত্তি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াসের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কোন মূর্ত্তিতে প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্য্যের আধুনিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে, কোন মূর্ত্তি বা মধ্য যুগের ধর্ম্মোন্মাদনাপূর্ণ শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। 'ল বেজে' (চুম্বন) মূর্ত্তি মিকেল আঞ্জেলোর সৃষ্টির সরল ব্যাখ্যা বলিতে পারি—আবার ইভের মূর্ত্তিতে তাঁকে অনুসরণ করবার আভাস দেখতে পাই। 'পোর্ত্ত দাঁফেয়ার' (নরকের দ্বার) পরিণত ফরাসী রেনেসাঁসের রূপ ধারণ করেছে। 'লেজাপেল ওজারম্' (যুদ্ধের ডাক) মূর্ত্তিটির বিস্তারিতপক্ষ হস্ত-সঞ্চালন ও আহ্বানরত মুখের ভয়ঙ্কর রূপ যেন রুদকৃত ভাস্কর্য্যকে নব তারুণ্য দিয়ে দেখবার প্রয়াস। 'সেল কি ফু ওলমিয়ের মূর্ত্তিতে বৃদ্ধা বারাঙ্গণার শেষ পরিণতি শিল্পী দ্যমিয়ের-এর ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বুর্জ্জেয়া দ্য ক্যালে'র মূর্ত্তি গথিক মূর্ত্তিকে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও গতি দিয়ে দেখবার প্রয়াস।

চুম্বন

গীর্জ্জাবাড়ী ছেড়ে 'ওতেল বির'র প্রধান অট্টালিকার অভিমুখে যেতে উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত 'ল পাঁসর'-এর চিন্তারত বিরাট ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি ও বামদিকে পোর্ত্ত দাঁফেয়ারের নরকদৃশ্যের মূর্ত্তি ও ঘটনা সম্বলিত ব্রোঞ্জের বিরাট দরজাটি চোখে পড়ল। বির অট্টালিকার সামনের হলটিতে বিখ্যাত সেন্ট জনের মূর্ত্তিটি রক্ষিত। সেন্ট জনকে সাধারণতঃ শিশু খৃষ্টের সঙ্গী, শিশুরূপে অথবা কদাচিৎ প্রৌঢ় খৃষ্টেরই আর এক সংস্করণ রূপে চিত্রকর ও ভাস্করেরা ব্যক্ত করেছেন। রোদ্যাঁ সেন্ট জনকে মূর্ত্ত করেছেন, কঠোর তপে দৃঢ়, মেদ বর্জ্জিত দেহ, স্বীয়

ধর্ম্মমতে সরল ও স্থির বিশ্বাসের দৃষ্টি-সম্পন্ন, নশ্বর অভিমান ও পদ গরিমাশূন্য, সাধারণ কৃষকের ন্যায় আড়ম্বরহীন অভিব্যক্তি বিশিষ্ট। গথিক মূর্ত্তির সকল গুণগুলি অব্যাহতি রেখে গথিক শিল্পে জীবন ও গতি দিয়ে রোদ্যাঁ ভাস্কর্য্যের এক নূতন ভাবধারার সূচনা করেছেন। পাশের একটি ঘরে রোদ্যাঁ কৃত কতকগুলি আবক্ষ মার্ব্বেল প্রতিমূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। সেগুলির প্রত্যেকটীতে রচনাবৈশিষ্ট্য থাকলেও রোদ্যাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁর করা ব্রোঞ্জ ও প্লাষ্টারের মূর্ত্তিগুলিতে। তাঁর নিযুক্ত তক্ষণ-বিশারদেরা (Stone carvers) মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরে নকল করবার সময় আসল প্লাষ্টারের মূর্ত্তিকে কিছু পরিবর্ত্তিত করে ফেলেছেন। কিন্তু প্লাষ্টার ও ব্রোঞ্জে তাঁর আঙ্গুলের প্রত্যেকটী চাপ অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাঁর কৃত 'মায়ের কোল,' 'সৃষ্টিকর্ত্তার হাত,' 'আর্ত্তের মুখ,' 'চিরাদরণীয় আদর্শ,' 'আডনিসের মৃত্যু,' 'স্বর্গীয় সঙ্গীত,' প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলির রস ও সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

চিন্তারত

ভাস্কর্য্যে আলো-ছায়ার সমাবেশ, বিভিন্ন বর্ণাভাস ও ত্বকের সজীবতার রূপ রোদ্যাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু স্থাপত্যের সহিত ভাস্কর্য্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে উপেক্ষা করায় রোদ্যাঁর ভাস্কর্য্যের ত্রুটী থেকে গিয়েছে। তাঁর কৃত মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই নির্ম্মাণস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে মুক্ত

উদ্যানে বা অন্যত্র রাখলে সকল সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয়ে সেগুলি অর্থহীন প্লাষ্টার-স্তূপ বা প্রস্তর-খণ্ডের মত দেখাবে। বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপর একটি মুখ খোদিত করে বাকীটা বস্তুর অসমাপ্ত রেখে রোদ্যাঁ বস্তুটীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গের ভাবকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেও প্রস্তরখণ্ডের আসল পরিমাণের চেয়ে বিরাটের কল্পনা দর্শকের চোখে ভেসে উঠে না। তা হলেও রোদ্যাঁ একটি নূতন শিল্পান্দোলনের জনক; তিনি ভাস্কর্য্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুন রূপ, নতুন রস দিয়ে পরিবর্দ্ধিত ও জীবনময় রূপাভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর স্থান, জগতের কয়েকজন মাত্র বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীদের মধ্যেই। রোদ্যাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নব আন্দোলন তাঁর রচনাতেই শেষ হয়নি। তারই নব নব বিকাশ ঘটেছে তাঁর পরবর্ত্তী কয়েকজন অধুনা-বিখ্যাত ভাস্করদের ভাস্কর্য্যে। যে বিরাটের কল্পনা রোদ্যাঁর সৃষ্টিতে অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে তারই উচ্চতম বিকাশ দেখিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র এমিল আঁতেয়াঁ বুর্দ্দেল্। রোদ্যাঁর অবজ্ঞাত ভাস্কর্য্য যখন চারিদিকে প্রশংসা-মুখর হয়েছে তখন তাঁর কর্ম্মজীবনের সহচর বুর্দ্দেল তাঁর কর্ম্মশালায় নীরবে শিল্প-সাধনায় রত ছিলেন। লালসাদীপ্ত মৃণ্ময় মূর্ত্তির গঠনে রোদ্যাঁ যে কামনা ও মোহের সৃষ্টি করেছিলেন, বুর্দ্দেল তাকে মহান্ বিরাট করে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের রূপ ও 'পেগান' আবেগের রস দিয়ে, ভাস্কর্য্যের নব রূপাবতারণায় কলারসিকদের বিস্মিত করেছেন।

বুর্দ্দেলের কর্ম্মক্ষেত্রে "লা গ্রাঁদ শমিয়ের" ও "এ্যমাপাঁস্ দু মেইন"এর নির্জ্জন আতলিয়েতে, আমেরিকা, গ্রেট-ব্রিটেন, সুইডেন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সুইৎসারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ থেকে শিল্প-সংগ্রাহকেরা এসে চারিদিকে নূতন ভাস্কর্য্য সৃষ্টির বার্ত্তা রটনা করছিলেন। স্পেন, জার্ম্মানী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোল্যাণ্ড থেকে আগত শিল্পী ছাত্রেরা কবি-ভাস্কর বুর্দ্দেলের শিক্ষাবেদী-মূলে সমবেত হয়েছিল। গুরু বুর্দ্দেল, তাদের শোনাতেন তাঁর ভাস্কর্য্য সৃষ্টির নূতন বাণী, তাদের উৎসাহ দিতেন, সহানুভূতি জানাতেন, উপদেশ দিতেন, তাঁর সরল নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ করতেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত চিত্রকর অঁাগ্র-এর গ্রামে মঁতোবাঁতে বুর্দ্দেল জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে ও তুলুজ'এ, শিল্পী লারক'এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সেরে পারীতে এসে প্রথমে ভাস্কর ফাল্‌গুইয়ের-এর ষ্টুডিয়োতে শিক্ষারম্ভ করেন। কিন্তু রোদ্যাঁ ও দালুর কর্ম্মশালায় শিক্ষার প্রেরণাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত সাহায্য করেছিল। বুর্দ্দেলের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি অভিনব আসবাব-পত্রের গঠন, কাষ্ঠ ও প্রস্তর তক্ষণ, স্থাপত্য, অঙ্কণ, চিত্রণ ও ফ্রেস্কো চিত্রণে কর্ম্মরত থাকলেও, সরকারী "গোবল্যাঁ" চিত্র-যবনিকার নির্ম্মাণালয়ে অধ্যাপক ও শিল্পীনিযুক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত কবিতা ও গ্রন্থাদি সাহিত্য-জগতে কম প্রশংসা পায় নি।

চিত্রকর অঁাগ্র বুর্দ্দেল

মিউজিয়াম দেখবার সময় অতিক্রম হওয়ায় বান্ধবীকে বুর্দ্দেলের কর্ম্মশালা দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

আবার রবিবার ঘুরে এসেছে। ৬ নম্বর 'আভেন্যু দ্য মেইন'এ পূর্ব্ব-নিরূপিত সাক্ষাৎ-সময়ে এসে শুনলাম মাদম বুর্দ্দেল আমার পৌঁছানর আগেই বুর্দ্দেলের আতলিয়েঁতে চলে গেছেন। শিল্পী-জীবন আরম্ভ করে মৃত্যু-সময় (১৯২৯) পর্য্যন্ত বুর্দ্দেল এই পাড়াটিতে ছিলেন বলে মাদাম বুর্দ্দেল এই স্থানটির মায়া আজও কাটাতে পারেন নি। বুর্দ্দেলের সমাদর বিদেশে যতটা হয়েছে তাঁর স্বদেশে ততটা হয়নি বলা চলে। তাঁর কৃত অমূল্য ভাস্কর্য্য-সম্পদ্ তাঁর ষ্টুডিয়োর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। যদিও তাঁর কৃত বহু বিখ্যাত মূর্ত্তি ফ্রান্সের ও পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত হয়ে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করছে, তবু তাঁর ষ্টুডিয়োতে আবদ্ধ

অসংখ্য অপরূপ ভাস্কর্য্য-রচনার রসোপলব্ধির আনন্দ থেকে সাধারণে আজও বঞ্চিত। ফরাসী সরকার বুর্দেলের ষ্টুডিয়োতে যাবার রাস্তার তাঁর নামে উৎসর্গ করাতেই শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়েছে মনে করতে পারি না।

ষ্টুডিয়ো উদ্যানের বিরাট দরজাটি ঠেলে আমরা প্রবেশ করামাত্র পিছন থেকে মাদাম বুর্দেল স্নেহালিঙ্গনে কাছে টেনে আমায় চমকিয়ে দিলেন। বললাম, "মাপ করুন, আপনি আমার পিছনে ছিলেন তা লক্ষ্য করি নি।" এই সপ্ততিবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধা আজও কেউ বুর্দেলের কর্ম্মশালা দেখতে চাইলে পাঁচটি বিরাট আতলিয়ে ঘুরে দর্শকদের ভাস্কর্য্যের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি দেখাতে ও সমালোচনা করতে ক্লান্তি বোধ করেন না। গ্রাঁদ শমিয়েরের ছাত্র এবং বিশেষ করে ভাস্কর্য্য-বিভাগের ছাত্র তাঁর কাছে যেন অতি আপন জন। তিনি বলতেন, "আমার স্বামী তাঁর কর্ম্মশালা গ্রাঁদ শমিয়েরকে পুত্রাধিক স্নেহ দিয়ে বর্দ্ধিত করেছেন। তোমরা সেখানে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ম্যঁসিয় হ্বেলুরিকের ছাত্র হাওয়ায় আমার পৌত্র-স্থানীয়।"

আমরা আতলিয়েতে প্রবেশ করলে তিনি প্রত্যেকটি কক্ষের দ্রষ্টব্যগুলি আমাদের দেখাতে এবং বোঝাতে লাগলেন। একটি ছোট ঘরে এসে বল্লেন, "এইখানে আমরা বিবাহের পর আমাদের ছোট সংসারটি পেতেছিলাম। আমি ছিলাম এমিলের কর্ম্মশালার ভৃত্য আবার তার সংসারের কর্ত্রী।" বান্ধবী বললেন, "মাদাম, এইখানে এলে, সম্ভবতঃ আপনার স্বামীর কথা বেশী মনে পড়ে এবং হয় তো তাঁর বিরহে মনঃপীড়ায়ও উদ্ভব হয়।" তিনি বললেন, "বল কি! সারাদিনের মধ্যে আমার মন পড়ে থাকে কখন এখানে আসব। এইখানে এলে আমি তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথাকে ভুলি। এইখানে এলে আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে আমার এমিল জীবিত রয়েছে এবং চিরদিন জীবিত থাকবে।" নিকটবর্ত্তী একটি মূর্ত্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গন করে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মূর্ত্তিটির সারা অঙ্গে সাদরে হাত বুলাতে লাগলেন। একটি অপূর্ব্ব তৃপ্তির ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠল। সে'দিন তিনি যেমন করে তাঁদের

পারিবারিক ও শিল্পী-জীবনের কথা বলেছিলেন, তা পূর্ব্বে কোনদিন শোনবার আমাদের সৌভাগ্য হয় নি। তাঁর কথাগুলি আজও মনে গাঁথা আছে কিন্তু তাঁর সেই আবেগ, সেই বর্ণনার রূপ দেওয়ার সামর্থ্য আমার নাই। একটি আতলিয়ের একপাশে 'সেণ্টরের মৃত্যু'র বিরাট্ মূর্ত্তিটি ছিল। তার কাছে গিয়ে মাদাম বললেন, "এমিল্, পেগান আর্টকে ভালবাসতো, তার পরিসমাপ্তিকে 'সেণ্টরের মৃত্যু'তে প্রকাশ করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক শিল্পে সেণ্টরের আকৃতিতে মানুষের দেহাংশের চেয়ে পশুর আকৃতিটুকু বড় করে দেখান হ'ত। সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী সেণ্টরকে আরো মানুষ করে দেখাতে মনুষ্যাকৃতির অংশকে এমিল পরিবর্দ্ধিত করেছে। সেণ্টরের চার পায়ের অবস্থানের সঙ্গে উপরের হাত, বীণা বা হেলান মাথা সবই মাটি থেকে একই লম্বের সমান্তরাল থাকায় মূর্ত্তিটিকে একটি ঘনকের মধ্যে কল্পনা করা যায়। আমার স্বামীর আদর্শ ছিল, স্থাপত্যের জন্য তার ভাস্কর্য্য এবং ভাস্কর্য্যের জন্য তার স্থাপত্য। তার মতে একটি বিরাট স্থাপত্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ও নক্সা করার আগে স্থপতির ভাস্করের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের রচনা সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। স্থাপত্যের নির্ম্মাণ শেষ হলে ভাস্করকে ডেকে কিছু কাজ দিয়ে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করতে বলা আর তৈরী পোষাক ছিঁড়ে তালি দিয়ে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করা একই কথা।"

সেণ্টরের মৃত্যু

রোদ্যাঁর 'নরকের দ্বার' ও বুর্দ্দেলের 'সেণ্টরের মৃত্যু' এ দু'টাই তাঁদের

ভাস্কর্য্য রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। গতি ও ভাবের দিক দিয়ে এ দু'টী সহজে চিত্তাকর্ষক ও তাঁদের চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক। রোদ্যাঁ 'নরকের দ্বার'এ মানবের অতিমানুষী জীবন-সমস্যার সমাধান চেষ্টায় সংগ্রামরত রূপ দিতে প্রয়াস পেলেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি। বুর্দ্দেলের সেণ্টরের আকালিক স্থাপনাও বর্ত্তমান কালের মানুষের পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন। আধুনিক ফরাসী ভাস্করদের মধ্যে বুর্দ্দেল ও মাইয়ল্-এর মত মৌলিক ও প্রচলিত রচনা-রীতিদোষশূন্য ভাস্কর আর নেই বলা চলে, এমন কি রোদ্যাঁর রচনা অতীব গতিসম্পন্ন হলেও এত মৌলিক নয়।

শক্তি (বুর্দ্দেল)

এরপর আর একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। এখানে বিভিন্ন অবস্থা ও ভঙ্গীতে একুশটি বেটোফেন্-এর মূর্ত্তি ছিল। মাদামের কাছে শুনলাম বুর্দ্দেল ফরমায়েসী কাজ সেরে যখনই অবসর পেতেন তখনই বেটোফেন্-এর মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি রচনা করতেন। বেটোফেন্-এর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁর শেষ জীবনে পর্য্যন্ত সঙ্গীতনায়কের রচনায় নব উৎসাহ এনে দিত। বুর্দ্দেলকৃত বিরাট ভাস্কর্য্যসম্বলিত স্মারক স্তম্ভ ও মূর্ত্তি ফ্রান্স,

মাইয়ল্

ইতালি, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের দিকে দিকে তাঁর বিরাটের পরিকল্পনার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নানা কথার মাঝে আসন্ন যুদ্ধের কথা এসে পড়ল। মাদাম বল্লেন, "আমার স্বামীর আতলিয়েকে বিমানাক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে আমি এবং নেতৃ-স্থানীয় অনেকে মিলে কতবার এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি, কিন্তু এই শিল্পসংগ্রহকে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা বা রক্ষা করার কোন বন্দোবস্ত তারা এখন করতে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এ যদি নষ্ট হয় সে ক্ষতি যে শুধু ফ্রান্সেরই হবে তা নয়, সমগ্র জগতের শিল্পের অপরিশোধনীয় ক্ষতি হবে। তবে আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন একে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই আতলিয়ে বোমায় বিধ্বস্ত হয় তবে লোকে ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করলে ভাঙ্গা মূর্ত্তির সঙ্গে আমার দেহের ছিন্নাংশও খুঁজে পাবে।" যতবার তাঁর কাছে গেছি ততবার বিদায় কালে ঐ কথাগুলি শুনেছি। আজ বহু দূরে থাকলেও, সে দিনগুলি অতীতে বিলীন হতে চাইলেও, এখনও তাঁর কথাগুলি আমার কাণে অনুরণিত হয়; চোখে ভাসে তাঁর সরল-নম্র বিশ্বাস ও অনুরাগ দীপ্ত দৃষ্টি, যার রূপে মোহিত হয়ে বুর্দেল মাতৃমূর্ত্তির মহনীয় কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন ভিরাজ এ লাফাঁ-র (ভার্জিন ও শিশু) বিরাট মূর্ত্তিতে।

যুদ্ধ প্রত্যাগত (বুর্দেল)

রেফ্যুজি

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। রাস্তার উপর জমাট বরফ একটুও কমেনি। মাঝে মাঝে দু'একদিন পাখীর পালকের মত ঝুর ঝুর করে তুষার পাতও হয়ে যায়। কাফের মধ্যে বসে টেবিলে খালি কাপ্‌টার দিকে চেয়ে দার্শনিক কিছু চিন্তা করবার চেষ্টা করছি। কারণ পকেটে হাত দিলে কেবল মাত্র পকেটটিই সাদরে করমর্দ্দন করে জানায় ওর বেশী আর কিছু দেবার তার ক্ষমতা নেই। নিরস, উদ্বেগপূর্ণ মনে ভাবছিলাম অর্থাভাবে শেষে কি বিদেশে মরব। তখনই মনে হল, আমি ত তবু খাচ্ছি কিন্তু সেদিনের দেখা স্প্যানিস রেফ্যুজি ছেলেমেয়েরা কয়েকটি শুখনো রুটীর জন্য কত কাড়া কাড়ি, মারা মারি করলে। ওদের পেট চালাতে পারীর রঙ্গমঞ্চে নেচে অর্থোপার্জ্জন করতে দেখেছি। লোকে নাচ দেখে বাহবা দিয়েছে, ফুলের তোড়া দিয়েছে, কিন্তু তারা কেমন থাকে, খেতে পায় কিনা জানতে কারো কৌতুহল হয়নি।

এমিল জোলার "নানা" উপন্যাসে জুভিসি স্থানটির নাম পড়েছিলাম। ঘটনাচক্রে সেই জুভিসির চাক্ষুস পরিচয় ঘটে গেল। জুভিসির রেল ষ্টেসন থেকে দুই মাইল দূরে ভ্রাভেই এর প্যাভিয়ঁব্লো গ্রামটিতে চাষীদের বাস। পারী থেকে কর্‌বেই যেতে বাসেও এখানে নামা যায়। বই পড়ে কল্পনার মত সুন্দর না হলেও প্যাভিয়ঁব্লোর বেশ একটা মোহ আছে। একবার গেলে দু'বার যেতে মনকে তাগিদ দেয়। এই গ্রামে, চাষীদের ফসল রাখার একটি খালি ব্যারাকে প্রায় তিরিশটি রেফ্যুজি মেয়ে পুরুষে কোন মতে মাথা রক্ষা করছে। এরা পাড়ার লোকের সহানুভূতি যে পায় না তা নয়, কিন্তু তা অবাধ নয়, কারণ তাতে পুলিসের হুকুমকে অগ্রাহ্য করতে হয়। এদের অপরাধ এরা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নরমেধ যজ্ঞকুণ্ডের বাইরে পড়া আহুতি। রবিবারটা প্রায়ই রেফ্যুজিদের সঙ্গে হৈ চৈ করে কাটাতাম!

এক রবিবারে প্যাভিয় রোতে পৌঁছে দেখি যে যতটুকু পেরেছে কাল কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করে মাথায়, হাতে বেঁধে গোল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে শব্দ নেই, কোন ভাব লক্ষণও তাদের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না, নিস্পন্দ, স্থির তারা যেন কোন মায়াবীর যাদুতে পাথর হয়ে গেছে। সকলের মাঝে কালো কাপড় ঢাকা একটি ছোট কফিন্। একটি মেয়ে কফিনের এক প্রান্তে মাথা রেখে নিরালম্ব ভাবে বসে আছে আর তার একখানি হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধে বিকৃত ভগ্নাঙ্গ একটি স্প্যানিস যুবক। তাদের চোখে পলক পড়ছিল না—যেন মমির উপর আঁকা চোখ। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে মারা গেছে?" লোকটি বেশ একটু তিক্ত স্বরে বল্লে, "ম্যারিয়ার ছেলেটি।" বছর দু'য়েকের ছেলে। সাত দিন আগে দেখে গেছি প্রত্যেকের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুল টেনে, নাক ধরে ব্যতিব্যস্ত করতে। সব কিছু সজীবের চেয়েও তাকে যেন বেশী সজীব দেখাত আর আজ তার অসাড় দেহপিণ্ড হাজার বার কারো কোলে ছুঁড়ে দিলেও কিছু বলবে না, খল খল করে হেসে উঠবে না। বড় মর্ম্মাহত হলাম। জিজ্ঞাসা করা অবান্তর, তবু বল্লাম, "কি হয়েছিল তার? এই ত সাত দিন আগে তাকে দেখেছিলাম বেশ ভাল ছিল।" লোকটি তেমনি নির্লিপ্ত তিক্ত স্বরে বল্ল, "হবে আবার কি? আমরা রেফ্যুজি, এই দারুণ শীতে মাথায় আচ্ছাদন নেই, গায়ে শীত নিবারক বস্ত্র নেই, পেটে এক কণাও খাদ্য নেই, মরাটাই আমাদের স্বাভাবিক, বেঁচে আছি ভাবতেও দ্বিধা হয়। ঐ ছেলেটি বেশী ভাগ্যবান বলব কারণ ওর সহ্য ক্ষমতা আমাদের মত নয়। মৃত্যু ওকে সহানুভূতি দেখিয়ে আজ শান্তি দিয়েছে।" —শুনে স্তম্ভিত হলাম! পকেটে সামান্য যা কিছু ছিল তাদের দিয়ে বল্লাম, "আমার ক্ষমতা অতি সামান্য, তোমাদের অভাবের বিরাট বিভীষিকাকে একটুও প্রশমন করতে পারি না, এক মাত্র হৃদয়ের সহানুভূতি দিতে পারি যা তোমাদের এই দৈন্য দশায় কোন কাজে লাগবে না।"

এইবার কফিনটি নিয়ে যাবে। মায়ের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করে কফিন নিতে সকলেই ভয় করছিল। গৃহ যুদ্ধ তাদের শান্তিময় আশ্রয়ে আগুন

জ্বালিয়ে সর্ব্বস্বহীন করে জগতের নিষ্ঠুরতার মাঝে ছেড়ে দিলেও তাদের মনের মমতার কোমল তন্ত্রীটি তখনও ছেঁড়েনি। মেয়েটির স্বামী মাঝে মাঝে তার মাথায় হাত বুলিয়ে অস্ফুটভাবে বলছিল, "শান্ত হও মারিয়া।" মেয়েটি নিজেই কফিনটি ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ আমার দিকে এসে অনুযোগের সুরে বল্লে, "তিনদিন আগে এলে না কেন, কর। তুমি বলছ সামান্য, কিন্তু ঐ সামান্য দান পেলে আমার ছেলেকে মরার আগে একটু দুধ খেতে দিতে পারতাম। বাছা আমার মরে যাবার আগে খেয়েছে শুধু জল—ময়লা জল।" —তারপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের মর্ম্মন্তুদ্ দৃশ্য দেখবার মত সাহস ছিল না, পালিয়ে গেলাম।

এরপর প্রায় দু' সপ্তাহ প্যাভিয়ঁ স্লোতে যাবার আমার সাহস হয়নি। পরের রবিবার গ্রামটিতে যাবার মোহ আমাকে ফের পেয়ে বসল। প্রায় ১১টা হবে, পৌঁছে দূর থেকে দেখি ব্যারাকটির চারিদিকে যেন নানা রঙের অতিকায় প্রজাপতির মেলা। ব্যারাকে উপস্থিত হয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। কোন কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশন উৎসবে নাচ দেখাতে তাদের আমন্ত্রণ এসেছে তাই তাদের জাতীয় পোষাক, রঙ বেরঙের ঘাঘরা, ওড়না সব পরিষ্কার করে বাইরে শুখাতে দিয়েছে। আমায় ধরে বসল তাদের সঙ্গে যেতে হবে। দু'টি লরীর উপর চারখানি বেঞ্চ সাজিয়ে তার উপর বসে আমরা সবাই যাত্রা করলাম। যেতে হবে ভিল্ জুইভ্ গ্রামে, প্রায় ৬১ কিলোমিটার দূর। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা সমস্বরে তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল। আমরা প্রায় সাড়ে চারটেয় পৌঁছানর পর বহু লোক এসে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেল। পারীতে স্যা মার্ত্যাঁর রঙ্গমঞ্চে নাচগান শুনিয়ে "জুনেস্ ছ্যাস্পান্" (স্পেনের কিশোর দল) প্রায় সারা ফ্রান্সের সহরে, গ্রামে, পল্লীতে বিখ্যাত হয়েছিল। কিছু পরেই মুক্ত প্রাঙ্গনে ছেলেমেয়েরা কখন দৃপ্ত কখন করুণ, অর্কেষ্ট্রার সুরের সঙ্গে তাদের জাতীয় জীবন, সহজ সরল পল্লীপ্রাণ ঘরোয়া সংগ্রামের মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী ফুটিয়ে তুললে নাচে গানে। তাদের মধ্যে পেপিতা ও এন্কার্না মেয়ে দু'টি নাচ দেখিয়ে সকলের প্রশংসা লাভ করলে। পাকিতা গ্রাম্য চাষীর

মেয়ে। নাচ কোনদিন কোন বিদ্যালয়ে শেখার তার সৌভাগ্য হয়নি। গ্রাম্য নৃত্যে সহজ সরল ভাবে সে দেখাল, শিশুর-ঘুম পাড়ানী-গানের মায়ের ছবি। ছেলেদের মধ্যে মোজেস্, মারিয়ানো, আঞ্জেল দেখাল কর্ম্মাবসানে সুখী চাষীর সরল উল্লাস। এমন প্রাণঢালা নাচ গানে ভুলে যেতে হয় এদের আসল অবস্থাকে। কে বলে এরা নিঃস্ব সর্ব্বহারা! অলিম্পিয়ার দেবশিশুরা যেন মর্ত্তে নেমে এসেছে।

ব্যারাকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। সে রাত্তে পারী ফিরে যাবার কোন উপায় ছিল না, কারণ শেষ ট্রেণ এবং বাস্ অনেক আগেই চলে গেছে। গ্রামের একটি রেস্তরাঁতে নৈশাহার সেরে যখন ব্যারাকে ফিরলাম তখন রেফুজিরা তাদের অতি কষ্টলব্ধ রুটি এবং সুপ্ খাচ্ছিল। আমার সামনে একটি বছর বারোর মেয়ে বসে ছিল তার নাম ললিতা। স্পেনের মেয়েদের নামগুলি প্রায় আমাদের দেশের মেয়েদের নামের মত শোনায়। ললিতা স্পেনে খুব সাধারণ এবং আদরের নাম। মেয়েটির আপন বলতে কেউ নেই। শুনলাম তার বাপ ও কাকা রিপাবলিকান্ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লড়াইয়ে ট্রেঞ্চে মারা গেছে। তার একটি মাত্র ভাইকে ফ্র্যাঙ্কোর দল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বন্দী করে এবং পরে বিচারের অভিনয় শেষ হলে তাকে গুলি করে মারে।—গভীর রাতে কেবল বৃদ্ধ আর শিশুরা ঘুমুচ্ছে। সক্ষম নারীরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে ট্রেঞ্চে চলে গেছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, শিশুদের ঘুম গভীর বা শান্তিপূর্ণ ছিল না, আসন্ন বিপদের আতঙ্কে তারা মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের ঘুম চিরনিদ্রায়

এন্‌কারনা

পরিণত হ'তে পারে। এমনি এক রাতে বার্সিলোনা সহরের পথ, বাড়ী, মাটী, বৃদ্ধ ও শিশুদের বুক কাঁপিয়ে সাইরেন্ বেজে উঠল। আকাশে এয়ারোপ্লেনের গুরু গর্জ্জন শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তে বিরাট কান ফাটা বিস্ফোরণ শব্দ। করুণ কণ্ঠের অন্তিম চিৎকার বম্‌ফাটা শব্দ প্রতিধ্বনির যেন শেষ রেশ। অন্ধকারে এয়ারোপ্লেনগুলিকে এক ঝাঁক শব লোলুপ শকুনের মত দেখাচ্ছিল। মেসিনগানের কড় কড় শব্দ যেন ধ্বংসোন্মত্ত প্রেতের পৈশাচিক হাসি। চাপা ভয়ার্ত্ত চিৎকার করে লোকজন রাস্তায় ছুটাছুটি করছে। কে একজন ডাকল, "ললিতার মা, তোমার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে এখুনি বাইরে এস—পালাতে হবে।" বড় মেয়েটি কিছুতেই বাইরে এল না। সে বল্ল, "বাইরে মাথায় বম পড়ার বেশী সম্ভাবনা, আমি ঘরেই থাকব।" ভাববার সময় ছিল না, বৃদ্ধা ও ললিতাকে একজন বাইরে টেনে নিল। একটা আগুনের চমকও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ

পেপিতা

—তারপর কি হোল মা, মেয়ে জানতে পারে নি। যখন তারা চোখ মেলে চাইলে তখন ভোর হয়েছে। কয়েকটি মেয়ে ও পুরুষ তাদের চারিপাশে বিষাদ বিবর্ণ মুখে বসে ছিল, আহত কেউ বা যন্ত্রণায় গোঙ্গাচ্ছিল। বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠল, "আমার বড় মেয়ে কোথায়? একি! এ

মাঠের মাঝে আমরা কি করে এলাম!" সহ্যের অতীত হলেও বৃদ্ধাকে শুনতে হোল যেখানে তার মেয়ে শুয়েছিল তারা জ্ঞান হারাবার পর সেখানে বাড়ীর ভাঙ্গা স্তূপ আর কয়েকটি গর্ত্তে রক্ত জড়ান মাংস ও হাড়ের দু'এক টুকরো পড়ে ছিল মাত্র। প্রাণভয়ে পালাবার সময় আর সকলে তাকে আর ললিতাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এদের যেতে হবে বহুদূর— ফরাসী সীমান্তে, এই আশায়—যদি ফরাসীরা আশ্রয় দেয়। এদের পিছনের টান কিছু ছিল না। আপন বলতে সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। এরা কারো পক্ষে নয় বিপক্ষে নয় তবু এদেরকেই হারাতে হয়েছে সব কিছু। রাষ্ট্রনায়করা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে নির্ম্মমভাবে এই নিরীহদের করেছেন বলি। সীমান্তে যেতে রাস্তায় কি একটা পায়ে ফুটায় ললিতার মা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। মাত্র তিনদিন জ্বরভোগ করার পর বৃদ্ধা ফ্রান্সের চেয়ে আরো নিরাপদ স্থানে চলে গেল—যেখানে ফ্র্যাঙ্কো নেই, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, হতাহত, হাহাকার নেই। তারপর আরো বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ললিতা এসে পড়েছে এই জুনেস্ ছ্যাম্‌পানিএর মাঝে। নানা কথার ফাঁকে বল্লাম, "ললিতা আমাদের দেশেও অতি সাধারণ নাম। তা ছাড়া ললিতাকে যদি আমাদের দেশীয় পোষাক পরিয়ে কোন ভারতীয়কে বলি—এ আমাদের দেশের মেয়ে, তাতে কেউ অবিশ্বাস করবে না।" তারা বল্লে, "কর, ওর ত আপন বলতে কেউ নেই, ওকে তোমার বোন করে নাও না।"

মাতৃস্নেহনৃত্যে পাকিতা

বল্লাম, "তাত আছেই, আবার নতুন করে সম্পর্কের আদব কায়দার প্রয়োজন কি?" ওরা বল্ল, "তা নয় হে, আমাদের দেশে সম্পর্ককে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে হলে একটু রীতি মেনে চলতে হয়, তুমি তাতে রাজী আছ?" বল্লাম, "হ্যাঁ"—কিন্তু ব্যাপারটি প্রথমে ভাল বুঝি নি। তারা সকলেই পান পাত্রগুলি পরস্পরে ঠেকিয়ে বল্লে, "আজ থেকে কর আর ললিতা ভাই বোন।" পাত্রে অবশ্য জল ছাড়া অন্য পানীয় ছিল না—পাবে কোথায়! তারপর ললিতা সকলের কর মর্দ্দন করে ধন্যবাদ জানালে আমাকেও অনুরূপ করতে হলো। কথাচ্ছলে বল্লাম, "ললিতা দেশে ত তোমার কেউ নেই, আমাদের দেশে যাবে?" সে বল্ল, "না এয়ারমানো কর, তোমাকে আমরা খুব ভালবাসি, কিন্তু আমি ফিরে যেতে চাই স্পেনে। আমার কেউ নেই সত্যি, কিন্তু স্পেনের মাটিতে আমার জন্ম, তার সঙ্গে আমার সংযোগ কিছুতেই ছিন্ন হতে পারে না। সে আমার সব চেয়ে আপন, আমি তার কোলেই আশ্রয় পেতে চাই।" বয়সে অতি ছোট হলেও সেদিন থেকে ললিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। আমরা বহুদিনের পরাধীনতার মোহে নিজের দেশকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে বোধ হয় ভুলে গেছি। দেখতে দেখতে কয়েক-মাস কেটে গেছে। এই কয়েকটা মাস দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে এরা কোন মতে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জুনেস্ হ্যাস্পানের আগে

জিপ্সীনৃত্যে এন্‌কার্‌না

যেমন আদর ছিল, নিমন্ত্রণ ছিল এখন আর তা নেই। ইয়োরোপে এই ক'মাসে অশান্তির আগুন দাবানলের মত এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্স নিজের ঘরের দরজায় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখছে। কয়েকটা বিদেশী রেফ্ূজির কে খোঁজ নেয়, কার এত মাথাব্যথা! কয়েকজন রেফ্ূজি চেষ্টা করে রাশিয়া বা স্পেনে চলে গেছে। যে ক'জন পড়ে আছে তারাও ভাবছে অন্যত্র যাবার কথা। ফ্রান্স এখন আর নিরাপদ আশ্রয় নয়। তারা এক যুদ্ধ স্থল থেকে আর এক বৃহত্তর যুদ্ধ স্থলের সামনে এসে পড়েছে।

ললিতা

এদের দলে এক অতিবৃদ্ধ দম্পতি ছিল। স্বামীর বয়েস ছিয়াত্তর, স্ত্রীর বাহাত্তর। বৃদ্ধ তার স্ত্রী, মেয়ে, জামাই ও একটি মাত্র নাতনী, পাকিতাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার জামাই সেনিয়র রোখো রিপাব্‌লিকান্ সৈন্যদলের একজন অফিসার ছিল। যুদ্ধের চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট। যুদ্ধের পূর্ব্বে এরা ছিল বার্সিলোনার একগ্রামের সরল চাষী পরিবার। বিদেশে বড় কষ্ট পায় দেখে একদিন বৃদ্ধকে বল্লাম, "তোমরা স্পেনে চলে যাও না, এখন ত যুদ্ধ থেমে গেছে?" বৃদ্ধ বল্লে, "যাব ত কিন্তু স্পেনে প্রবেশের হুকুম পাব কি করে।" বল্লাম, "ওঃ তোমার জামাই যে আবার রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত কাজেই তোমায় ফ্র্যাঙ্কের দল পেলে মেরে ফেলবে।" কিন্তু বৃদ্ধ নিশ্চয় করে জানাল রোখোর জন্য তাকে ফ্র্যাঙ্কোর দল দোষী করবে না। সেনিয়র রোখোকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বৃদ্ধ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত ছিল কি না, কিন্তু প্রতিবারেই সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিল, "না"। অনেক চেষ্টা করে, অনুমতিপত্র

পেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্পেনে চলে গেল। দিন দশেক পরে প্যাভিয়ঁ ব্লোতে গিয়ে দেখি সকলের মুখ অন্ধকার হ'য়ে আছে, যেন ঝড় আসবার পূর্ব্বে প্রকৃতির থমথমে ভাব। কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করায় পাকিতা একটি টেলিগ্রাম এনে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল, "তোমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে সীমান্তে যথাবিহিত সম্মানে গুলি করা হয়েছে," প্রেরক ফ্র্যাঙ্কো গভর্ণমেণ্টের এক অফিসার। লোকটি অতি ভদ্র বলতে হবে। না হলে খোঁজ করে রোখোকে খবরটি পাঠাত না। কি বলব, সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই নেই। এদের দুঃখের জীবনে এ ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু আমার মনে বিঁধতে লাগল, অকারণে আমি তাদের মৃত্যুর নিমিত্ত হলাম। শুধু সেনিয়র রোখোকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাদের মারল কেন? তারা ত কোন অপরাধ করেনি বা রাজনৈতিক সংস্রবও তাদের ছিল না।" সে বল্লে, "তারা শ্রমিক সমিতির সভ্য ও সম্পাদক ছিল।" অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, "রোখো তুমি জেনে শুনে তাদের মৃত্যুর দরজায় পাঠিয়ে আমায় তাদের হত্যার কারণ করলে।" রোখো উত্তর দিল, "তারা এখানে না খেয়ে মরত। ভেবেছিলাম তাদের বার্দ্ধক্য দেখে ছেড়ে দেবে। কিন্তু শুয়োরেরা কি পাষণ্ড! শান্তি এইটুকু যে তাদের রক্ত নিজের দেশের মাটীকে ভিজিয়েছে। বিদেশী মাটীতে কবর দিলে তাদের মরা হাড়গুলোও হয়ত আমাদের অভিশাপ দিত।

এর কিছুদিন পর একদিন গল্পে মত্ত হওয়ায় ঘড়ির দিকে খেয়াল ছিল না। যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে দেখি ট্রেণ অথবা ধাস সে রাতে আর পাওয়া যাবে না। রোখো বল্ল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত আমার ওখানে আজকের রাতটা কাটাতে পার।" সে থাকে ব্যারাক থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এক কারখানার ছোট একটী শেড্‌এ। তার স্ত্রী ও মেয়ে আগেই শেডের দিকে রওনা হয়েছে। রোখো যাবার তাগিদ দিয়ে বল্ল, "চলহে যেতে হবে অনেকখানি।" চাষের জমির মাঝ দিয়ে পথ। কিছু দূর অগ্রসর হয়েছি এমন সময় ঝড়ের বেগে কে একজন বিপরীত দিক থেকে আমাদের অতিক্রম করে গেল। রোখো চিৎকার করে ডাকল, "পাকিতা কোথা যাস?" উত্তর এল স্বক্রন্দনে—"মরতে।" আমি ত

অবাক্! রোখো চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। বল্লাম, "মেয়েটি এই অন্ধকারে কোথায় গেল দেখ, শিগ্‌গির।" মেয়েটি অদূরবর্ত্তী একটি দীঘির পাড় থেকে জলের দিকে ছুটে নেমে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে তাকে ফিরিয়ে আনা গেল। তখনও সে কাঁদছিল আর বলছিল, "আমার জীবনে শান্তি নেই, আমি মরব।" রেখো নত মুখে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে সবটাই হেঁয়ালী লাগছিল। একটু রুষ্ট ভাবেই বল্লাম, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে অভিনয় না করেই বল না কি হয়েছে?" পাকিতা রুক্ষভাবে জবাব দিল, "ওই যে লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে—ও আমার নিজের বাবা নয়। আমার বাবা আমার দু'বছর বয়েসের সময় মারা গেছে। রোখো তার এক বছর পরে আমার মাকে বিয়ে করেছে কিন্তু ওরা আমাকে তখন চায়নি। বারো বছর মা আমার কোন খোঁজ করেনি, আমি ছিলাম আমার দিদিমা ও দাদামশাইএর কাছে। ওদের আর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় আজ এক বছর হোল রোখো তার মেয়ে হিসাবে আমায় দত্তক নিয়েছে। হয়ত রোখো আমায়, নিজের মেয়ের মত ভালবাসে, কিন্তু হায় রে আমার ভাগ্য! আমার মা মনে করে, রোখোর আমার প্রতি ভালবাসাটা মোটেই বাৎসল্য নয়। মাকে দেখাতে রোখো আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, মা'র ব্যবহার না বলাই ভাল। আমার আজ কেউ আপনার লোক নেই যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আমার একমাত্র অবলম্বন—দিদিমা, দাদামশাইকে তোমরাই চক্রান্ত করে মেরেছ। তোমরা তাদের দেশে ফিরবার জন্য উত্তেজিত না করলে বা পাথেয় যোগাড় না করে দিলে, তারা মরত না। আমার জীবনকে বিষময় কর্ব্বার জন্য তোমরাই দায়ী।" আমি ত চুপ, রোখো ও নীরব রইল, একটী কথাও সে জবাব দিল না। নিজেদের ঘরোয়া কথা ঝোঁকের মাথায় বলে পাকিতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তখনকার মত ব্যাপারটি মানিয়ে নিলেও, বাধ্য না হলে সে রাতে রোখোর বাড়ী যেতাম কিনা সন্দেহ। অস্বস্তিকর মনস্তাপ সমস্ত রাত আমাকে বিদ্ধ করছিল। ভাবছিলাম রাজনৈতিক কারণে ঘটা অশান্তি ও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে কোনটা তীব্রতর। এর পর প্যাভিয়ঁ ব্লোর মোহ আর আমাকে টানতে পারেনি!

যে যুদ্ধাতঙ্ককে ফ্রান্স এতদিন দূরে ঠেলে রেখেছিল, উপরোক্ত ঘটনায় কয়েকদিন পরে, বিরাট আকারে তা ফ্রান্সের সীমান্তে হুমকী দিচ্ছিল। হিটলার কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ডের দাবী তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। দালাদিয়ের সমানে হুমকী দিলেও তার মধ্যে ভয় ও উদ্বেগের মিশ্রণ ছিল। রাতদিন যখন তখন সাইরেন্ বেজে লোকজনের স্নায়ুগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছিল। ঘর বাড়ী, স্মারকস্তম্ভ মূর্ত্তি শিল্প সম্পদ বালির বস্তা দিয়ে ঢেকে, আলো নিভিয়ে ফ্রান্স আত্মরক্ষায় তৎপর হয়েছে। প্রফেসার জিওভানেল্লি দূর গ্রামে চলে গেলেন। তাঁর এবং গ্রাঁদশমিয়ের ষ্টুডিয়ো বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে বসে ভাবছি এখানে থাকব না দেশে ফিরব। হোটেলের পরিচারিকা এসে খবর দিল নিচে দু'টি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নেমে দেখি এন্‌কারনা আর তার মা মাদাম মারিয়া দাঁড়িয়ে। অভিবাদন কুশল সংবাদাদির পালা শেষ হলে মারিয়া বল্লেন, "কর, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।" কি বিপদ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, তাঁর স্বামী অনেক খুঁজে অতি কষ্টে ঠিকানা সংগ্রহ করে, বার্সিলোনা থেকে তাদের চিঠি দিয়েছেন স্পেনে ফিরিবার অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু নব নিযুক্ত কন্‌সাল কিছুতেই প্রবেশপত্র দিচ্ছে না, এমন কি তাদের স্প্যানিস জাত বলেই স্বীকার করছে না। কনসালেট্ অফিসে গিয়ে যখন বলা গেল, "এদের চেহারা দেখ স্প্যানিস, এরা তোমাদের দেশী টান দিয়ে তোমাদের ভাষা বলছে।" কনস্যাল বললে, "ও সব আমরা জানি না বা দেখতে চাই না, আমরা চাই লিখিত প্রমাণ। বুঝলাম এ বর্ব্বর রাজনীতিতে হৃদয়ের স্থান নেই। অবশ্য অনেক কাণ্ড করে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করে (যা লিখলে একটি মহাভারত হয়ে যেত) তারা স্পেনে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলে। মারিয়া বললেন, "আমরা চলে যাব, আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না; কিন্তু তোমাকে আমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে হবে।" শুনে বল্লাম, "পাগল হলে নাকি। তোমরা একেবারে নিঃস্ব; আহার্য্য, পাথেয়, এমন কি পরণের উপযুক্ত কাপড়টুকুও তোমাদের নেই, কি চাইব তোমাদের কাছে! একে উপকার করা মনে করে প্রতিদান নিলে নিজের কাছে এবং নিজের দেশের কাছে লজ্জিত

হব। এইটুকু উপকার আমাদের দেশে অনেকে অনেকের প্রতি করে থাকে। পরাধীন হলেও আমাদের দেশে হৃদয় একেবারে মরে যায় নি। যদি একান্তই কিছু ভালবেসে দিতে চাও ত দেশে গিয়ে পাঠিও।" তারা বলল, "দেশে ফিরে আমাদের দুর্গতি বাড়বে ছাড়া কমবে না। দেশে খাবার কই, অর্থই বা কোথায়! ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ সবই ত ধ্বংস এবং বন্ধ। সত্যিই আমরা তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। তুমি আমাদের

সকন্যা মাদাম মারিয়া

কিছু কাজ দাও, আমরা করে তৃপ্ত হব।"—তাদের কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। শেষে বললাম, "প্রতিদান হিসাবে নয়, তোমাদের সঙ্গে জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটেছে, তার স্মৃতি হিসাবে তোমাদের একটী প্রতিকৃতি এঁকে নিই। যাবার দিন মারিয়া ও এন্‌কারনাকে স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখে জানাতে অনুরোধ করেছিলাম। লিখে জানান সম্ভব হয় নি। কিন্তু এন্‌কারনা একটি ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড পাঠিয়ে জানিয়েছিল স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা কি। ছবিতে ছিল, ভূলুণ্ঠিতা,

শোকাবনতা একটি নারীর প্রস্তর মূর্ত্তি। লিখে বোধ হয় সে এত পরিষ্কার করে জানাতে পারত না তাদের দেশের হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থাকে।

পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বেঁধে গেছে। পরিচিত সকলেই চলে গেছে। আমি পড়ে দিন গুণছি পাথেয়র আশায়। অধ্যাপক জিওভানেল্লি বহুবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকতে। এই সহানুভূতির জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু ফিরবার বহু কারণ আমাকে তাগিদ দিয়ে ভাবিয়ে তুল্ল। একদিন সকালে আমার জিনিষগুলি জিওভানেল্লির কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লাম, "জানি না ভাগ্যে কি আছে। বহুদিন আমার সংবাদ না পেলে অনুগ্রহ করে এগুলি

এন্কারূনার চিঠি

আমার দেশের ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দেন। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে খালি স্যুটকেশ হাতে কয়েক মিনিট রাস্তা চলতেই পাশের পার্ক থেকে প্রচণ্ড শব্দে বিমান ধ্বংসী কামান গর্জ্জে উঠল। এক মুহূর্ত্তে রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেল। কি করব ভাবতে পারছিনা, হতবস্থ হয়ে গেছি। যে লোকের কামান দেখার সৌভাগ্য হয়নি, এত কাছে, বিস্ফোরণে তার মস্তিষ্ক বিকল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। একটি পুলিস ছুটে এসে কানের কাছে বাঁশী বাজিয়ে এক ধাক্কায় আমায় ফুটপাতের এক প্রান্তে ঠেলে দিলে। সামনের বাড়ীর দরজায় লেখা ছিল—"আব্রি" (আশ্রয়), ঢুকে পড়লাম। "কাভ"এ নেমে দেখি, কয়েকটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তাদের

শিশুগুলিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আতঙ্কে তারা যে যে অবস্থায় ছিল ছুটে আশ্রয়ে এসেছে, উপযুক্ত কাপড় পরবার সময়টুকুও পায় নি। তাদের বিস্রস্ত চুল, চোখের ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টি, যুদ্ধের বিভৎসতাকে আমার সামনে প্রকট করে তুল্ল! তারা শিশুগুলিকে নিজেদের কুক্ষিতে দৃঢ়ালিঙ্গনে চেপে ধরেছিল। নিজেদের শরীর দিয়ে ঢেকে সন্তানকে আরো নিরাপদ করবার আপ্রাণ প্রয়াসে মনে হচ্ছিল যেন তারা এই আশ্রয়েও নিরাপদ অনুভব করছে না। সকলের চোখ দিয়ে অশ্রু অবিরল ধারে পড়ছিল, আর মাঝে কাতর উক্তি যেন তাদের বুক চিরে বেরুচ্ছিল—"হায়! আমাদের একি সর্ব্বনাশ হল!" কারো স্বামী, ভাই বা বাপ যুদ্ধে চলে গেছে। অনেকের আত্মীয় স্বজন বিগত মহাযুদ্ধ-বৈতরণীর পার থেকে ফিরে এসেছে। এরা কেউই হয়ত তখন ভাবেনি, আবার তাদের ফিরে যেতে হবে যুদ্ধ দেবতার খর্পর রুধিরে ভরে দিতে। পুরুষ-যুবক হয়ে, এদের মাঝে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হল উপরে উঠে এলাম। সব সময়ে প্রাণের ভয়ই যে বড় হয়ে উঠে না সেদিন তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তার প্রভাব অতি কাপুরুষকেও কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম। আমাদের দেশে ভীরু বলে নিন্দিত শ্রমিক চাষীরাও আত্মদান করে তার প্রমাণ দেখিয়েছে।

পাথেয় মিলেছে। ফিরবার জন্য জাহাজও পাওয়া গেছে। কিন্তু আনন্দ কি দুঃখ হচ্ছে বুঝলাম না। অন্ততঃ আনন্দের উল্লাস বা দুঃখের তীব্রতা কোনটাই অনুভব করিনি। ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখি ছিন্ন মলিন পোষাকে, বিষণ্ণ মুখে কয়েকজন রেফ্যুজি প্রেতের মত দাঁড়িয়ে। ঘণ্টা বাজল, রেলের কর্ম্মচারীরা "আঁ ভোয়াতুর সিল্‌ভুপ্লে" (যাত্রীরা অনুগ্রহ করে গাড়ীতে উঠুন) বলে চীৎকার করতে লাগল। তারা একে একে আমার হাত চেপে ধরে বিদায় জানালে। মুখে কিছু বলবার ভাষা আমাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ সামান্য চাপেই অনুভব করেছিলাম অন্তরের অকৃত্রিম বিচ্ছেদ বেদনাকে। আর কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না। বহুদূরের বিদেশী ভালবাসার বোঝা বড় ভারী।

গাড়ী ছাড়বার জন্য বাঁশী বাজল। রুমাল বা হাত নেড়ে বিদায়ের অভিনয়কে দীর্ঘ করার ইচ্ছে হয়নি। বিদায়ের শেষ মুহূর্তে তাদের মুখের ভাব দেখবার মত সাহসও ছিল না। সামনের জানালার পর্দ্দাটা কাঁচের উপর টেনে দিলাম।—ইয়োরোপের সামান্য কয়েক মাসের বাস্তব ছবিকে চোখের সামনে থেকে মুছে দিতে পেরেছি কিনা অন্তরই সে প্রশ্নের জবাব দেবে।